গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

"জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা (২য় সংশোধিত)"

জুন ২০১৮

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা (২য় সংশোধিত)" জুন ২০১৮

“জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা (কমপোনেন্ট এ ও বি)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)
শেরেবাংলা নগর , ঢাকা - ১২০৭

সমীক্ষক

ড. মোঃ শাহাজত আলী
টিম লিডার

ড. নিকর চন্দ্র
আর্থ সামাজিক বিশেষজ্ঞ

রাহুল কান্তি বরুয়া
পরিসংখ্যাণবিদ

ড. এম এ কাইয়ুম এবং
ড. জি.সি. হালদার
মৎস্য বিশেষজ্ঞ

আইএমইডি-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

নাসিমা মহসিন
মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)

মোঃ মুজিব - উল - ফেরদৌস
পরিচালক (উপ সচিব)

আফরোজা আকতার চৌধুরী
উপ - পরিচালক (উপ সচিব)

দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেড
ফ্লাট নং # এফ -৫,বাড়ীনং # ২৫/১
শাহ-আলীবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা -১২১৬
ইমেইলঃadmin@dobeyinternational.com
ওয়েবঃ www. dobeyinternational.com
মোবাইলঃ ০১৯১১৮২৭৩০৩, ০১৭৬৮- ৬৬৭৭৬৬

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	নির্বাহী সার সংক্ষেপ	i-viii
	প্রথম অধ্যায় **প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ**	
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৩	প্রকল্পভুক্ত এলাকা	২
১.৪	প্রকল্প অনুমোদন / সংশোধন	২
১.৫	ডিপিপি সংশোধনের কারণ	৩
১.৬	প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ও অর্থায়নের অবস্থা	৭
১.৭	বাজেট বরাদ্দ,অর্থায়নের অবস্থা ও ব্যয়ের পরিমাণ	৮
১.৮	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়	৯
১.৯	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত অঙ্গভিত্তিক বিবরণ	৯
১.১০	প্রকল্প মূল্যায়নের যৌক্তিকতা	১০
১.১১	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তথ্য	১০
	দ্বিতীয় অধ্যায় **প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি (Methodology)**	
২.১	পরামর্শক / পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে কার্য পরিধি (TOR)	১১
২.২	প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি	১২
	ক) প্রকল্পের 'লগ ফ্রেম' (Log Frame) ও প্রকল্প ডকুমেন্ট পর্যালোচনা	১২
	খ) মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণের মুল ফোকাস	১২
	গ) মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য ধারণাগত মডেল	১২
	ঘ) স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের (ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য) সাক্ষাৎকারের আলোচ্য বিষয় (KII)	১৪
	ঙ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাক্ষাৎকার (KII)	১৪
	চ) সুফলভোগী নমুনায়ন পদ্ধতি	১৫
	ছ) সুফলভোগী নমুনার আকার নির্ধারণ	১৫
	জ) তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	১৬
	ঝ) ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)	১৭
	ঞ) পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ	১৭
	ট) সফলগাথা (Success Story) উপস্থাপন	১৮
	ঠ) স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	১৮
	ড) জাতীয় কর্মশালা	১৮
	ঢ) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের সংখ্যাগত ও গুণগত কার্যক্রম	১৯
	ণ) মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৯
	ত) এডিটিং সম্পাদনা ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ	১৯
	থ) পরামর্শকগণের দায়িত্ব সমূহ	২০

	তৃতীয় অধ্যায় **প্রকল্পের সার্বিক এবং অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা**	
৩.১	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কমপোনেন্ট - এ)	২১
৩.২	প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কমপোনেন্ট - বি)	২৩
	চতুর্থ অধ্যায় **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ**	
৪.১	মৎস্য অধিদপ্তর অংশ (কমপোনেন্ট-এ)	২৫
৪.১.১	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনা	২৫
৪.১.২	প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামালের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ	২৭
৪.১.৩	পণ্য সংগ্রহ বিষয়ে সার্বিক মতামত	২৮
৪.১.৪	নিরীক্ষা আপত্তি (কম্পোনেন্ট –এ)	২৯
৪.২	কম্পোনেন্ট-বি (বিএফআরআই অংশ)	৩০
৪.২.১	প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ও অর্জন	৩০
৪.২.২	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনা	৩০
৪.২.৩	প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামাল এবং পুনঃনির্মান/মেরামত কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ	৩১
৪.২.৪	নিরীক্ষা আপত্তি (কম্পোনেন্ট –বি)	৩২
	পঞ্চম অধ্যায় **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ**	
৫.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (কমপোনেন্ট - এ)	৩৩
৫.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (কমপোনেন্ট - বি)	৩৪
৫.৩	প্রকল্পের Log Frame এ উল্লেখিত উপাদান সমুহের বিশ্লেষণ (কমপোনেন্ট –এ)	৪০
৫.৪	প্রকল্পের Log Frame এ উল্লেখিত উপাদান সমুহের বিশ্লেষণ (কমপোনেন্ট –বি)	৪২
৫.৫	ফলাফল / অর্জন (Output) পর্যালোচনা	৪৩
৫.৬	প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ফলাফল	৪৪
৫.৬.১	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ফলাফল (কম্পোনেন্ট –এ)	৪৪
৫.৬.২	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ফলাফল (কম্পোনেন্ট –বি)	৫০
	ষষ্ঠ অধ্যায় **SWOT Analysis**	
৬.১	কম্পোনেন্ট – এ	৫৯
৬.২	কম্পোনেন্ট – বি	৬২
	সপ্তম অধ্যায় **সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ**	
৭.১	সুফলভোগী জাটকা-ইলিশ জেলেদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ	৬৪
৭.২	প্রকল্পের পরোক্ষ সুফলভোগী ইলিশ জেলেদের আর্থ-সামাজিক তথ্য উপাত্ত (জেলে পরিচয়পত্রধারী কিন্তু প্রকল্পের AIGA উপকরণ সুবিধা বঞ্চিত)	৭৪
৭.৩	গুণগত বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত	৭৮
	অষ্টম অধ্যায় **সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ**	
৮.১	কম্পোনেন্ট – এ (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	৯৫
৮.২	কম্পোনেন্ট – বি (বিএফআরআই অংশ)	৯৮

পরিশিষ্ট সমূহ

পরিশিষ্ট-১	জাটকা জেলেদের তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা	১০১
পরিশিষ্ট-২	জাটকা জেলেদের তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা (Control Group)	১০৭
পরিশিষ্ট-৩	প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনার প্রশ্নমালা (KII)	১১২
পরিশিষ্ট-৪	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাথে আলোচনার প্রশ্নমালা (KII)	১১৮
পরিশিষ্ট-৫	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাথে আলোচনার প্রশ্নমালা (KII)	১২১
পরিশিষ্ট-৬	মৎস্য উপ-পরিচালক সাথে আলোচনার প্রশ্নমালা (KII)	১২৪
পরিশিষ্ট-৭	পুলিশ, র‍্যাব , কোষ্টগার্ড, নৌবাহিনী, নৌপুলিশের সাথে আলোচনার প্রশ্নমালা (KII)	১২৭
পরিশিষ্ট-৮	ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যের সাথে আলোচনার প্রশ্নমালা (KII)	১৩০
পরিশিষ্ট-৯	জেলেদের সাথে (FGD) আলোচনার চেকলিস্ট	১৩৩
পরিশিষ্ট-১০	FGD (ইলিশ আড়তদার / মহাজনদের সাথে আলোচনার) চেকলিস্ট	১৩৫
পরিশিষ্ট-১১	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আলোচ্য বিষয়	১৩৭
পরিশিষ্ট-১২	মালামাল ক্রয়ের তথ্য সংগ্রহের চেকলিস্ট	১৩৮
পরিশিষ্ট-১৩	১ম টেকনিক্যাল সভার সিদ্ধান্ত বাস্থবায়নের চেকলিস্ট	১৪০
পরিশিষ্ট-১৪	১ম স্টিয়ারিং সভার সিদ্ধান্ত বাস্থবায়নের চেকলিস্ট	১৪১
পরিশিষ্ট-১৫	জাতীয় কর্মশালার র‍্যাপোটিয়ারের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের চেকলিস্ট	১৪২
পরিশিষ্ট-১৬	২য় টেকনিক্যাল সভার সিদ্ধান্ত বাস্থবায়নের চেকলিস্ট	১৪৩
পরিশিষ্ট-১৭	২য় স্টিয়ারিং সভার সিদ্ধান্ত বাস্থবায়নের চেকলিস্ট	১৪৪
পরিশিষ্ট-১৮	IMED কর্তৃক প্রদত্ত PCR এর সুপারিশ	১৪৫-১৪৮
পরিশিষ্ট-১৯	ওয়ার্কশপ ও এফজিডিসমূহে উপস্থিতির তালিকা	১৪৯

সারণীর তালিকা

সারণী নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.১	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও বাজেট বরাদ্দ (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	৩
১.২	প্রকল্প বাস্তবায়নসময় ও বাজেট বরাদ্দ (বি এফ আর আই অংশ)	৩
১.৩	প্রকল্পটির কম্পোনেন্ট ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ও সর্বমোট বাজেট	৭
১.৪	বৎসর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ –(মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	৮
১.৫	বৎসর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ –(বি এফ আর আই অংশ)	৮
৩.১	প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি –(মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	২১
৩.২	প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি –(বি এফ আর আই অংশ)	২৩
৪.১	মালামাল ক্রয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা	২৭
৪.২	অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২৯
৪.৩	প্রকল্পের বি কম্পোনেন্টের আওতায় বিভিন্ন উপখাত ভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৩০
৪.৪	নিরীক্ষা আপত্তির বিবরণ, টাকার পরিমাণ ও মন্তব্য	৩২
৫.১	প্রকাশনা ও প্রচারণা সংক্রান্ত বিবরণী	৪৮
৫.২	মেঘনা নদীর বিভিন্ন অংশে জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য	৫১
৫.৩	ইলিশের প্রজনন সাফল্যের তুলনামূলক হার	৫২
৫.৪	বর্দ্ধিত ডিম ও জাটকা উৎপাদনের পরিমাণ	৫৩
৫.৫	নিম্ন পদ্মা নদীতে প্রস্তাবিত জাটকা ইলিশ অভয়াশ্রমের সীমানা এবং মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়	৫৪
৫.৬	নুতন প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের সীমানা	৫৪
৫.৭	বিভিন্ন ব্যবস্তাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি	৫৬
৫.৮	চাঁদপুর ও বরিশাল এলাকার ইলিশ মাছের খাদ্য উপাদান (Proximate Composion)	৫৭
৭.১	জেলেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৬৫
৭.২	জেলেদের ভিটেমাটির মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য	৬৫
৭.৩	জেলেদের পূর্বের ও বর্তমান পায়খানার ধরণ	৬৬
৭.৪	সুফলভোগী জেলেদের পারিবারিক মাসিক গড় আয় , ব্যয় ও সঞ্চয়	৬৮
৭.৫	জেলেদের মাছ বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য	৬৯
৭.৬	প্রকল্প সুফলভোগী জেলেদের পারিবারিক মাসিক গড় আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় (কন্ট্রোল গ্রুপ)	৭৫
৭.৭	অভিযান/ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার তথ্যাবলী (২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত)	৮৫

চিত্রের তালিকা

চিত্র নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
২.১	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	১৬
২.২	স্থানীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠিত কর্মশালা	১৮
২.৩	পরামর্শকদের টিম ওয়ার্ক	২০
৪.১	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়ক্রীত FRP Boat	২৫
৪.২	বিএফআরআই কর্তৃক ক্রয়ক্রীত জাহাজ এমভি রুপালী ইলিশ এবং জেটি ঘাটের রাস্তা	৩১
৪.৩	বিএফআরআই কর্তৃক উন্নয়ন ও নবায়িত গবেষণাগার	৩২
৫.১	দেশের অভ্যন্তরে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি	৩৭
৫.২	দেশের অভ্যন্তরে ইলিশের বিস্তৃতি ও অভিপ্রয়াণ	৩৮
৫.৩	বৎসর ভিত্তিক ইলিশ মাছের উৎপাদন	৩৯
৫.৪	বিভিন্ন দেশে ইলিশের উৎপাদন	৩৯
৫.৫	FRP বোট	৪৬
৫.৬	জনসচেতনতা বৃদ্ধিমুলক পোষ্টার	৪৭
৫.৭	জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের প্রয়োগ	৪৯
৫.৮	বিভিন্ন বছরে মা ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধের সময়কাল	৫৩
৫.৯	অভয়াশ্রমের অবস্থান ও নতুন প্রস্তাবিত এলাকা	৫৫
৭.১	জেলেদের বয়সভিত্তিক তথ্য	৬৪
৭.২	জেলেদের বসতবাড়ীর ধরণ সম্পর্কিত তথ্য	৬৭
৭.৩	জেলেদের পানীয় জলের উৎস	৬৭
৭.৪	জেলেদের পূর্বের ও বর্তমান পায়খানার ধরণ	৬৮
৭.৫	বিভিন্ন সূচকে জেলেদের পারিবারিক উন্নয়ন	৬৯
৭.৬	ইলিশ মাছের মূল্য প্রাপ্তি	৭০
৭.৭	প্রকল্প হতে সহায়তা প্রদানের তথ্য	৭০
৭.৮	অভয়াশ্রম সম্পর্কে জেলেদের মতামত	৭১
৭.৯	ইলিশ আহরণের পরিমাণ (হালি/ ট্রিপ)	৭২
৭.১০	জেলেদের তথ্য সংগ্রহ	৭৩
৭.১১	জেলেদের পানীয় জলের উৎস (কন্ট্রোল গ্রুপ)	৭৪
৭.১২	জেলেদের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (কন্ট্রোল গ্রুপ)	৭৪
৭.১৩	জেলেদের আর্থ-সামাজিক পরির্বতন	৭৫
৭.১৪	ইলিশ অভয়াশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথ্য	৭৬
৭.১৫	মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ	৭৭
৭.১৬	স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে আলোচনা	৭৮
৭.১৭	স্থানীয় কর্মশালার চিত্র	৮০
৭.১৮	জেলেদের সাথে দলীয় আলোচনা	৮৪
৭.১৯	জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ	৯২

শব্দ সংক্ষেপ

ADP	:	Annual Development Plan
AIGA	:	Alternative Income Generation Activities
BFRI	:	Bangladesh Fisheries Research Institute
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
CPUE	:	Catch Per Unit Effort
DPP	:	Development Project Proposal/Proforma
ECNEC	:	Executive Committee of National Economic Council
FGD	:	Focuse Group Discussion
FRSS	:	Fisheries Resource Survey System
FRP	:	Fiber Reinforced Plastic
GI	:	Geographical Index / Indication
GOB	:	Government of Bangladesh
HFMAP	:	Hilsa Fisheries Management Action Plan
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
MSY	:	Maximum Sustainable Yield
PCP	:	Project Concept Paper
PCR	:	Project Completion Report
PPA	:	Public Procurement Act
PPR	:	Public Procurement Rules
RAB	:	Rapid Action Battalion
RDPP	:	Revised Development Project Proposal/Proforma
SDG	:	Sustainable Development Goal
SUFO	:	Senior Upazila Fisheries Officer
SWOT	:	Strength Weakness Opportunity & Threat
TEC	:	Tender Evaluation Committe
TOC	:	Tender Opening Committe
TOR	:	Terms of Reference
UFO	:	Upazila Fisheries Officer
VGF	:	Vulnerable Group Feeding

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর উদ্যোগে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা কমপোনেন্ট এ ও বি (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান "দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রা:)লিমিটেডকে নিয়োগের মাধ্যমে চার মাস সময়ের মধ্যে সমীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

দেশের প্রায় ৫ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি জড়িত এবং মৎস্য আহরণ, পরিবহন, বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের উপার্জন ও কর্মসংস্থানের উৎস। মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের অধীনে ইলিশ ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যান এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ৭ বৎসর মেয়াদে ৪৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পের জাটকা সংরক্ষণ ও জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক কমপোনেন্ট "এ" অংশটি মৎস্য অধিদপ্তর এবং গবেষণা বিষয়ক কম্পোনেন্ট "বি" অংশটি মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ,নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির কম্পোনেন্ট এ অংশটি ৫ টি উদ্দেশ্য নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে যথাঃ ১। জাটকা (কিশোর ইলিশ) ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণ করে ইলিশের উৎপাদন বাড়ানো; ২। ইলিশ অভয়াশ্রম কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও জোরদারকরণে সহায়তা প্রদান ; ৩। অভয়াশ্রম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে জাটকা আহরণ কমিয়ে আনা; ৪। জাটকা / ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; এবং ৫। জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে অধিক মাত্রায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ।

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ডিপিপি, আরডিপিপি, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, পিইসি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, অডিট রিপোর্ট, লগ-ফ্রেম ইত্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে সেকেন্ডারী তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য নমুনা ভিত্তিতে নির্বাচিত ৬টি জেলার ১২টি উপজেলা হতে ৭৬৮ জন সুফলভোগী জেলে (বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) ও ৩৮৪ জন পরোক্ষ সুফলভোগী জেলেদের (বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ ও প্রশিক্ষণ বিহীন)নিকট হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিএফআরআই এ অধীনস্থ নদী কেন্দ্র চাঁদপুর এ আইএমইডি ও দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রা:) লি: এর যৌথ আয়োজনে একটি স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের সুফলভোগী জেলে ও ইলিশ মাছ ব্যবসায়ীদের সাথে ৩টি দলীয় আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিকট হতে তথ্য উপাত্ত (KII) সংগৃহীত করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ক্রয় কার্যক্রম/ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ পর্যালোচনার জন্য CPTU এর ফরম্যাট অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির কমপোনেন্ট এ অংশে সর্বমোট ৪০৯৫.৮০ লক্ষ টাকা বাজেট/ বরাদ্দ ছিল এর মধ্যে ৪০৯৫.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি (১০০%) সন্তোষজনক। প্রকল্পটির পাঁচটি অডিট আপত্তি (অডিট আপত্তি ৫০,৭১,০০৭ টাকা) নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে যা আশু নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

ইলিশ অভিপ্রয়াণশীল মাছ হলেও সমুদ্রভিত্তিক কোন কার্যক্রম প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। জাটকা ইলিশ সমৃদ্ধ সকল জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। ইলিশ সমীক্ষা ছাড়াই জেলেদের মধ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। ইলিশ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হলে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় আরো সুফল পাওয়া যেত। জাটকা সংরক্ষণ প্রণোদনা বাবদ ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্য বিতরণ বন্ধ করা হলে জেলেরা জীবিকার তাগিদে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। CPUE বেড়ে যাওয়ায় স্বার্থের লোভে জেলেরা জাটকা সংরক্ষণে কাঙ্খিত পর্যায়ে সহযোগিতা করছে না। নদী দূষণ ও পলি ভরাটের ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় ইলিশের বিচরণ, খাদ্য গ্রহণ, বংশ বিস্তার ও বৃদ্ধি (Growth) ব্যবহৃত হচ্ছে। জেলেদের জীবিকায়নে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকলে জাটকা সংরক্ষণ ফলপ্রসূ হবে না।

জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় চাহিদা মাফিক একই সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য প্রকল্পে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ থাকায় এ কার্যক্রমকে ব্যাহত হয়েছে। নদীতে সন্ধ্যা হতে সকাল পযর্ন্ত জাটকা আহরণ করা হলেও নৌযান ও নিরাপত্তার কারণে অভিযান/ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। নদী তীরবর্তী শহর ও কলকারখানার বর্জ্য পরিশোধন ছাড়াই নদীতে মিশছে যা ইলিশ মাছের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। কারেন্ট জাল তৈরি ও বিপণন অব্যাহত থাকায় জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রভাব মূল্যায়নে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল নিম্নরুপ

১. প্রকল্প মেয়াদান্তে ইলিশের উৎপাদন ৯৬,০০০ মে.টন বেড়েছে, বৃদ্ধির হার ৩২.২১% যা এখনও অব্যাহত আছে;

২. গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মোট ৫টি ইলিশ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপিত হয়েছে;

৩. সার্বিক ভাবে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির ফলে জাটকা আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে;

৪. প্রকল্পের অধীনে ৩২, ৫০৯ জন জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় আনা হয়েছে, অগ্রগতি ১০১.৫৯%;

৫. প্রকল্পের অধীনে ৩২,৫০৯ জন (১০১.৫৯%) জেলেকে ২দিন ব্যাপী বিকল্প কর্মসংস্থানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৬. প্রকল্প সুফলভোগী জেলেদের পারিবারিক মাসিক আয় ৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে;

৭. প্রকল্প এলাকার ৭০-৮০% জনসাধারণ জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন;

৮. স্বাস্থ্য সম্পন্ন পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জল সরবরাহে সুফলভোগী জেলে পরিবারসমূহের প্রায় শতভাগ উন্নতি হয়েছে;

৯. জেলেদের মাছ আহরণের পরিমাণ ৫ হালি হতে ১০ হালি/ট্রিপ এ উন্নীত হয়েছে;

১০. সুফলভোগী জেলেদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারিক মাসিক সঞ্চয় ৭১২% বৃদ্ধি পেয়েছে;

১১. জেলেদের বসতবাড়ী বর্তমানে ৯৯% টিনের ঘরে উন্নীত হয়েছে;

১২. সুফলভোগী জেলে পরিবারের মধ্যে ৯০% ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, ৮২% ঘরবাড়ী, ৬৫% খাদ্য নিরাপত্তা, ২১% পারিবারিক স্বচ্ছলতা, ১৬% সঞ্চয় বৃদ্ধি ও ৮% মোবাইল /সেল ফোন ক্রয় করেছেন;

১৩. জেলেদের মধ্যে ৯৮%ইলিশের বংশবৃদ্ধি, ৮৫% উৎপাদন বৃদ্ধি, ৩০% ইলিশ সংরক্ষণ ও ৭% ইলিশ আহরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেছেন;

১৪. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়নের সাথে প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, কোষ্টগার্ড ও নেভী জড়িত হওয়ায় সাধারণ জেলেরা জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

সার্বিকভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের জলসীমায় সহনশীল ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যে স্বল্প-মেয়াদী ৭টি, মধ্য-মেয়াদী ১টি ও দীর্ঘ-মেয়াদী ৬টি সহ মোট ১৪টি সুপারিশ মূল প্রতিবেদনের সুপারিশ অংশে প্রদত্ত হয়েছে।

কমপোনেন্ট বি (বিএফআরআই অংশ)

প্রকল্পটির বি কম্পোনেন্টে ৫টি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যথা: বৃহৎ পরিসরে নদী এবং উপকূলবর্তী ইকোসিস্টেম ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা, একটি মধ্যম আকারের গবেষণা জাহাজ ক্রয়, গবেষণার সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, গবেষকদের সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ণয়। গবেষণা ফলাফল মূল্যায়নের জন্য ডিপিপি/আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, গবেষণা কেন্দ্র হতে প্রকাশিত বিভিন্ন বুকলেট, লিফলেট, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট গবেষকদের সাথে আলোচনাক্রমে গবেষণা ফলাফল ও অর্জিত সাফল্য সনাক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পটির অধীনে মোট ১৩ টি বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে। এ সকল গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

ইলিশ মাছের আকার, পুরুষ-স্ত্রী মাছের অনুপাত এবং প্রজনোত্তর মাছ পরীক্ষা করে মেঘনা নদীর নিম্ন অঞ্চলকে প্রধান প্রজনন এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্বেও এ এলাকাটি ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র ছিল। বিগত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১২ সালে জাটকা মাছের প্রাচুর্য ১৯১% এবং বিগত ২০০২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ৩২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ভাবে ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুমে বৎসর ভেদে ১০ দিন হতে ২২ দিন পর্যন্ত “মা” মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার ফলে আহরণ হতে রক্ষা পাওয়া মাছের সংখ্যা পূর্বের ১.৪৪ কোটি হতে ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৬৬ কোটিতে এবং প্রাকৃতিকভাবে ডিম উৎপাদন ৪৬,৮০০ কেজি হতে ৫,৯৯,৭২০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। অনুরূপভাবে নদ-নদীতে জাটকা উৎপাদনের পরিমাণ ২,৯৩০ কোটি হতে ২৯,৯৮৬ কোটি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে পদ্মা নদীর সুরেশ্বর- মাওয়া অঞ্চলে একটি নতুন অভয়াশ্রমের ঘোষণা এবং জাটকা মাছের প্রাচুর্য নির্ণয়ের মাধ্যমে হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় একটি অভয়াশ্রমের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের অধীনে বৃষ্টিপাত ও পানি প্রবাহের সাথে ইলিশ উৎপাদনের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু জলবায়ুগত অনেক নিয়ামক যেমন বায়ু ও পানির তাপমাত্রা, পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাবলী ও উৎপাদনশীলতা, লবণাক্ততার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা যায় নি। এ সকল বিষয়ে জরুরীভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন।

ইলিশ মাছের উৎপাদন বিগত ২০০১-০২ সালের ২.২০ লক্ষ মে.টন এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ ইং সালে ৪.৯৬ লক্ষ মেঃটনে উন্নীত হয়েছে; বৃদ্ধির হার ১২৪.৮৪%। বর্তমানে জাটকা রক্ষা, অভয়াশ্রম বাস্তবায়ন, জেলেদের খাদ্য সহযোগিতা, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং “মা” মাছ রক্ষার জন্য প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ আহরণ ২২ দিন বন্ধ রাখা হয়েছে। ইলিশ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইলিশ মাছে ৪৫.০-৪৬.৩% আমিষ, ৪০.৫-৪৩.৬% চর্বি, ৮.৭-৯.২% মিনারেল এবং ৫৪.৮-৫৯.৪% পানি নির্ণয় করা হয়েছে। ফলাফল পুন:পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। নদীকেন্দ্র, চাঁদপুরের দুইটি পুকুরে পরীক্ষামূলকভাবে ইলিশ মাছ ১২ চাষ করে একটি পুকুরে ৩৫.৬±১৫.৫ সে.মি. (দৈর্ঘ্য) এবং ৪২০±২৫ গ্রাম ওজনের এবং অপর পুকুরে ৩৬.৫±১১.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য এবং ৫০০±২০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ পাওয়া গিয়েছে। পানি দূষণজনিত

কারণে নদীর উপরের অংশে ভারি ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাটকা সংরক্ষণ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা করা হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। খুলনা শিপইয়ার্ড হতে ১.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ (Ecosounder, GPS ইত্যাদি) একটি গবেষণা জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। জাহাজটি গবেষণা উপযোগী এবং চালু আছে। গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নদী কেন্দ্র চাঁদপুরের ইলিশ গবেষণাগার, লিমনোলজি এবং গিয়ার টেকনোলজি গবেষণাগার, জেটি ঘাট নবায়ন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। গবেষণাগারের জন্য ৩৩টি আইটেমের রাসায়নিক দ্রব্যাদি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য একটি ডাবল কেবিন পিকআপ, ৪টি মটর সাইকেল এবং সেমিনার ওয়ার্কশপের জন্য প্রয়োজনীয় অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ফলে নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের গবেষণা সামর্থ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক ভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।

ইলিশ গবেষণার জন্য গবেষণা বোট ক্রয়, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পটিতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ছিল। যথাসময়ে অর্থ ছাড় করা হয়েছে। গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সবল দিক। অপরদিকে অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, গবেষণা দল গঠন, কয়েকটি জরুরী বিষয়ে গবেষণা, গবেষকদের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করা প্রকল্পের দুর্বল দিক। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যতীত অন্য কোন ঝুঁকি ছিল না।

প্রকল্পটিতে সর্বমোট ৪৯২.২০ লক্ষ টাকা বাজেট/ বরাদ্ধ ছিল এবং ৪৮১.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সার্বিকভাবে আর্থিক অগ্রগতি (৯৭.৯%) সন্তোষজনক। গবেষণার ফলাফল বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে মোট ১৬ টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

ইলিশ মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম । একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। ইতোমধ্যে ইলিশ মাছ জিওগ্রাফিকাল ইনডেক্স (জি আই) প্রোডাক্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিগত ২০১৬-১৭ সনে দেশে ৪,৯৬,৪১৭* মে.টন ইলিশ মাছ উৎপাদিত হয়েছে যা দেশে মোট উৎপাদিত মাছের ১২%। ইলিশ জেলেরা সাধারণত গরিব। তারা ছোট ও মাঝারি ধরনের নৌকায় বিভিন্ন প্রকার জাল দ্বারা ইলিশ আহরণ করে থাকে। দেশের প্রায় ৫ লক্ষ** লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ২.৭% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জীবিকার জন্য ইলিশের উপর নির্ভরশীল। ইলিশ জনগণের প্রাকৃতিক সম্পদ বলে বিবেচিত এবং বিদ্যমান সম্পদ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জেলে মৎস্য আহরণ করে থাকে। আর্টিসানাল ইলিশ ফিশারি জাতীয়ভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ সেক্টর কারণ সামুদ্রিক মাছের সিংহভাগ আসে ইলিশ হতে এবং জেলেদের জীবিকায়নে সহায়তা করে থাকে। তবে এ সেক্টর ব্যবস্থাপনা বেশ কঠিন কারণ জেলেরা উপকূল এলাকায় বসবাস করে। নবাগতদের মৎস্য আহরণে কোনো বাধা নিষেধ নেই এবং মৎস্য আহরণ তাদের একমাত্র উপার্জন ও কর্মসংস্থানের উৎস । এ চিএ উপকূলবর্তী জেলে সম্প্রদায়ের জন্য সর্বদা প্রযোজ্য। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিগত ২০০১ সনে গ্লোবাল এনভায়রনমেণ্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) সহায়তাপুষ্ট চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের এ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেণ্ট এন্ড কনজারভেশন স্টাডিস (এআরডিএমসিএস) কম্পোনেন্ট এর আওতায় একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। উক্ত গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল ইলিশ ফিশারিজ ম্যানেজমেণ্ট এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত করা এবং বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণায় জানা গেছে যে প্রস্তাবিত এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়িত হলে দেশে ইলিশ মাছের উৎপাদন ৪০- ৪৫% বৃদ্ধি পেতে পারে। ইলিশ প্রজননের মুখ্যসময়ে ডিমওয়ালা ইলিশ এবং জাটকা সংরক্ষণে কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হলে ইলিশের উৎপাদন এবং জীববৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তত করা হয়েছিল।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের দুটি কমপোনেন্টের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (কমপোনেন্ট - এ)

১। জাটকা (কিশোর ইলিশ) ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণ করে ইলিশের উৎপাদন বাড়ানো ;

২। ইলিশ অভয়াশ্রম কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও জোরদারকরণে সহায়তা প্রদান ;

৩। অভয়াশ্রম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে জাটকা আহরণ কমিয়ে আনা ;

৪। জাটকা / ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ; এবং

৫। জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে অধিক মাত্রায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ।

---

* *Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh 2016-17*

** *Fisheries Resources Survey System (FRSS), Department of Fisheries. Bangladesh ,2017.*

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (কমপোনেন্ট -বি)

১। ইলিশ মাছের জীববিজ্ঞান এবং পরিবেশের উপর বৃহৎ পরিসরে নদী এবং উপকূলবর্তী বাস্তুসংস্থানগত ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা;

২। নদী এবং উপকুলবর্তী এলাকায় ইলিশ গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি মধ্যম আকারের গবেষণা জাহাজ ক্রয় ;

৩। নদী গবেষণা কেন্দ্র ,চাঁদপুর এর গবেষণা সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ;

৪। ইলিশ গবেষণায় নিয়োজিত বিজ্ঞানী এবং সহায়তাকারী জনবলের গবেষণা কাজে সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ;এবং

৫। জাটকা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান প্রদানের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব উন্নয়ন গবেষণা ।

১.৩ প্রকল্পভুক্ত এলাকা

প্রকল্পভুক্ত জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্তে নির্বাচিত ঢাকা, চট্রগ্রাম,বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ১২টি জেলা ও ৫১টি উপজেলার তালিকা নিম্নে দেখানো হলোঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলাসমুহের নাম
১।	চাঁদপুর	৪ টি	চাঁদপুর সদর, হাইমচর, মতলব উত্তর এবং মতলব দক্ষিণ
২।	লক্ষ্মীপুর	৪ টি	সদর, রামগতি, কমলনগর এবং রায়পুর
৩।	ভোলা	৭ টি	সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, তজুমদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন এবং মনপুরা
৪।	পটুয়াখালী	৭ টি	পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী ও মির্জাগঞ্জ
৫।	শরীয়তপুর	৩ টি	নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ এবং গোসাইরহাট
৬।	চট্টগ্রাম	৫ টি	আনোয়ারা, বাঁশখালী, সীতাকুন্ডু, মীরসরাই এবং সন্দ্বীপ
৭।	নোয়াখালী	৩ টি	হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ এবং সূবর্ণচর
৮।	ফেনী	১ টি	সোনাগাজী
৯।	বরিশাল	৭ টি	সদর, হিজলা, বাকেরগঞ্জ, মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, বাবুগঞ্জ এবং বানারীপাড়া
১০।	বরগুনা	৪ টি	সদর, আমতলী, তালতলী এবং পাথরঘাটা
১১।	পিরোজপুর	৩ টি	সদর, কাউখালী এবং নেছারাবাদ
১২।	বাগেরহাট	৩ টি	কচুয়া, মোরেলগঞ্জ এবং শরণখোলা
	মোট	৫১ টি	মোট ১২টি জেলার ৫১ উপজেলা

১.৪ প্রকল্প অনুমোদন / সংশোধন ও বাজেট বরাদ্দ

“জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা” শীর্ষক প্রকল্পটি মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় স্মারক নং মপম/মাস-২/২৬/২০০৭ /১০২ তাং ৩১/৩/২০০৯ ইং মোতাবেক জিওবি অর্থায়নে মোট ২২৮৮.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি ২ (দুই) বার সংশোধিত এবং প্রকল্প এলাকা পুনঃনির্ধারিত হয়েছে যা সারণী- ১.১ ও ১.২ এ প্রদান করা হলঃ

সারণী- ১.১: প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও বাজেট বরাদ্দ (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প পর্যায়	প্রকল্প এলাকা						বাজেট
	জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান			মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন			
	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	
মূল	২	৪	২০	২	৪	২০	১৮৮২.৯৩
১ম সংশোধিত	২	৪	২০	২	৪	২০	২০৭১.২১
২য় সংশোধিত	৪	১২	৫১	৪	২২	১০২	৪০৯৫.৮০

সারণী- ১.২: প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও বাজেট বরাদ্দ (বি এফ আর আই অংশ)

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প পর্যায়	বাস্তবায়নকাল	মোট ব্যয়
মূল	জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৩	৪০৬.০০
১ম সংশোধিত	জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৪	৪০৬.০০
২য় সংশোধিত	জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫	৪৯২.২০

প্রকল্পটি ১ম সংশোধন কালে মূল বাস্তবায়ন সময় জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু ২য় সংশোধন কালে বাস্তবায়ন সময় ১ বৎসর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাজেট অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বর্ধিত করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকল্পের জাটকা সংরক্ষনণ ও জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান অংশটি বাস্তবায়িত হয়েছে। অপরদিকে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর কর্তৃক প্রকল্পের গবেষণা অংশটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের ১ম সংশোধনকালে আর্থিক কোন পরিবর্তন আনা না হলেও ২য় সংশোধনকালে ব্যয় ৪০৬.০০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৯২.২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বাস্তবায়নকাল যথারীতি জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছিল।

১.৫ ডিপিপি সংশোধনের কারণ

ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটি প্রস্তুতের পূর্বে কোন Feasibility Study করা হয়নি। ইলিশ একটি অভিপ্রয়াণশীল মাছ যা সমুদ্রের লোনা পানি থেকে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের স্বাদু পানিতে প্রজননের জন্য পরিভ্রমণ করে থাকে। সুতরাং ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প প্রস্তুতের পূর্বে অবশ্যই সম্ভাব্যতা যাচাই করা একান্ত দরকার বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পটি দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রণীত হয়েছে । প্রকল্পের সংশোধনের সময় অন্তর্ভুক্ত ৪টি বিভাগের ২২ টি জেলা এবং ১০২টি উপজেলায় ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মূল ডিপিপি প্রণয়নকালে ২২ টি জেলার মধ্যে

শুধুমাত্র ৪ টি জেলাকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। একই ভাবে ডিপিপি ১ম সংশোধনকালে ৪টি জেলার ২০টি উপজেলাকে বিবেচনায় রেখে ১৮৮.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২য় সংশোধনকালে প্রকল্পের ব্যয় ২০২৪.৫৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ১(এক) বৎসর অর্থাৎ জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে । উল্লেখ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রকল্প সমাপ্তির ৮(আট) মাস আগে অনুমোদিত হয়েছে। এমতাবস্থায় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকাল জুন ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

১.৫.১ যৌক্তিকতাসহ ১ম ডিপিপি সংশোধনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

ক) মৎস্য অধিদপ্তর অংশ (কমপোনেন্ট-এ)

“জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা কমপোনেন্ট-এ ও বি)” প্রকল্পটি বিগত ৩১/০৩/২০০৯ ইং তারিখে ২২৮৯.৯২ লক্ষ টাকা (১৮৮৩.৯২ + ৪০৬.০০) ব্যয়ে ৫ বৎসর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নিম্নবর্ণিত প্রধান উল্লেখযোগ্য কারণে প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

১। বিগত ২০১০-১১ সনে লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি উপজেলাকে রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কমলনগর উপজেলার ১৩,০০০ জাটকা জেলে প্রকল্পের কার্যক্রম হতে বাদ পড়ে যায়, যেহেতু নবসৃষ্ট কমলনগর উপজেলা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় কমলনগর উপজেলাকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তের প্রয়োজন পড়ে।

২। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রকল্পে বিভিন্ন ট্রেড সর্বনিম্ন ২,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকার মধ্যে সীমিত রাখার সংস্থান ছিল। বিভিন্ন ট্রেডে টাকার পরিমানে কম- বেশী হওয়ায় জেলেদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। বিভিন্ন ট্রেডে সর্বনিম্ন ৬,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে অতিরিক্ত ১২৭.৬০ লক্ষ টাকা সংস্থানের জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে।

৩। প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে প্রকল্পভুক্ত ২০টি উপজেলার প্রতিটিতে ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠানের সংস্থান ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্প সদর দপ্তরে ২টি ও জেলা সদর দপ্তরসহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৮টি, মোট ১০টি কর্মশালা অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকায় প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় ১৮.১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন পড়ে।

৪। প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে টিএ/ডিএ বাবদ ৫ বৎসরের জন্য ৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান অপ্রতুল বিধায় ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে।

৫। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য যান্ত্রিক নৌকা ভাড়া মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ৩৩.৯০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হেতু ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৬। প্রকল্প কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আসবাবপত্র ক্রয়ে অতিরিক্ত ৩.০০ লক্ষ টাকা মেটানোর জন্য ডিপিপি সংশোধন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

৭। অফিসের বিবিধ ব্যয় যেমন টেলিফোন ও ফ্যাক্স বিল, মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি প্রয়োজনে অতিরিক্ত ৭.৩০ লক্ষ টাকা আবশ্যক হেতু ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

৮। অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় যেমন এয়ার কন্ডিশনার, স্পাইরাল বাইন্ডার, পেপার কাটিং মেশিন ক্রয় বাবদ ২.২০ লক্ষ টাকা মেটানোর জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯। প্রকল্পের জন্য ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকায় অতিরিক্ত ২.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ) মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট অংশ (কমপোনেন্ট-বি)

প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের সময় মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট অংশে কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়নি।

১.৫.২ প্রকল্পের আরডিপিপি ২য় সংশোধনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

ক) মৎস্য অধিদপ্তর অংশ (কমপোনেন্ট-এ)

১। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্রমান্বয়ে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবনতা টেকসইকরণের জন্য প্রকল্প কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত। প্রকল্পের শুরুতে ৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সীমিত রাখা হয়েছিল। টেকসই ইলিশ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ইলিশ ও জাটকা সমৃদ্ধ এলাকাকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় নতুন এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৩ পরিবর্তে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা প্রয়োজন হয়। প্রকল্পটি জুন ২০০৮ হতে শুরুর কথা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে প্রকল্পটি জুন ২০০৯ সনে অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০০৯-১০ অর্থ বৎসর হতে অর্থাৎ ১ বৎসর দেরিতে কার্যক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে।

২) প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে , একটি নিদিষ্ট ছোট এলাকায় জাটকা সংরক্ষণ করে ইলিশ টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব। ইতোমধ্যে ২০১০-২০১১ সনে মৎস্য অধিদপ্তর বরিশাল, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, মুন্সীগঞ্জ এবং শরিয়তপুর জেলায় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকায়নের জন্য ৩ বৎসর মেয়াদী একটি কর্মসূচী মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করে তা অর্থ মন্ত্রণালয় প্রেরণ করে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় উক্ত প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য বলে মতামত ব্যক্ত করে।এমতাবস্থায় অর্থ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অভিমত ব্যক্ত করে যে, "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প এবং জাটকা জেলেদের বিকল্প আয়/ পুনর্বাসন'' কর্মসুচীর কার্যক্রম একই ধরনের হওয়াতে একই ব্যয় পুনঃবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ প্রেক্ষিতে উভয় মন্ত্রণালয় প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে প্রকল্প কার্যক্রম ও কর্মসুচী অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। উপরন্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত পার্লামেন্টারী স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাগেরহাট জেলেদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপরদিকে বিএফআরআই ৮টি জেলার ৩০টি উপজেলায় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান চালুর সুপারিশ করে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে ১২টি জেলার ৫১ টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং ২২টি জেলার ১০২টি উপজেলায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প কর্ম এলাকা বর্ধিত করণের প্রয়োজন পড়ে।

৩) প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপিতে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সর্বনিম্ন ৬,০০০ ও সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকার সংস্থান বিভিন্ন ট্রেডের জন্য রাখা হয়েছে। ট্রেডভিত্তিক অর্থের পরিমাণে কম বেশী হওয়াতে জেলেদের মধ্যে অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়েছে। এই অসংগতি দূর করে প্রত্যেক ট্রেডে ৬,০০০ এর পরিবর্তে ১০,০০০ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ জন্য প্রকল্পের বর্ধিত এলাকা সহ কর্ম এলাকার ১১,৭২৪ জন জাটকা জেলের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ১,১৭২.৪০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন পড়বে যা ২য় সংশোধনীতে অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়।

৪) প্রকল্পের কর্ম এলাকা ও সময় বর্ধিতকরণের ফলে কেন্দ্রীয়/বিভাগীয় পর্যায়ে আরো ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হেতু অতিরিক্ত ৬.৯০ লক্ষ টাকা অনুমোদনের প্রস্তাব ২য় সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে জেলেদের সাথে ফলো আপ সভার কোন সংস্থান ছিল না। জেলেদের বিকল্প কমসংস্থান বাবদ প্রদও উপকরণ ব্যবহারের কার্যকারিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, পরবতী করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য সভার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ ও অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬) প্রকল্পের কর্মএলাকা ও সময় বর্ধিত করণের ফলে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য মনোনীত জেলেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য ১২০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন পড়বে।

৭) প্রকল্পের কর্মএলাকা ও বাস্তবায়নকাল বর্ধিত করণের ফলে অতিরিক্ত ২২.৬০ লক্ষ টাকা টিএ/ডিএ খাতে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

৮) জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ প্রাপ্তির ভিত্তিতে ১০টি জেলার (ভোলা, পটুয়াখালি, লক্ষীপুর, চাদপুর, বরিশাল, বরগুনা, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার , শরীয়তপুর, নোয়াখালী) জন্য ১০টি দ্রুত গতি সম্পন্ন এফ আর পি বোট প্রয়োজন যা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা, অভিযান পরিচালনা, পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হবে। উক্ত ১০টি এফআরপি বোট ক্রয়ের জন্য ৪০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন।

৯) প্রকল্পে জীপগাড়ী এবং ১০টি এফআরপি বোটের জ্বালানীর জন্য অতিরিক্ত ৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন পড়বে।

১০) অফিস ব্যবহার্য দ্রব্যদির মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রকল্প কর্ম এলাকা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ৭.৭০ লক্ষ টাকা সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১) প্রকল্পের কর্মএলাকা বর্ধিত করণের ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের চলমান কার্যাবলী পরিদর্শন ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ১টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত জীপ গাড়ী ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ৭৫.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

১২)প্রকল্পের কার্যে ব্যহারের নিমিওে ফ্রিজ ও ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ১.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

১৩) প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের নিমিওে অতিরিক্ত ৫.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন পড়বে।

১৪) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রায়শঃ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পথে চলাচল করতে হয়। এ জন্য নিরাপওার স্বার্থে ১৫০টি লাইফ জ্যাকেট ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বাবদ অতিরিক্ত ৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন পড়বে যা ২য় সংশোধনীতে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ১২টি জেলায় ৫১টি উপজেলায় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া জাটকাও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণের নিমিওে ৪টি বিভাগ যথা ঢাকা, চট্রগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ২২টি জেলাকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে ২য় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসই পর্যায়ে উন্নীতকরণের কোন বিকল্প নেই। একই সাথে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরী। এমতাবস্থায় ২য় সংশোধনীতে যে সমস্ত আইটেম অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। প্রকল্প ২য় সংশোধনীতে আলোচিত আইটেমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্পের আরডিপিপি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে ।

খ) মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট অংশ (কমপোনেন্ট-বি)

জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণ করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল বিষয়। নদী ও উপকূলীয় এলাকায় ইলিশের জীববিজ্ঞান ও বাস্তুসংস্থানগত গবেষণা পরিচালনা করা প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ উদ্দেশ্য। এ ধরণের গবেষণা কাজ একবারে শেষ হয় না বরং দীর্ঘ সময়ে ইলিশের জীবনচক্র এবং পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণা জাহাজ সংগ্রহের সংস্থান থাকলেও অর্থের অভাবে তা করা হয়নি এবং ইলিশ গবেষণায়

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ জনবল তৈরী করা হয়নি। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে আর্থ সামাজিক প্রভাব নিরূপণ করার কাজ শুরুর অপেক্ষায় ছিল।

যৌক্তিকতা সহ ১ম আরডিপিপি সংশোধনের উল্লেখ্যযোগ্য কারণসমুহ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১) গবেষণা কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সর্বশেষ মডেল পরিবর্তন পূর্বের যন্ত্রপাতি ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। কেমিক্যাল ও যন্ত্রপাতির মূল্য সমন্বয় প্রয়োজন ছিল। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ২য় সংশোধনীতে যন্ত্রপাতি তালিকা সংশোধনীতে ১৪.৪০ লক্ষ টাকা বিয়োজন করে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রস্তাব আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২) প্রকল্পের আরডিপিপিতে একটি গবেষণা জাহাজ ক্রয়ের সংস্থান ছিল।উক্ত জাহাজ সরাসরি খুলনা শিপইয়াড হতে সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু জাহাজ ক্রয় খাতে চাহিদাকৃত ১.১৫ কোটি টাকার স্থলে ১.০০ কোটি টাকায় সংস্থান থাকায় ঘাটতি ১৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের জন্য আরডিপিপিতে বাজেট সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল।

৩) মাঠ গবেষণা পরিচালনার জন্য আরডিপিপিতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু উক্ত অর্থ যথেষ্ট না হওয়াতে অতিরিক্ত ২০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল বিধায় বরাদ্দের জন্য সংশোধিত প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছে ।

৪) প্রকল্পের যানবাহন ক্রয়ের কোন সংস্থান ছিল না। ইলিশ গবেষণার জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় যাতায়াত করা প্রয়োজন ছিল বিধায় সংশোধনীতে ১ টি পিকআপ ও ৩ টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য ৫০. ০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

৫) প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত গবেষণা জাহাজ, স্পীড বোট ও মোটর সাইকেলের জন্য অতিরিক্ত ৫.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল বিধায় আরডিপিপিতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬) গবেষণা জাহাজ, স্পীপ বোট ইত্যাদি মেরামতের জন্য আরডিপিপিতে অতিরিক্ত ৩.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭) সিডি ভ্যাট বাবদ বরাদ্দ ১০.০০ লক্ষ টাকা অপ্রয়োজনীয় ছিল বিধায় তা প্রকল্পের বাজেট হতে বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ বিদেশ হতে সরাসরি কোন আইটেম আমদানী করা হয়নি।

৮) পুরাতন গবেষণা জাহাজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩ জন শ্রমিকের সংস্থান থাকলে ও নতুন জাহাজ এম, ভি, রুপালী ইলিশ পরিচালনার জন্য ৬ জন দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল বিধায় সংশোধিত আরডিপিপিতে অতিরিক্ত ৩ জন দক্ষ শ্রমিকের জন্য ২.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ।

পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ উপরোক্ত পর্যালোচনা হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে আরডিপিপিটি সংশোধন করা না হলে ইনষ্টিটিউটের গবেষণা সামর্থ্য বৃদ্ধি করা এবং বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা পরিচালনা সম্ভব হতো না। এ পর্যায়ে আরডিপিপিটি সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল।

১.৬ প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ও অর্থায়নের অবস্থা

প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ও অর্থায়নের অবস্থা নিম্নের সারণী ১.৩ এ প্রদান করা হলোঃ

সারণী-১.৩: প্রকল্পটির কম্পোনেন্ট ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

	উৎস (জি ও বি) (কমপোনেন্ট –এ)	**উৎস (জি ও বি) (কমপোনেন্ট - বি)**	মোট
মুল	১৮৮২.৯৩	৪০৬.০০	২২৮৮.৯৩
১ম সংশোধিত	২০৭১.২১	৪০৬.০০ (সংশোধিত নহে)	২৪৭৭.২১
২য় সংশোধিত	৪০৯৫.৮০	৪৯২.২০	৪৫৮৮.০০

১.৭: কম্পোনেন্ট অনুযায়ী বৎসর ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ এবং অর্থায়নের অবস্থা ও ব্যয়ের পরিমাণ

কম্পোনেন্ট – এ

সারণী ১.৪: প্রকল্পটির বৎসর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমান নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				ছাড়কৃত টাকা	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পি এ	বাস্তব		মোট	টাকা	পি এ	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৮-২০০৯	১৫.০০	১৫.০০	-	০.৩৬	১৫.০০	১.৪৭	১.৪৭	-	০.০৪
২০০৯-২০১০	৪০৮.০০	৪০৮.০০	-	৯.৮২	৪০৮.০০	৪০২.৫২	৪০২.৫২	-	৯.৮৩
২০১০-২০১১	৭৪৯.০০	৭৪৯.০০	-	১৮.০৩	৭৪৯.০০	৭০৮.১২	৭০৮.১২	-	১৭.২৯
২০১১-২০১২	৭৩৩.০০	৭৩৩.০০	-	১৭.৬৫	৭৩৩.০০	৭৩২.৯৮	৭৩২.৯৮	-	১৭.৯০
২০১২-২০১৩	১৮৫.০০	১৮৫.০০	-	৪.৪৫	১৮৫.০০	১৮৪.৫১	১৮৪.৫১	-	৪.৫০
২০১৩-২০১৪	২৯৫.০০	২৯৫.০০	-	৭.১০	২৯৫.০০	২৯৭.৪৩	২৯৭.৪৩	-	৭.২৬
২০১৪-২০১৫	১৭৬৯.০০	১৭৬৯.০০	-	৪২.৫৯	১৭৬৯.০০	১৭৬৮.৭৭	১৭৬৮.৭৭	-	৪৩.১৮
মোট			-	১০০		৪০৯৫.৮০	৪০৯৫.৮০	-	১০০.০০

পর্যালোচনাঃ

প্রকল্পটির কমপোনেন্ট এ অংশের অর্থ ছাড় ও ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রথম বৎসর ব্যয়ের অগ্রগতির হার ছিল ০.০৪%। প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় অগ্রগতির হার কম হয়েছে। দ্বিতীয় বৎসর ব্যয়ের অগ্রগতি ৯.৮৩% অর্জিত হয়েছে। পরবর্তী বৎসর সমুহে অগ্রগতি সন্তোষজনক হারে বাস্তবায়িত হয়েছে।

কম্পোনেন্ট – বি

সারণী-১.৫: বৎসর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমান (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থবৎসর	বাজেট বরাদ্দ	অবমুক্ত টাকা	ব্যয়ের/পরিমান
১।	২০০৮-০৯	১০.০০	১০.০০	৪.৫৯
২।	২০০৯-১০	৮৩ . ০০	৮৩ . ০০	৭৮.৪৫
৩।	২০১০-১১	১৮৫ . ০০	১৮৫ . ০০	১৭০.৮৫
৪।	২০১১-১২	৭০. ০০	৭০. ০০	৬৪.৮৪
৫।	২০১২-১৩	৪১ .০০	৪১ .০০	৩৭.২৮
৬।	২০১৩-১৪	৭৮ . ০০	৭৮ . ০০	৭৬.৮৪
৭।	২০১৪-১৫	৪৮ . ০০	৪৮ . ০০	৪৬.৬৮
সবমোট		**৪৯২. ২০**	**৪৯২. ২০**	**৪৮০.৬৪**

পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের "বি" কম্পোনেন্ট এ সর্বমোট ৪৯২.০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। বৎসরওয়ারী উক্ত পরিমাণ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৪৮০.৬৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির কমপোনেন্ট-বি এর অর্থছাড় ও ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর ব্যয়ের অগ্রগতির হার ছিল যথাক্রমে ৪৬.৯০% ও ৯৪.৫২%। পরবর্তী বৎসর সমূহে ব্যয়ের অগ্রগতি ৯২.৮৬% হতে ৯৮.৫০% পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে। ব্যয়ের অগ্রগতি দ্বিতীয় বৎসর হতে সন্তোষজনক হলেও প্রথম বৎসরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। প্রকল্পের অব্যয়ীত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকার কোষাগার জমা দেয়া হয়েছে।

১.৮ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় (প্রাক্কলিত ও বাস্তব)

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাল		বাস্তব বাস্তবায়ন কাল	সময় বৃদ্ধি (মুল বাস্তবায়ন কাল %)	মন্তব্য
মুল	সবশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫
জুলাই ২০০৮হতে জুন ২০১৩	জুলাই ২০০৮হতে জুন ২০১৫	৭ বৎসর	২ বৎসর (৪০%)	ডিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব এবং সময়ে সময়ে উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

প্রকল্প এলাকা (প্রকল্পভুক্ত ৪টি হতে ১২টি জেলা) ও ব্যয় বৃদ্ধি (১১৭.৫২%) জনিত কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ৪০% বৃদ্ধি যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয় । তবে প্রকল্পের বর্ধিত এলাকায় শুধমাত্র ১.৫ বৎসরের কিছু অধিক সময় সেবা প্রদানের সুযোগ বিদ্যমান ছিল ।

১.৯ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত অঙ্গভিত্তিক বিবরণ

ক) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)

১) জাটকা আহরণকারী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান- ৩২,০০০ জন ;

২) জাটকা/ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন - ৫টি;

৩) স্পীডবোট/ যান্ত্রিকনৌকা/ দেশীয় নৌকা ভাড়া নেয়া ;

৪) দ্রুত গতি সম্পন্ন বোট (এফআরপি) ক্রয়- ১০টি ;

৫) আসবাবপত্র ক্রয় এবং সংযোজন ;

৬) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ-৩২,০০০ জন ; এবং

৭) মৎস্য অধিদপ্তর সহ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এবং আইন প্রয়োগকারী অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের নিমিত্তে মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা করা।

খ) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম (বিএফআরআই অংশ)

১) ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ ও জীবন চক্র ;

২) ইলিশ মাছের পরিপক্কতার আকার ও বয়স **নি**র্ণয় ;

৩) পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের আনুপাতিক হার **নি**র্ণয় ;

৪) ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষে**ত্রে** সনাক্তকরণ ও সুনির্দিষ্টকরণ ;

৫) জাটকার বিচরণ ক্ষেত্র, আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা ও সময় নির্দ্বারন;

৬) ইলিশ জনতার গতিবিদ্যা স্টাডি ;

৭) ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য নিরূপণ ;

৮) ইলিশের ডিম ও জাটকা উৎপাদনে সাফল্য ;

৯) জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য **নি**র্ণয় ;

১০) জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধি ও নতুন অভয়াশ্রম ঘোষণা ;

১১) কিশোর ইলিশের পেটে ডিম প্রাপ্তির কারণ নির্ণয় ;

১২) জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উপর জাটকা সংরক্ষণ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রভাব নির্ণয় ;

১৩) গবেষণা জাহাজ (ভেসেল) ও ডাবল চেম্বার পিকআপ ক্রয় ;এবং

১৪) ইলিশ গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার স্থাপন।

১.১০ প্রকল্প মূল্যায়নের যৌক্তিকতা

এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকল্পের বিভিন্ন খাতসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা উৎঘাটিত হবে। এছাড়াও প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে উপস্থাপিত হবে। সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইলিশ জেলে ও মৎস্য সেক্টর কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হবে । প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতা ও সফলতা জানার মাধ্যমে ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ সহায়ক হবে । প্রকল্পভূক্ত এলাকায় স্থাপিত জাটকা-ইলিশ অভয়াশ্রম সমূহের কার্যকারিতা এবং জাটকা ইলিশ উৎপাদনের উপর প্রভাব জানা সম্ভব হবে যা ভবিষ্যত পরিকল্পনায় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে ।

১.১১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তথ্য

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন/ অতিরিক্ত দায়িত্ব	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	যোগদান	বদলি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
এ বি এম জাহিদ হাবিব প্রকল্প প্ররিচালক	পূর্ণকালীন	_	না	১৭/০৬/২০০৯	০১/০৭/২০১৫	কম্পোনেন্ট – এ ডিওএফ অংশ
মোঃ জাহের প্রকল্প প্ররিচালক	পূর্ণকালীন	অঃ দাঃ	না	১৭/০৬/২০০৯	৩০/০৬/২০১৪	কম্পোনেন্ট –বি বিএফআরআই অংশ
ড.মোঃ আনিসুর রহমান প্রকল্প প্ররিচালক	পূর্ণকালীন	অঃ দাঃ	না	০৮/০৯/২০১৪	৩০/০৬/২০১৫	

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি (Methodology)

২.১ পরামর্শক / পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR);

১। প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা ও উপস্থাপন (পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রকল্প অনুমোদন/ সংশোধন অবস্থা, অর্থায়ন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় ইত্যাদি);

২। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও অংঙ্গওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ভৌত ও আর্থিক) সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং সংগৃহীত ডাটা চিত্রের/টেবিল আকারে উপস্থাপন;

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়/ মান নিরুপণ ;

৪। প্রকল্পের অধীনে পণ্য / কার্য/ সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে (দরপত্র আহব্বান , দরপত্র মূল্যায়ন , অনুমোদিত পদ্ধতি , কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি) পিপিএ ২০০৬ এবং পিপি আর ২০০৮ অনুসরণে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং এ ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু পূর্বনির্ধারিত নির্ণায়ক এর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা;

৫। প্রকল্পের অধীন পণ্য / কার্য / সেবা ক্রয়ের অবস্থা এবং ক্রয়কৃত মালামাল প্রয়োজনীয় / উপযুক্ত জনবল দ্বারা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষন হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা;

৬। প্রকল্পের অধীনে পণ্য / কার্য/ সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র ডকুমেন্ট পরিবীক্ষন / পরীক্ষাকালে দরপত্রে বর্ণিত স্পেশিফিকেশন / বি ও কিউ / টিওআর ,গুণগতমান এবং সংখ্যা পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনার বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা;

৭। প্রকল্প বা প্রকল্পের কোন অঙ্গ বাস্তবায়নে ,অর্থায়ন, ক্রয়কৃত পণ্য, ব্যবস্থাপনা জনিত অদক্ষতা কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি বা বাস্তবায়নকাল বিলম্ব হয়ে থাকলে তা সনাক্তকরণ/ বিশ্লেষণ করে কারণ ও বিলম্বের জন্য দায় নির্ধারণ ;

৮। প্রকল্পের সুফলভোগী বা স্টেকহোল্ডারগণের উপর জরীপ ও বিশ্লেষণ করে মতামত অন্তর্ভুক্ত করা;

৯। প্রকল্পের ডিজাইন ও ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৃঢ়তা ও দূর্বলতা সনাক্ত করা;

১০। প্রকল্পের অধীনে জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণ করে ইলিশের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে সুপারিশ করা;

১১। প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবল ও দুর্বল দিকগুলো SWOT এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করা;

১২। মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচী সহায়তা প্রদানের জন্য সামাজিক পরিবর্তন এবং অনুশীলন মূল্যায়ন করা;

১৩। ইলিশ উৎপাদনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সস্টিটিউট , জেলা ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি সর্ম্পকে মূল্যায়ন করা;

১৪। প্রভাব নিরুপন সম্পর্কিত সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ মালা প্রণয়ন ;

১৫। চুক্তি সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন ।

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি

ক) প্রকল্পের 'লগ ফ্রেম' (Log Frame) ও প্রকল্প ডকুমেন্ট পর্যালোচনা

প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উৎপাদন, প্রভাব ও প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত মূল নির্দেশক (key indicators) সমূহ জানার জন্য প্রকল্পের 'লগ ফ্রেম' (Log Frame) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডকুমেন্ট যেমন ডিপিপি, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, পিসিআর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে কাঙ্খিত প্রভাব জানা সম্ভবপর হয়েছে। যা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করেছে।

খ) মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণের মুল ফোকাস

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিভিন্ন উৎস যেমন ডিপিপি, প্রকল্পের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন , প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন , মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কীনা এবং পণ্য কার্য ও সেবা সংগ্রহে পিপিআর ২০০৮ অনুসৃত হয়েছে কীনা; জনবল সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা; প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন উদ্ভুত সমস্যা, প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা ও SWOT বিশ্লেষণে সহায়তা করবে।

গ) মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য ধারণা গত মডেল

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত ধারণাগত মডেল (Conceptual Model)অনুসরণ করা হয়েছেঃ

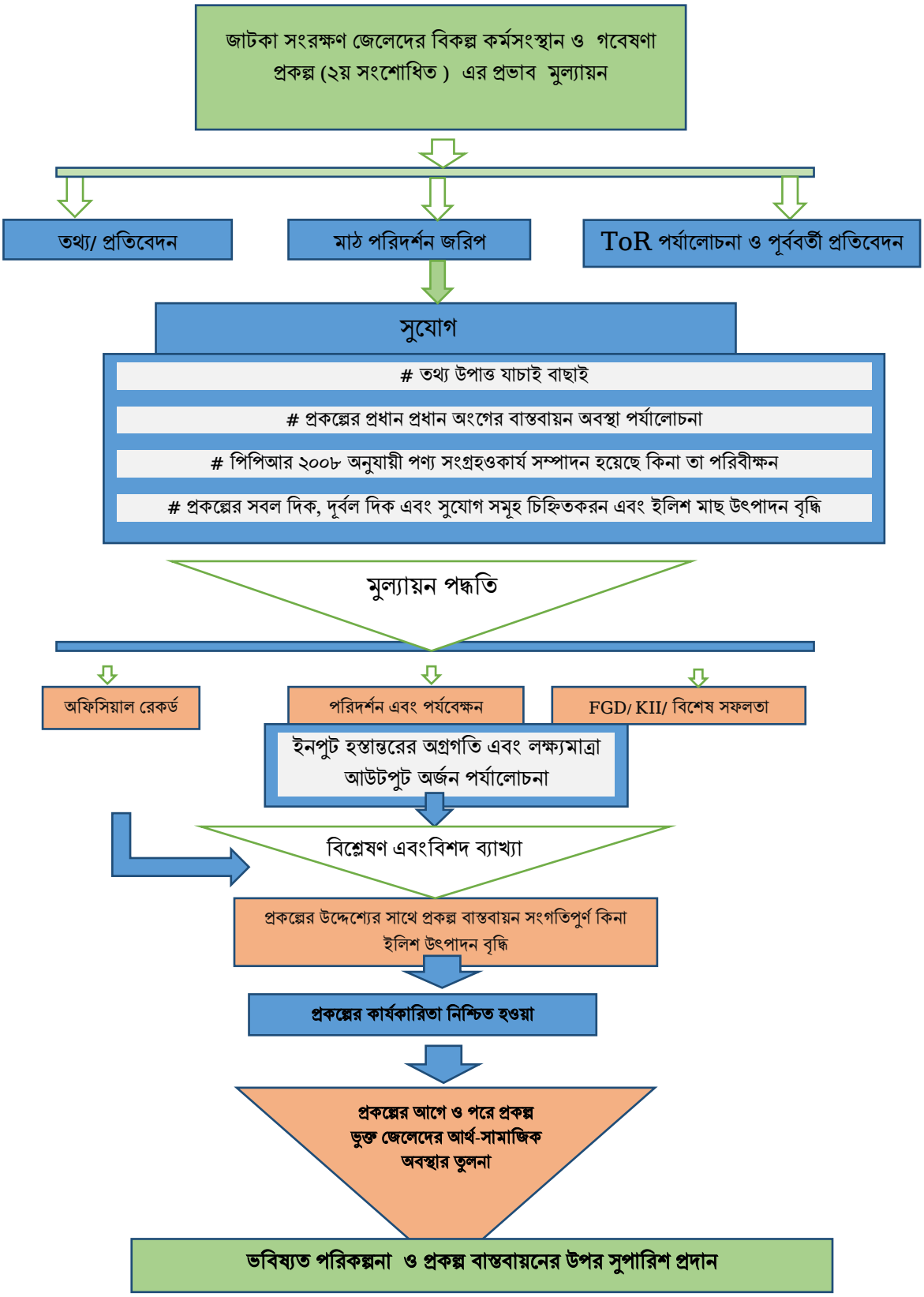
জাটকা সংরক্ষণ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর প্রভাব মুল্যায়ন
তথ্য/ প্রতিবেদন
মাঠ পরিদর্শন জরিপ
ToR পর্যালোচনা ও পূর্ববর্তী প্রতিবেদন
সুযোগ
তথ্য উপাত্ত যাচাই বাছাই
প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন অবস্থা পর্যালোচনা
পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী পণ্য সংগ্রহওকার্য সম্পাদন হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষন
প্রকল্পের সবল দিক, দূর্বল দিক এবং সুযোগ সমূহ চিহ্নিতকরন এবং ইলিশ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি
মুল্যায়ন পদ্ধতি
অফিসিয়াল রেকর্ড
পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষন
FGD/ KII/ বিশেষ সফলতা
ইনপুট হস্তান্তরের অগ্রগতি এবং লক্ষ্যমাত্রা আউটপুট অর্জন পর্যালোচনা
বিশ্লেষণ এবংবিশদ ব্যাখ্যা
প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংগতিপুর্ণ কিনা ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি
প্রকল্পের কার্যকারিতা নিশ্চিত হওয়া
প্রকল্পের আগে ও পরে প্রকল্প ভুক্ত জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা
ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর সুপারিশ প্রদান

ঘ) স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের (ইউপি চেয়ারম্যান / সদস্য) সাক্ষাৎকার (KII)

নদী অববাহিকা ও উপকূলীয় অঞ্চলের জাটকা ইলিশ জেলেদের জীবন জীবিকা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের (ইউপি চেয়ারম্যান / সদস্য) ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়াও সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জেলেদের মধ্যে প্রণোদনা বিতরণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জন প্রতিনিধিগন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিগণের নিকট হতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় জেলেদের অবস্থান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রতি উপজেলা হতে ২ জন করে মোট ১২টি উপজেলা থেকে ২৪ জনের প্রশ্নমালার (পরিশিষ্ট) মাধ্যামে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

ঙ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাক্ষাৎকার (KII)

সার্বিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়সহ, বিভাগীয় উপপরিচালকবৃন্দ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতাধীন নদী গবেষণা কেন্দ্র, চাঁদপুর ইলিশ গবেষণায় নিয়োজিত ছিল। প্রভাব মূল্যায়নের নিমিত্তে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলি Semi-Structured প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৪ টি বিভাগ ২২ টি জেলা এবং ৫১ টি উপজেলায় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান , উপকরন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইলিশ সম্পদ, জেলেদের অবস্থান, ও জাটকা ইলিশ আহরণ বিবেচনা করে Purposive Sampling Method অনুসরণ করে নমুনা হিসেবে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের নিকট হতে তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়েছে . তথ্য প্রদানকারীকে সাক্ষাতের তারিখ ও সময় সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহনের পূর্বে- সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারীকে জানানো হয়েছে যাতে তথ্য প্রবাহ সহজতর হয়।

কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা	কর্মকর্তাগণের পদবী	প্রকল্পভুক্ত মোট (জন)	নমুনা (জন)	মন্তব্য
ক) প্রকল্প পর্যায়ে	প্রকল্প পরিচালক	২	২	মৎস্য অধিদপ্তর, বি এফ আর আই
খ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা	মৎস্য উপ পরিচালক	৩	৩	ঢাকা, চট্টগ্রাম , বরিশাল
	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	১২	৬	ভোলা , বরিশাল, পটুয়াখালি , চাঁদপুর , লক্ষ্মীপুর ,শরীয়তপুর
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৫১	১২	দৌলত খাঁ, লালমহন, বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া, চাঁদপুর সদর, হাঈমচর, গোশাইর হাট , নরিয়া, লক্ষ্মীপুর সদর, রামগতি।
গ) আইন ও প্রশাসন	র‍্যাব নেভী পুলিশ –ওসি নৌ –পুলিশ কোস্ট গার্ড	১২ ৫১	৩ ৩ ২ ২ ২	ভোলা, চাঁদপুর ও বরিশাল কলাপাড়া, রামগতি ও গোসাইর হাট
			মোটঃ ৩৮ জন	

তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালকবৃন্দ , অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে প্রভাব মূল্যায়ণের বিষয়ে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতাধীন নদী গবেষণা কেন্দ্র, চাঁদপুর এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ ইলিশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগনের সাথে প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

চ) সুফলভোগী নমুনায়ন পদ্ধতি

প্রথমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জেলে সুফলভোগীগণের তালিকা নমুনায়িত উপজেলা মৎস্য কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। তালিকাভূক্ত ইলিশ-জাটকা জেলেগণকে ২ দিনব্যপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । নমুনায়িত জেলেগণকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচনের পূর্বে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনাক্রমে জেলেদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ছ) সুফলভোগী নমুনার আকার নির্ধারণ

প্রকল্প এলাকা হতে ইতোমধ্যে ৩২,০০০ জন জেলে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। অধিকাংশক্ষেত্রে নমুনা গ্রহনের আগে standard deviation of population জানা প্রয়োজন যাতে নমুনার আকার সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায়। এটা জানা না থাকলে, ধরা হয় p=q=0.50 যাতে সর্বোচ্চ standard error এবং maximum size of sample নিশ্চিত করা যায়। সংখ্যাগত নমুনা নির্ধারণের জন্য ৫% ভুল (error) ও ৯৫% আস্থার (confidence level) উপর ভিত্তি করে নিম্নবর্ণিত পরিসংখ্যান ফর্মুলা ব্যবহৃত হয়েছেঃ

To calculate sample sizes for different population sizes, confidence levels, or margins of error are needed. The formula is given below as follows:

$$n = \frac{Z^2 pq.N}{\{(N-1)ME^2\} + Z^2 pq} \times d$$

(Ref. Krejcie & Morgan 1970 "Determining Sample Size for Research Activities)

n = sample size

N = Population size (here 32000 fishers)

P = Population proportion (here 0.5),

$Z = 1.96$

q = 1 − p,

ME = Desired margin of error (here 5.0%)

d = Design effect (here d = 2)

Now therefore, using this formula the sample size (n)for beneficiary respondents has been calculated as follows:

$$n = \frac{\{(1.96^2) \times (0.5 \times 0.5) \times 32{,}000\}}{\{(32{,}000-1) \times (.05)^2\} + \{(1.96^2) \times (0.5 \times 0.5)\}} \times 2$$

$= 767 \approx 768$

The sample size will be 767 by using round figure of 768 for hilsa fishers from all over project area.

প্রকল্প হতে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ প্রাপ্ত জাটকা জেলের সংখ্যা ৩২,০০০ জন। প্রকল্পভুক্ত ৫১টি উপজেলা হতে ১২টি উপজেলা নমুনা সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে । নির্বাচিত প্রত্যেক উপজেলা হতে নিম্নবর্নিত ফর্মুলার মাধ্যমে আনুপাতিক হারে জাটকা জেলের সংখ্যা নির্নয় করা হয়েছেঃ

$$\text{নমুনা জাটকা জেলের সংখ্যা (উপকরণ প্রাপ্ত)} = \frac{\text{উপজেলায় জাটকা জেলের সংখ্যা}}{৩২০০০} \times ৭৬৮$$

এভাবে ১২টি উপজেলা হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক জেলে (উপকরণ প্রাপ্ত) নির্বাচিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উপজেলার মূল জেলেদের (উপকরণ প্রাপ্ত) তালিকা হতে ৭৬৮ জন জেলে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নির্বাচিত জেলেদের নিকট হতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। উপজেলার উপকরণ বঞ্চিত জাটকা জেলেদের নমুনা নির্ধারণের জন্য প্রথমে উপজেলা মৎস্য অফিস হতে জেলে পরিচয় পত্রধারী কিন্তু প্রকল্প হতে উপকরণ বঞ্চিত জাটকা জেলেদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা হতে প্রত্যেক উপজেলায় উপকরণ প্রাপ্ত জাটকা জেলেদের ৫০% উপকরণ বঞ্চিত জেলে অর্থ্যাৎ ৩৮৪ জন জেলে নির্বাচন করা হয়েছে।

এভাবে উপকরণ প্রাপ্ত জাটকা জেলে ৭৬৮ জন এবং উপকরণ বঞ্চিত ৩৮৪ জন সর্বমোট ১১৫২ জন জাটকা জেলে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে।

জ) তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ ও ফিল্ড টেস্ট

তথ্য সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত করার পূর্বে তথ্য সংগ্রহকারীদের তথ্য সংগ্রহ কৌশল এবং মাঠ পর্যায় কাজের ধরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে সংগৃহীত তথ্যের সংখ্যাগত ও গুণগতমান বজায় থাকে। পরামর্শকবৃন্দ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রশিক্ষণে জাটকা সংরক্ষণ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা-উত্তর সংগ্রহ ও রেকর্ডের কৌশল সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ২.১: তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষন

প্রশ্নমালার প্রতিটি প্রশ্ন সম্পর্কে বিশদ ভাবে ব্যখ্যা প্রদান করতঃ সাক্ষাৎকার এর উদ্দেশ্য তথা প্রভাব মূল্যায়ন গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে তাই তারা সাবলীল ভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ সম্পাদন করতে পেরেছে। মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা টেষ্টিং এর জন্য মুন্সিগঞ্জে প্রকৃত জেলে সুফলভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রশ্নমালার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা যথারীতি সংশোধন করা হয়েছে। এভাবে মাঠ পর্যায় হতে সুফলভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশোধিত প্রশ্নমালা চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঝ) ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

- Semi structured প্রশ্নমালা দ্বারা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কিছু তথ্য / উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। FGD পদ্ধতি এ ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রমানিত । পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের জেলে সুফলভোগীগণের সাথে এ ধরনের ২ (দুই) টি এবং ইলিশ ক্রয় বিক্রয়ে জড়িত মহাজন/আড়তদারদের সাথে ১টি FGD অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি FGD তে ১০-১২ জন সুফলভোগীকে অংশগ্রহনের জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়েছে।
- FGD অনুষ্ঠানের আগে অংশগ্রহনকারীগণকে FGD অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। অংশগ্রহনকারীদের সাথে আলোচনা করে নিম্নবর্ণিত ৩টি এলাকায় FGD অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পরামর্শক / তথ্যসংগ্রহকারী FGD অনুষ্ঠানে সহায়তাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মতবিনিময় ও মুক্তভাবে মত প্রকাশের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে তাই প্রত্যেক অংশগ্রহনকারী মুক্তভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছেন।
- জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর প্রভাব মূল্যায়ণ বিষয়ে FGD তে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে ২ টি চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট ৮ ও ৯) অনুসরন করা হয়েছে। অংশগ্রহনকারীগণের মতামত যথাযথভাবে রেকর্ড ও সংরক্ষন করে পর্যালোচনা পূর্বক তাদের মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

FGD অনুষ্ঠানের স্থান

ক্রমিক নং	উপজেলা ও জেলার নাম	এফজিডির সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী
১)	চাঁদপুর সদর,চাঁদপুর	১	জেলে
২)	বরিশাল সদর,বরিশাল	১	জেলে
৩)	কলাপাড়া, পটুয়াখালি	১	মহাজন/আড়তদার
	মোট	৩	

এ ধরণের FGD অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য স্থানীয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

ঞ) পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ

প্রকল্পের অধীনে মালামাল সংগ্রহ এবং নির্মাণ কাজ পিপিআর ২০০৮ যথাযথ ভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কম্পোনেন্ট ‘এ’ থেকে যে কোন ২টি ও কম্পোনেন্ট ‘বি’ থেকে ১ টি পণ্য ও ১টি কার্য ক্রয় প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পাদন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে মালামাল সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতকৃত টেন্ডারে মালামাল ও কার্যের স্পেসিফিকেশান , টেন্ডারের শর্তাবলী , বিজ্ঞপ্তি প্রচার , টেন্ডার মূল্যায়ন , গৃহীত মালামাল ও কার্যের মান ও ব্যবহার, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ মতামত সহ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেন্ডার মূল্যায়ন CPTU থেকে প্রদত্ত চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট)অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।

ট) সফলগাথা (Success Story) উপস্থাপন

প্রকল্পের সহায়তায় জেলেদের মধ্যে লাভবান হয়েছেন এবং নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন এমন এক জন জেলের তথ্যাবলী সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহপূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে। সফল জেলেদের তালিকা প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা মৎস্যকর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহ করে পরিদর্শনপূর্বক সফলতা তুলে ধরা হয়েছে।

ঠ) স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

নমুনায়িত জেলায় স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার (local level works) আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় কর্মশালায় নদী কেন্দ্র চাঁদপুরের কর্মকর্তা, স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, ইলিশ ব্যবসায়ী, নিবন্ধিত জেলে , গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। ।প্রকল্প সম্পর্কে কর্মশালায় চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট ১১) অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে। কর্মশালায় এ প্রকল্পের জাটকা ও মা মাছ সংরক্ষণ, কার্যক্রমের গুণগতমান, সবল ও দূর্বল বিষয়াদি, জেলেদের আর্থ - সামাজিক উন্নয়ন, ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় কর্মশালাটি আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং দোবে ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃলিঃ এর যৌথ আয়োজনে বিএফআরআই এর নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিত্র ২.২ ; স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা (নদী কেন্দ্র বিএফআরআই চাঁদপুর)

ড) জাতীয় কর্মশালা

প্রকল্প কার্যক্রমের উপর একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় কর্মশালার অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা ক্রমে কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা (আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)

ঢ) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের সংখ্যাগত ও গুণগত কার্যক্রম

শুধু সংখ্যাগত তথ্য দ্বারা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সম্পুর্ন হবে না। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা জরুরী। তাই এ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংখ্যাগত এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ, যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ	গুণগত তথ্য সংগ্রহ
• আর ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা	• প্রকল্প সুফলভোগী জেলে - ৭৬৮ জন • জেলে (সুবিধা বঞ্চিত) - ২৩০ জন
• প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	• FGD - ৩টি -(৩×১০= ৩০ জন)
• প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেদন	• সফলগাথা - ১ জন
• প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য-উপ পরিচালক -, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নমুনায়িত)-- ২৪ জন • প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা – ১৬ জন • ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য--২৪ জন	• স্থানীয় কর্মশালা- ১ টি (অংশগ্রহনকারী-৫০ জন) • জাতীয় কর্মশালা – ১ টি (অংশগ্রহনকারী -৬০ জন)

ণ) মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। নমুনায়িত সব এলাকার তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিদর্শন করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। তাই ফার্মের পরামর্শকদের পক্ষে সীমিত সময়ে যত বেশী সংখ্যক এলাকায় তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিদর্শন করা সম্ভব তা করেছেন। তারা প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য-উপ পরিচালক , জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে প্রকল্পের প্রভাব বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়েছে।

ত) এডিটিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহকে প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে Tabulation Plan প্রস্তত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছেঃ

১) প্রশ্নাবলী সম্পাদনা ও কোডিং : কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে প্রতিটি প্রশ্নপত্রকে সম্পাদনা ও কোডিং করা হয়েছে।

২) রপ্রক্রিয়াক তথ্যণ ও বিশ্লেষণঃ সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারে ডেটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে।

নিম্নে বর্ণিত Flow chart মোতাবেক তথ্য বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পাদনা করা হয়েছেঃ

থ) পরামর্শকগণের দায়িত্ব সমূহ

নং	নাম	পদবী	দায়িত্ব
১	ড. মোঃ শাহাজত আলী	টিম লিডার	• প্রকল্পের লক্ষ্য সমূহ আরডিপিপি অনুযায়ী অর্জিত হয়েছে কি না এবংউদ্দেশ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িতহয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা; • উল্লেখিত লক্ষ্যে সংগৃহীত ডাটার মান নির্ণয় ও বিশ্লেষন করা; • প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার কারণ অনুসন্ধান ও সমস্যা উত্তরনের উপায় সমূহ সুপারিশ করা; • এছাড়াও প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; • ক্রয় সংক্রান্ত আর্থিক দিক বিশ্লেষণ ও যাচাই;এবং • খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।
২	ড. নিকর চন্দ্র	আর্থ সামাজিক বিশেষজ্ঞ	• প্রকল্পের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক দিক পর্যালোচনা; • প্রশ্নমালার জন্য আর্থ সামাজিক সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রস্তুত; • মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ; • আর্থ সামাজিকদিক সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ; • প্রতিবেদনের আর্থ সামাজিক অংশ প্রস্তুতকরণ;এবং • টিম লিডারকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়নে সহযোগিতা প্রদান।
৩	রাহুল কান্তি বরুয়া	পরিসংখ্যাণবিদ	• প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা পরীক্ষা এবং মাঠ পর্যবেক্ষণ; • সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সূত্র প্রস্তুতকরণ; • তথ্যগত ত্রুটি পরীক্ষা ও সংশোধন; • ডাটা বিশ্লেষণ এবং পরিসংখ্যান রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ;এবং • টিম লিডারকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়নে সহযোগিতা প্রদান।
৪	ড. এম.এ. কাইয়ুম/ড. জি সি হালদার	মৎস্য বিশেষজ্ঞ	• প্রকল্পের মৎস্য সম্পদ বিষয়ে টৈকনিক্যাল প্রশ্নমালা প্রস্তুত করন ; • মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ; • সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সূত্র প্রস্তুতকরণ; • ডাটা বিশ্লেষণ এবং পরিসংখ্যান রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ;এবং • টিম লিডারকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়নে সহযোগিতা প্রদান।

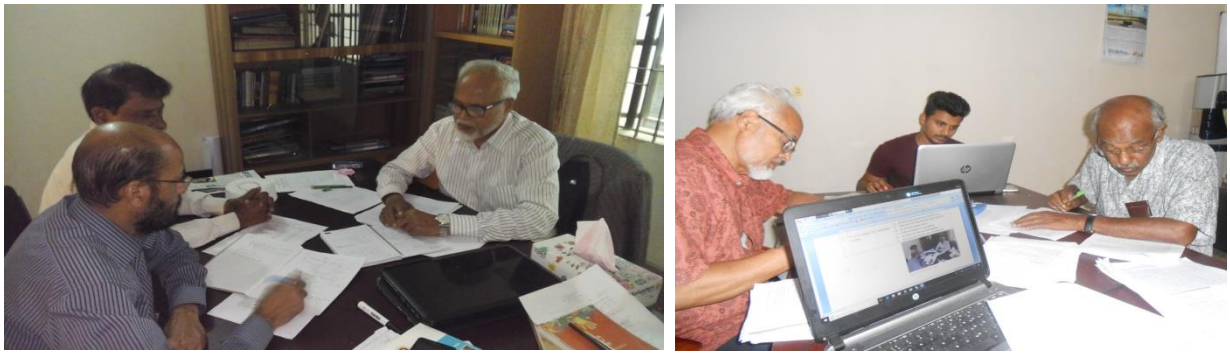

চিত্র ২.৩: পরামর্শকদের টিম ওয়ার্ক

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের সার্বিক এবং অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কমপোনেন্ট - এ)

আরডিপিপিতে প্রকল্পটির এ- কম্পোনেন্টে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ৪০৯৫.৮০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব খাতে ৩৬১২.৬৪ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ৪৮৩.১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের এ কম্পোনেন্টের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও সার্বিক অগ্রগতি নিম্নের সারণী ৩.১ প্রদান করা হলোঃ-

সারণী ৩.১: প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক) রাজস্ব ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

কার্যক্রম (আরডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)		বাস্তব অগ্রগতি		পার্থক্য পরিমাণ (±)	অগ্রগতির হার (%)
		আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৪৫.৪২	৪	৪৫.৪২	৪	০.০০	১০০%
সংস্থাপন কর্মচারী বেতন	জন	১৩.৫৯	৩	১৩.৫৯	৩	০.০০	১০০%
ভাতাদি	জন	৪৫.৬৫	৭	৪৫.৬৫	৭	০.০০	১০০%
পি আই ইউ এবং মাঠ পর্যায়ের জন্য টিএ/ডিএ	জন	৫৭.১৮	৭	৫৭.১৮	৭	০.০০	১০০%
অতিরিক্ত খাটুনি ব্যয়	থোক	১.০৫	থোক	১.০৫	থোক	০.০০	১০০%
ডাক/ টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ইন্টারনেট/ মোবাইল ব্যয়	থোক	০.০৫	থোক	০.০ ৫	থোক	০.০০	১০০%
জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	৪০.১০	থোক	৪০.১০	থোক	০.০০	১০০%
মনোহারী, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	০.০০	১০০%
সচেতনামুলক কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত জনসচেতনতা মূলক অডিও ভিস্যুয়াল সামগ্রী তৈরী	থোক	২৪.২৫	থোক	২৪.২৫	থোক	০.০০	১০০%
প্রকাশনা ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার (দরপত্র, নিয়োগ, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ইত্যাদি)	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	থোক	০.০০	১০০%
মূদ্রণ সামগ্রী তৈরী (পোস্টার/ লিফলেট/ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ইত্যাদি)	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০	১০০%
জেলেদের ফলোআপ সভা	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	১০০%
বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য জেলেদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩১৭.২৩	৩২৫০৯	৩১৭.২৩	৩২৫০৯	০.০০	১০০%
কর্মশালা/ সেমিনার	সংখ্যা	২৫.০০	৩২	২৫.০০	৩২	০.০০	১০০%

জেলা পর্যায়ে উপজেলা কর্মকর্তাগণের জন্য (ইউ এন ও, ইউ এফ ও ,এস ইউ এফ ও) অবহিতকরণ কোর্স	সংখ্যা	০.৫০	৪	০.৫০	৪	০.০০	১০০%
প্রজেক্ট স্টিয়ারিং ও অন্যান্য কমিটির সভা সংশ্লিষ্ট ব্যয় (বিভিন্ন কমিটির সদস্য বৃন্দের সম্মানী ভাতা, প্রকল্প মূল্যায়ণ)	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	০.০০	১০০%
প্রকল্পের প্রধান দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের জন্য আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যয় সংক্রান্ত	থোক	১০২.৬৯	থোক	১০২.৬৯	থোক	০.০০	১০০%
নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, ওঅন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	থোক	৪৫.৫০	থোক	৪৫.৫০	থোক	০.০০	১০০%
স্পীডবোট/ যান্ত্রিক নৌকা/ দেশীয় নৌকা ভাড়া	সংখ্যা	১১৫.২৩	১০২	১১৫.২৩	১০২	০.০০	১০০%
জাটকা আহরণকারী জেলেদের বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	২৬৬৯.৯১	৩২০০০	২৬৯৯.৯১	৩২৫০৯	০.০০	১০০%
লাইফ জ্যাকেট	সংখ্যা	৪.০০	১৫০	৪.০০	১৫০	০.০০	১০০%
অফিস কনটিনজেন্সিস এবং বিবিধ ব্যয়	থোক	৩৮.৫৯	থোক	৩৮.৫৯	থোক	০.০০	১০০%
অন্যান্য ব্যয়	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	থোক	০.০০	১০০%
যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৭.২০	থোক	৭.২০	থোক	০.০০	১০০%
উপ-মোট (ক):		***৩৬১২.৬৪***		***৩৬১২.৬৪***		০.০০	১০০%

খ)মূলধন ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

জীপ (৪ হুইল ড্রাইভ)	সংখ্যা	৬৮.৯৫	১	৬৮.৯৫	১	০.০০	১০০%
দ্রুতগতি সম্পন্ন অপারেশন বোট (এফআরপি)	সংখ্যা	৩৯৪.০০	১০	৩৯৪.০০	১০	০.০০	১০০%
প্রিন্টার ও এক্সেসরিজসহ ল্যাপটপ/ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	৫.১০	৭	৫.১০	৭	০.০০	১০০%
ফটো কপি মেশিন (হেভীডিউটি)	সংখ্যা	১.২০	১	১.২০	১	০.০০	১০০%
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	১.০০	১	১.০০	১	০.০০	১০০%
ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	০.৩৫	১	০.৩৫	১	০.০০	১০০%
অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম, ডিজিটাল ক্যামেরা, পেপার কটিং মেশিন, স্পাইরাল, লেমিনেটিং মেশিন, সিডিরাইটার, হ্যান্ডিক্যাম ইত্যাদি	থোক	৫.৩৪	থোক	৫.৩৪	থোক	০.০০	১০০%
আসবাবপত্র এবং ফিক্সার	থোক	৪.৯৯	থোক	৪.৯৯	থোক	০.০০	১০০%
সংযোগসহ টেলিফোন	সংখ্যা	০.১৪	৩	০.১৪	৩	০.০০	১০০%
হ্যান্ডমাইক (লাউডস্পীকার)	সংখ্যা	২.০৯	৩০	২.০৯	৩০	০.০০	১০০%
উপ-মোট (খ):		***৪৮৩.১৬***		***৪৮৩.১৬***		০.০০	১০০%
সর্বমোটঃ (ক+খ) (৩৬০৬.৬৪+৪৮৯.১৬)		**৪০৯৫.৮০**		**৪০৯৫.৮০**		০.০০	১০০%

প্রকল্পে ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মূলধন ব্যয় খাত হতে ১১.৮২ লক্ষ টাকা রাজস্ব ব্যয় খাতে সমন্বয় করা হয়েছে। এর ফলে রাজস্ব ব্যয় দাড়িয়েছে ৩৬১২.৬৪ লক্ষ টাকা।

উপরের সারণী ৩.১ হতে দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতে ৩৬১২.৬৪ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৬১২.৬৪ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ১০০%। অপরদিকে মূলধন খাতে ৪৮৩.১৬ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে খরচ হয়েছে ৪৮৩.১৬ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ১০০% প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৪০৯৫.৮০ লক্ষ টাকার বিপরীতে খরচ ৪০৯৫.৮০ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

৩.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কমপোনেন্ট - বি)

আরডিপিপিতে প্রকল্পটির বি কম্পোনেন্টে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ৪৯২.২০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব খাতে ১৯৯.৬০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ২৯২.৬০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বি কম্পোনেন্টের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও সার্বিক অগ্রগতি নিম্নের সারণী ৩.২ এ প্রদান করা হলোঃ-

সারণী ৩.২ : প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক) রাজস্ব ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

কার্যক্রম (আরডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্য মাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)		বাস্তব অগ্রগতি		পার্থক্য পরিমাণ (±)	অগ্রগতির হার (%)
		আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পূর্তকাজ(মেরামত রক্ষণবেক্ষণ ও রিনোভেশন)		২৫.০০		২৩.৬৭		১.৩৩	৯৯.৯
যানবাহন মেরামত এবং রক্ষনাবেক্ষণ		৫.০০		৪.৯৯		০.০১	৯৮.০০
মাঠ পর্যায়ে গবেষণা		৯৫.০০	থোক	৯৩.৫৪	থোক	১.৪৬	৯৮.৪৬
সরবরাহ ও সেবা		১২.০০	লট	১০.৪৯		১.৫৪	৮৭.১৬
মূদ্রন ও প্রকাশনা		৫.০০		৪.৮৯		০.১১	৯৭.৮০
লেবার ও ওয়েজেস		৯.৬০	৩	১২.২৫	৩	২.৬৫	২৭.৬০
ল্যাবরেটরীর কেমিক্যালস, গ্লাসওয়ার ইত্যাদি	লট	৫.০০	লট	৪.৮৯	লট	০.০২	৯৯.৬০
বিবিধ		৪.০০		৪.১৮		০.১৮	১০৪.০০
বোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		৬.০০		৯.৭৩		০.১৭	৯৮.২৮
অন্যান্য		৩.০০		২.৪৪		০.৬৬	৮১.৩৩
সেমিনার/ কর্মশালা/ সভা		১০.০০		৬.২০		১.১৮	৭৭.৫০
জ্বালানী ও তৈল	লট	২০.০০	লট	১৯.৩০		০.৭০	৯৬.০৫
ইলেকট্রিক সামগ্রী		১.০০		১.০০		০.০০	১০০
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)		**১৯৯.৬০**		**১৯৭.৮৮**		**১**.৭২	**৯৯**.১৪

খ। মূলধন ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

সেমিনার সামগ্রী		৮.০০		***৮.০০***	০.০০	
মোটর সাইকেল	৩টি	৫.০০	৩টি	৪.৬৮	০.৩২	
ডাবল চেম্বার পিক আপ	১টি	৪৫.০০	১টি	৪৪.৭৮	০.২২	
প্রকিউরমেন্ট অব ভেসেল	১টি	১১৫.০০	১টি	১১৫.০০	০.০০	
গবেষণা যন্ত্রপাতি	লট	১০৫.০০	লট	৯৭.০১	৭.৯৯	
কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ		১০.০০		৯.৯৯	০.০১	
আসবাবপত্র		৩.০০		২.৯৬	০.০৪	
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি		১.০০		১.০০	০.০০	
উপমোট (মূল ব্যয়)		২৯২.৬০		২৮৪.২০	৮.৪০	৯৭.৯০
মোট (ক+খ)		**৪৯২.২০**		**৪৮০.৬৪**	**১১.৩৬**	

উপরের সারণী হতে দেখা যায় রাজস্ব খাতে ১৯৯.৬০ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৯৭.৮৮ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি হার ৯৯.১৪%। অপরদিকে মূলধন খাতে ২৯২.৬০ লক্ষ টাকার বিপরীতে খরচ হয়েছে ২৮৪.০২ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতির হার ৯৭.০৬%। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৪৯২.২০ লক্ষ টাকার বিপরীতে খরচ ৪৮০.৬৪ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৯৭.৯০ ভাগ। আর্থিক খরচ বিবেচনায় প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক। প্রকল্পটির পন্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহে কোন বিলম্ব এবং ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়নি।

পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পের অব্যয়িত ১১.৩৬ লক্ষ টাকা ট্রেজারি চালানের মধ্যেমে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৪.১ মৎস্য অধিদপ্তর অংশ (কম্পোনেন্ট-এ)

৪.১.১ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র পণ্য ক্রয়ের সংস্থান ছিল । কার্য ও সেবা ক্রয়ের কোন সংস্থান ছিল না। সর্বমোট ১৩টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয়ের সংস্থান ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে দ্বৈবচয়ন পদ্ধতিতে ২টি পণ্য যর্থাক্রমে FRP Boat এবং মাছ ধরার জাল ও সেলাই মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন তথ্য CPTU ফরম্যাট অনুসরণে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ১০ টি FRP Boat এর প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৪ কোটি টাকা। FRP Boat এর স্পেসিফিকেশন ছিল নিম্নরূপ:-

FRP Boat Specification

1. Item : Fiber Glass Speed Boat
2. Model : Gf 35 panga
3. Length : 35-00’
4 . Wide : 09.00
5. Height : 03.00
6. Capacity : 15 Person
7. Seating Arrangement : 12 Chair, Other Bench Seat
8. Engine ; 115×2 Hp Suzuki 4 Stroke Engine (Made in Japan)
9. Mooring Hooks : 03Nos
10. Railing : 02 Nos Front View
11. Operation : Manual Control

চিত্র ৪.১: মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়ক্রীত FRP Boat

প্রকল্প পরিচালক ১০টি FRP Boat ক্রয়ের জন্য দরপত্র সিডিউল প্রস্তুত পূর্বক দরপত্র আহবান করেন। ১০টি ডবল ইঞ্জিন বিশিষ্ট দ্রুত গতিসম্পন্ন Fiber Reinforced Plastic (FRP) Boat ক্রয়ের জন্য “The Daily Star” ও “দৈনিক ইত্তেফাক” পত্রিকায় যথাক্রমে ১১.০১.২০১৫ ও ১০.০১.২০১৫ এবং CPTU Website এ ১৪.০১.২০১৫ তারিখে দরপত্র প্রকাশিত হলে সর্বমোট ৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১টি Responsive ও ২টি Non Responsive দরপত্র ছিল।

Responsive দরপত্র দাতা Golden Fiber Glass, Ramar bagh, Fatullah, Narayanganj এর দরপত্র টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটির অনুমোদন ক্রমে উক্ত সংস্থার নিকট হতে ১০টি বোট মোট ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। FRP Boat ক্রয়ের চুক্তি মূল্য ছিল ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১.৫% কমদামে নির্ধারিত সময়ে ক্রয় করা হয়েছে। FRP Boat ক্রয়ের দরপত্র মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বিধি মোতাবেক অনুমোদন করেছেন। চুড়ান্ত বিল হতে যথারীতি ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন কর হয়েছে। ক্রয়কৃত FRP Boat সমূহ বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত ৯টি জেলায় যথাক্রমে বরিশাল, চাঁদপুর, ভোলা (২টি), পটুয়াখালী, বরগুনা, লক্ষীপুর, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালী, জেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। FRP Boat সমূহ চালু অবস্থায় রয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। FRP Boat ব্যবহারকারী জেলা মৎস্য কমকর্তাগণ জানিয়েছেন যে, বোট সমূহ দ্রুতগতি সম্পন্ন ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় অত্যন্ত কার্যকরী কিন্তু বোট পরিচালনায় প্রতি ঘণ্টায় ৭০-৮০ লিঃ জ্বালানী প্রয়োজন পড়ে যা ব্যয়বহুল।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর হতে জাটকা আহরণ হতে বিরত জেলে পরিবারকে পুনর্বাসনের নিমিত্তে উপকরণ সরবরাহ (৪নং সুতার ছান্দি জাল ও সেলাই মেশিন) এর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি The Financial Express পত্রিকায় ২২/০৪/২০১৫ইং তারিখে এবং দৈনিক স্বাধীন সংবাদ পত্রিকায় ২৩/০৪/২০১৫ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। দরপত্র ২টি গ্রুপে 'গ্রুপ ক' ৪ নং সুতার ছান্দি জাল এবং 'গ্রুপ খ' সেলাই মেশিন সরবরাহ বাবদ আহবান করা হয়েছে। গ্রুপ ক (৪ নং সুতার ছান্দি জাল) এর জন্য ৩টি দরপত্র এবং গ্রুপ খ (সেলাই মেশিন) এর জন্য ৩টি দরপত্র পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত উভয় গ্রুপের দরপত্র সমূহ রেসপনসিভ ছিল। উভয় গ্রুপে লটারীর মাধ্যমে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত করা হয়েছে। দরপত্র কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক প্রতি কেজি ৪ নং সুতার ছান্দি জাল ৬২৫/- মাত্র সর্বনিম্ন হওয়ায় অনুমোদন করেন। অনুরূপভাবে প্রকল্প পরিচালক প্রতিটি সেলাই মেশিন ১০,০০০/- মাত্র সর্বনিম্ন হওয়ায় অনুমোদন করেন। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর ২৩২০ কেজি ৪ নং সুতার জাল সরবরাহের জন্য মোঃ আলমগীর গাজী তরপুরচন্ডী, চাঁদপুর সদরকে কার্যাদেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ১৫৫টি বাটারফ্লাই / সিঙ্গার সেলাই মেশিন সরবরাহের জন্য ফেরদৌস মোশের্দ আহমেদ, জেএম সেন গুপ্ত রোড, চাঁদপুরকে কার্যাদেশ প্রদান করেন। কার্যাদেশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে মালামাল গ্রহণ পূর্বক ২৩২০ কেজি জাল ক্রয় বাবদ ১৪,৫০,০০০/-টাকা এবং ১৫৫টি সেলাই মেশিন সরবরাহ বাবদ ১৫,৫০,০০০/- টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে। উভয় বিল হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে। কাজের সর্বশেষ বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। উপরন্ত উভয় গ্রুপে একই দর উল্লেখ করে দরপত্র জমাদান করায় লটারীর মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচন করতে হয়েছে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, সরবরাহকৃত ৪ নং সুতার জাল ও সেলাই মেশিন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক পাওয়া গেছে। ৪ নং সুতার জাল ও সেলাই মেশিন জেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং তারা জাল ও সেলাই মেশিন যথারীতি ব্যবহার করছেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আরডিপিপির সংস্থান মোতাবেক ১টি জীপ গাড়ী সরকারি মালিকানাধীন প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ হতে প্রাককলিত মুল্য ৭৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬৮.৯৫ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ ৬.০৫ লক্ষ কম দামে (৮.০৬%) ক্রয় করা হয়েছে। ২টি টিভি ফিল্ম/নাটক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফিল্ম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক হতে প্রস্তুত ও সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় লাইফ জ্যাকেট, কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, এয়ার

কন্ডিশনার, টিভি, লেমিনেটিং মেশিন, ক্যামেরা, আসবাবপত্র ইত্যাদি কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। মালামাল ক্রয়ে পিপিআর ২০০৮ এর বিধিমালা অনুসরণ করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। ক্রয়কৃত মালামাল যথারীতি মজুদ বহিতে উওোলন করা হয়েছে।

৪.১.২ প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামালের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে ক্রয় ও সংগৃহীত মালামালের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ১০টি FRP Boat বর্তমানে চালু অবস্থায় রয়েছে। Boat সমূহ আধুনিক ও উন্নতমানের হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রীজ কর্তৃক সরবরাহকৃত জীপ গাড়ীটি বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটার (ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ) অডিও ভিজুয়াল সহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মান ভাল ও বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প হতে মুদ্রিত পোষ্টার, লিফলেট, ফাইলকভার ইত্যাদি ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আসবাবপএ বর্তমানে কর্মকতাদের রুমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগী জেলেদের নিকট বিতরণের সুবিধার্থে জেলেদের বিকল্প আয়ের উপকরণ ক্রয়ের অর্থ সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কমর্কতাগণের নিকট চাহিদা ও বাজেট বরাদ্দের সংস্থান মোতাবেক প্রকল্প অফিস হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কমকর্তাগণ পিপিআর ২০০৮ এর বিধি মালা মোতাবেক মালামাল সংগ্রহ করে জেলেদের নিকট বিতরণ করেছেন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সম্পদ ও মালামালের একটি তালিকা (Inventory) প্রস্তুত করে তা মহাপরিচালকের প্রতিনিধির নিকট ৮/১১/২০১৫ ইং তারিখে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক হস্তান্তরিত হয়েছে। নিম্নে মালামাল ক্রয়ের বিবরণ (সারণী- ৪.১) প্রদান করা হলোঃ

সারণী ৪.১: মালামাল ক্রয়ের বিবরণ (কম্পোনেন্ট-এ) **(লক্ষ টাকায়)**

ক্র. নং	পণ্যের নাম/বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		পর্যবেক্ষণ ও মতামত	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব		
১	জীপ গাড়ি	৭৫.০০	১	৬৮.৯৫	১	মৎস্য অধিদপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে	৮.০৬% হ্রাস মুল্য
২	টিভিফিল্ম,বিলবোর্ড,সাইন বোর্ড পোষ্টার, লিফ লেট ইত্যাদি	২৪.২৫	লাল্স্প সাম	২৪.২৫	লাল্স্প সাম ২ টি টিভিফিল্ম	ঢাকা সহ মাঠ পর্যায়ে প্রদমান ওবিতরণ	সমমূল্য
৩	জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ ক্রয়	২৭০০.০০	৩২০০০	২৬৯৯.৯১	৩২.৫০৯ জন	জেলেদল ব্যবহার করে বাড়তি আয় করছে	সমমূল্য (প্রায়)
৪	লাইফ জ্যাকেট	৪.০০	১৫০ টি	৪.০০	১৫০ টি	মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কর্মকতাগণ ব্যবহার করেছেন	সমমূল্য
৫	কম্পিউটার, ও প্রিন্টার ও আনুসাঙ্গিক সরঞ্জাম	৫.০০	৭ টি	৫.১০	৭ টি	মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবহৃত হচ্ছে	২% বৃদ্ধি

৬	ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি (এয়ার কন্ডিশনার, টিভি, স্পিইরাল, বাইন্ডিং মেশিন, ফ্রিজ,ক্যামেরা, ইত্যাদি	৪.২০		৫.৩৪		ঐ	২৭.১৪% বৃদ্ধি মুল্য
৭	ফটোকপিয়ার (হেভিডিউটি)	১.২০	১ টি	১.২০	১ টি	ঐ	সমমূল্য
৮	আসবাবপত্র	৬.০০	থোক	৪.৯৯	থোক	ঐ	১৬.৮৩% হ্রাস মুল্য
৯	টেলিফোন সংযোগ	০.১৪	৩ টি	০.১৪	৩ টি	ঐ	সমমূল্য
১০	হ্যান্ড মাইক	২.০৯	৩০ টি	২.০৯	৩০ টি	ঐ	সমমূল্য
১১	মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর	১.০০	১ টি	১.০০	১ টি	ঐ	সমমূল্য
১২	ফ্যাক্স মেশিন	০.৩৫	২ টি	০.৩৫	১টি	ঐ	সমমূল্য
১৩	দ্রুতগতি সম্পন্ন এফ আর পি বোট	৪০০.০০	১০ টি	৩৯৪.০০	১০ টি	ঐ	১.৫% হ্রাসমুল্য
	মোট	৩২২২.২৩		৩২১১.৩২			

৬নং ক্রমিকে বর্ণিত ইলেকট্রিনিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২৭.১৪% লক্ষ্যমাত্রা ব্যয়ের চেয়ে অধিক ব্যয় করা হয়েছে। তাছাড়া মোট লক্ষ্যমাত্রা ব্যয় ৩২২২.২৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩২১১.৩২ লক্ষ টাকার ব্যয় করা হয়েছে অথ্যাৎ ১০.৮১ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

৪.১.৩ পণ্য সংগ্রহ বিষয়ে সার্বিক মতামত

প্রকল্পের অধীনে পণ্য ক্রয়ে নমুনা হিসেবে গৃহীত দরপত্র সমূহ পযালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে,

১) পণ্য বা কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের পূর্বে বাজার যাচাই পূর্বক পণ্য বা কার্যের একটি প্রাক্কলন যথাযথ ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কার্যালয়ে গোপন ভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২) ক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদির একটি কারিগরী স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত ও দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযোজন করা হয়েছে।

৩) দরপত্র সমূহ বহুল প্রচারের জন্য দুইটি দৈনিক সংবাদপত্রে (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। অধিকাংশ দরপত্র CPTU Website এ প্রকাশিত হয়েছে। ফলে একাধিক দরদাতা দরপত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৪) পণ্য ও কার্যক্রয় কমিটিতে একাধিক কার্যালয়ের বাহিরের কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা যথারীতি দরপত্র মুল্যায়ন কমিটিতে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেছেন।

৫) আলোচিত দরপত্র সমুহের কার্যাদেশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদারগণ মালামাল সরবরাহ করেছেন।

৬) পিপিআর ২০০৮ এর বিধান মোতাবেক দরপত্র সমুহে ১০% অর্থ জামানত হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যা কার্যশেষে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

উপরন্ত অডিট অধিদপ্তর কতৃক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়ের অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

৪.১.৪ নিরীক্ষা আপত্তি (কম্পোনেন্ট –এ)

বিগত ২০০৮-২০১১ সনে প্রকল্পটির ৯টি অনুচ্ছেদে অডিট আপত্তি উপস্থাপিত হয়েছে এবং যথা সময়ে জবাব দাখিলের প্রেক্ষিতে উক্ত ৯টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১১-১০১৩ সনে ৬টি আডিট আপত্তি উপস্থাপিত ও সন্তোষজনক জবাব দাখিলের প্রেক্ষিতে আপত্তিসমূহ যথাবিহীতভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প মেয়াদান্তে ২০১৩-২০১৫ সনে অডিট সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অডিটে ১০ টি অনুচ্ছেদে অডিট আপত্তি উপস্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে যথাযথ কতৃপক্ষের মাধ্যেমে ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক হওয়ায় যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ৫, ৬, ৮, ৯, ও ১০ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন অনুচ্ছেদ সমুহের আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণীতে প্রদত্ত হলোঃ

সারণী ৪.২: অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (কম্পোনেন্ট-এ)

ক্র. নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকা	মন্তব্য
১)	অনিয়মিত জাল বিতরণ তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান খাতে ৩০,০০,০০০/- টাকা ব্যয় প্রদর্শন , যা আর্থিক অনিয়ম	৩০,০০,০০০/-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাতিয়া নোয়াখালী জবাব দাখিল করেছে।
২)	সমাপ্ত প্রকল্পের সার্বিক সম্পদের বার্ষিক ইনভেন্টরী রিপোট ও বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন নিবীক্ষণে উপস্থাপন করা হয়নি। জি এফ আর ত্রর পরিপন্থী		প্রকল্পের সদর দপ্তর হতে জবাব দাখিল করা হয়েছে।
৩)	পণ্যের স্পেসিফিকেশন ত্রকই হত্তয়া সত্ত্বেও সাত (৭) দিনের মধ্যে দুই (২) বার কার্যদেশ প্রদান করে প্রথমবার অপেক্ষা দ্বিতীয়বারে বেশী দামে জাল ক্রয়ে ক্ষতি ২৫১,৬৮০/-	২৫১,৬৮০/-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোসাইর হাট,শরিয়তপুর ব্রডশীটে জবাব দাখিল করেছেন।
৪)	একই আয়ন ব্যয়ন কর্মকতার মাধ্যমে এক ও অভিন্ন স্পেসিফিকেশন এর ইলিশ জাল ক্রয় সরবরাহে ত্রক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অন্য প্রতিষ্ঠানে অধিক মুল্যে ক্রয় করার অতিরিক্ত ব্যয় ৩১৯,৩২৭/- টাকা	৩১৯,৩২৭/-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমতলী বরগুনা ব্রডশীটে জবাব দাখিল করেছেন।
৫)	অনিয়মিত চুক্তি সম্পদনের মাধ্যমে ১৫,০০,০০০/- টাকা জাল ক্রয় বাবদ্দ খরচ প্রদর্শন যা আর্থিক অনিয়ম।	১৫,০০,০০০/-	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বাশঁখালী চট্রগ্রাম ব্রডশীটে জবাব দাখিল করেছেন।
	সর্বমোট	৫০,৭১,০০৭/-	

প্রকল্প পরিচালক অডিট আপত্তির বিষয়ে জানান যে, অনিষ্পন্ন অনুচ্ছেদ সমুহের ব্রডশীটে জবাব প্রস্তত করে যথার্থ কত্তৃপক্ষের মাধ্যমে বার্ণিজিক অডিট অধিদপ্তরে নিষ্পত্তির জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপস্থাপিত অডিট আপত্তি সমূহ শীঘ্রই নিষ্পত্তি হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। অডিট আপত্তি সমূহ আশু নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্প শেষে মালামাল সমূহ যথারীতি ইনভেনটরী তৈরী করে সদর দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সার্বিক মতামতঃ প্রকল্পের অনিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তিসমূহ আশুনিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

৪.২ কম্পোনেন্ট-বি

৪.২.১ প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পটির "বি" কম্পোনেন্ট এর অধীনে সিভিল ওয়ার্কস, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং সরবরাহ উপখাতে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন ও মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। উপরোক্ত উপখাত ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নের সারণী-(৪.৩) এ প্রদান করা হলো।

সারণী ৪.৩: প্রকল্পের বি কম্পোনেন্ট আওতায় বিভিন্ন উপখাত ভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক নং	উপখাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		অগ্রগতি (%)
		বাস্তব	টাকা	বাস্তব	টাকা	
১	সিভিল ওয়ার্কস	৫	২৫.০	৫	২৩.৬৭	৯৪.৬৮
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	১২০.৫	-	১১২.৩৩	৯৩.৬০
৩	সরবরাহ ও সেবা	-	২১৫.৯	-	২১০.৬৭	৯৭.৫৮
সর্বমোট		-	৩৬১.৪	-	৩৪৬.৬৭	৯৫.৯২

উপরের সারণী হতে দেখা যায় প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা খাতে সার্বিক ভাবে ৯৫.৯২ অগ্রগতি হয়েছে, যা সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪.২.২ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবাক্রয়ের প্রধান ২০ (বিশটি) প্যাকেজের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে মোট ৩টি প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন তথ্য CPTU চেকলিষ্ট অনুসরণে সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত ৩টি প্যাকেজ হচ্ছে যথাক্রমে (১) ডাবল কেবিন পিক আপ ক্রয়; (২) লিমনোলজি ও পানি দূষণ ল্যাব নবায়ন ও মেরামত; (৩) গ্যাংওয়ে ও পল্টুন মেরামত। ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ের জন্য "ডেইলি স্টার" পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলে মাত্র ১টি দরপত্র পাওয়া যায়। অতপর টেকনিক্যাল ইভেলুয়েশন কমিটির অনুমোদন ক্রমে নাভানা লিমিটেড ঢাকা এর নিকট হতে সর্বমোট ৪৩,৫৩,২২৮ টাকায় পিকআপটি ক্রয় করা হয়েছে। পিক আপটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৪৫ লক্ষ টাকা, চুক্তি মূল্য ছিল ৪৪,৭৮,০০০ টাকা। অর্থাৎ প্রাক্কলিত মূল্যের ৩.২৬% কমদামে ক্রয় করা হয়েছে। পিক আপ ক্রয়ের দরপত্র প্যাকেজ নং ডিসিপি- ১।

লিমনোলজি ও পানি দূষণ গবেষণাগার মেরামত ও নবায়নের জন্য "ডেইলি ষ্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় যথাক্রমে ১৮/০৯/২০১০ এবং ১৯/০৯/২০১০ ইং তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলে মোট ১৯টি দরপত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩ (তিন) টি দরপত্র ননরেসপনসিভ ছিল। অবশিষ্ট ১৬টি বৈধ দরপত্রের মধ্যে মেসার্স সুমন ট্রেডাস চাঁদপুরকে ৫% কমমূল্যে ৩০/১১/২০১০ ইং তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং উক্ত ঠিকাদার ১১/০৩/২০১১ ইং তারিখে নির্দ্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করেন। এ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৯,৭৮,২৯৫/০০ টাকা, মোট চুক্তি মূল্য ছিল ৯,২৫,৫৮০/২৫ টাকা এবং বিল পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৮,৩৯,৩৯২/৬০ টাকা। এক্ষেত্রে চুক্তি মূল্যের চেয়ে ৮৬,১০৭.৬৫ টাকা কম পরিশোধ করা হয়েছে। নদী কেন্দ্র চাঁদপুরের মুখার্জি ঘাটে অবস্থিত গ্যাংওয়ে, পন্টুন ও জেটিঘাট মেরামতের জন্য দৈনিক "ইত্তেফাক" ও "ডেইলি ষ্টার" পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (প্যাকেজ নং আর -১) প্রকাশ করা হলে সর্বমোট ৪টি দরপত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত দরপত্রের মধ্যে তিনটি সঠিক ছিল। উক্ত তিনটি দরপত্রের মধ্যে দেওয়ান হাবিবুর রহমানকে টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটি এর সুপারিশক্রমে ০২/১১/২০১১ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়। উক্ত ঠিকাদার ১৩/০২/২০১২ ইং তারিখে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করেন। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৪,৮৯,৮৭৮ টাকা, চুক্তি মূল্য ৩,৮৬৯৯৯/৮০ টাকা এবং বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৩,৫৫,৫৭২.৯৩ টাকা। প্রকল্পের অধীনে যন্ত্রপাতি রাসায়নিক এবং ষ্টেশনারীসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয়ের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাকালে তিনি জানান যে সকল মালামাল পিপিআর ২০০৮ এর বিধিমালা অনুসরণে ক্রয় এবং এ সকল মালামালের মজুদবহিতে উত্তোলন করা হয়েছে।

চিত্র ৪.২: বিএফআরআই কর্তৃক ক্রয়ক্রীত জাহাজ এমভি রুপালী ইলিশ এবং নির্মিত জেটি ঘাটের রাস্তা

৪.২.৩ প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামাল এবং পুনঃনির্মান/মেরামত কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত পুনঃনির্মান/মেরামত/নবায়ন কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য লিমনোলজি ও পানি দূষণ ল্যাবরেটরি এবং মুখার্জী ঘাটস্থ জেটি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং ইলিশ গবেষণা বোট সারজমিনে পরীক্ষা/ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে ল্যাবরেটরি দুটিতে কাজের মান ভাল বলে বিবেচিত হয়েছে এবং কোথাও কোন ত্রুটি বা দেয়াল, মেঝেতে ফাটল পরিলক্ষিত হয়নি। ল্যাবের মেঝে এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি রাখার র‍্যাক সমূহে ভালমানের টাইলস লাগানো হয়েছে। ক্রয়কৃত সকল যন্ত্রপাতির গুণগত মানও ভাল বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। ইলিশ গবেষণা বোট উন্নত ও আধুনিক মানের হয়েছে। গবেষণা বোর্টটি খুলনাস্থ মেরিন শিপ ইয়ার্ডে তৈরী করা হয়েছে। কম্পিউটার, মটরসাইকেল, ল্যাপটপ, অডিও ভিজুয়াল ইত্যাদির মানও ভাল এবং বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকাশনা, বিশেষভাবে বুকলেট ও লিফলেটের মুদ্রণের মান ও মেটেরিয়াল ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আসবাবপত্র বর্তমানে সেমিনার রুম ও কর্মকর্তাদের কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাসায়নিক দ্রব্যাদির মজুদ উত্তোলন করা হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত সকল মালামাল দাপ্তরিক ভাবে বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। বিশেষভাবে ক্যামেরা ও ল্যাপটপ কম্পিউটার ভান্ডারে জমা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.২.৪ নিরীক্ষা আপত্তি

প্রকল্পের অধীনে সকল খরচের বানিজ্যিক নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নিরীক্ষা দল সর্বমোট ৪টি অনুচ্ছেদে ৫০,৮০,১৫০ টাকার আপত্তি প্রদান করেছে। নিরীক্ষা আপত্তির বিবরণ নিম্নের সারণী ৪.৪ প্রদান করা হলোঃ

সারণী ৪.৪ : নিরীক্ষা আপত্তির বিবরণ, টাকার পরিমাণ ও মন্তব্য

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা আপত্তি বিবরণ	টাকায় পরিমান	মতামত/ মন্তব্য
১।	প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত রির্সাচ ও অফিস ইকুমেন্ট এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ইনষ্টিটিউট বরাবরে জমা দেয়া	৪৪,৭৮,০০০/-	ব্রডসিটে জাবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	আরডিপিপি বহির্ভুত প্রকল্পের টাকায় ইন্টারনেট ও ইন্টারকম নেটওয়াক স্থাপন করায় সরকারের অর্থ ক্ষতি হয়েছে	১,৯৯,১৫০/-	ব্রডসিটে জাবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধী নিস্পত্তি হয়নি
৩।	সরকারের নির্দ্ধারিত মুল্য অপেক্ষা অধিকমুল্যে একমাত্র দরদাতা নিকট হতে মটর সাইকেল ক্রয়	২,৪৩,০০০/-	ঐ
৪।	অনিয়মিত ভাবে মৎস্য দিবস/সপ্তাহ/পক্ষ পালন বাবদ সরকার নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে প্রকল্পের ক্ষতি	১,৬০,০০০/-	ঐ
	সর্বমোট	৫০,৮০,১৫০/-	

প্রকল্প পরিচালক নিরীক্ষা আপত্তি সমূহের তাৎক্ষণিক এবং ব্রডসিটে জবাব প্রেরণ করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি আপত্তি সমুহের নিস্পত্তি হয়নি।

পর্যবেক্ষণঃ নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ আশু নিস্পত্তি করা প্রয়োজন।

চিত্র ৪.৩: বিএফআরআই কর্তৃক উন্নয়ন ও নবায়িত গবেষণাগার

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং Log Frame পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (কমপোনেন্ট -এ)

"জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমে **এ** কম্পোনেন্ট এর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কাজ এবং উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা নিম্নে উল্লেখ্য করা হলোঃ-

উদ্দেশ্য	সম্পাদিত কাজ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ
১) জাটকা (কিশোর ইলিশ) ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণ করে ইলিশের উৎপাদন বাড়ানো ;	১) প্রকল্পের শুরুতে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯৮ লক্ষ মে.টন (২০০৮-২০০৯) যা প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন জাটকা ও ডিমওয়ালা মা মাছ সংরক্ষণের ফলে ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়তে থাকে।ফলে প্রকল্প শেষে (২০১৫-১৬) ইলিশের উৎপাদন বেড়ে দাড়িয়েছে ৩.৯৪ মে.টন দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশের বিস্তৃতি বেড়েছে (৫.১)। এমতাবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মোট ৯৬,০০০ মে.টন ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে (চিত্র-৫.৩)। ইলিশ উৎপাদনের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ কার্যক্রম চালু থাকলে ইলিশের উৎপাদন ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ইলিশের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে এসেছে। প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
২) ইলিশ অভয়াশ্রম কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও জোরদারকরণে সহায়তা প্রদান ;	২) প্রকল্প চলাকালীন ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নতুন ১টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ৩২,৫০৯ সুফলভোগির মধ্যে ২৭,৬৩৫ জন সুফলভোগীকে অভয়াশ্রম পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে নেয়া হয়েছে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ সহ-বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। উপরন্ত অভয়াশ্রম পাশ্ববর্তী ২৫টি উপজেলার গ্রাম সমূহে নিবিড় সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এভাবে অভয়াশ্রমসমূহে প্রকল্প হতে জাটকা সংরক্ষণে কার্যকরী সেবা প্রদান করা হয়েছে। জাটকা / ইলিশ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং মাছ ধরা বন্ধ অভিযান পরিচালনার ফলে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং ইলিশ সহ অন্যান্য মাছ যেমন পাঙ্গাস, আইড়, পোয়া, গলদা চিংড়ি সহ অন্যান্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ইলিশ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠণের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা করা হয়নি। প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে।
৩) অভয়াশ্রম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে জাটকা আহরণ কমিয়ে আনা ;	৩) মৎস্য অধিদপ্তরসহ প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, কোষ্টগার্ড, নেভি, নৌ-পুলিশ এর সহায়তায় মোট ৩৬১৬টি মোবাইল কোর্ট জাটকা আহরণ বন্ধ করার জন্য পরিচালনা করা হয়েছে। উপরন্ত প্রকল্পভুক্ত ২২টি জেলার ১০২টি উপজেলায় নিয়মিত নদী, মৎস্যবাজার, মাছঘাট, আড়ত পরিদর্শন করা হয়েছে। তাছাড়া জেলেসহ সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রত্যেক বৎসর ফেব্রু-মার্চ মাসে "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ" উদযাপন করা হচ্ছে। অনুরুপভাবে ডিমওয়ালা ইলিশ যেন নির্বিঘ্নে ডিম ছাড়তে পারে এ জন্য মাছ আহরণ বন্ধ (বর্তমানে ২২ দিন) কঠোর ভাবে পালনে সহায়তা করা হয়েছে। প্রকল্পের এ

	উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।
৪) জাটকা / ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ;	৪) গরীব জাটকা জেলেদের জন্য প্রকল্প থেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে । প্রকল্প থেকে ৩২,৫০৯ জন জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জেলেদের জাটকা ধরা বন্ধকালীন বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পাবে অন্য দিকে জাটকা ধরা বন্ধকালীন তাদের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারবে। এভাবে তাদেরকে নিষিদ্ধ সময়ে জাটকা আহরণ হতে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে । ফলে উল্লেখযোগ্য হারে জাটকা আহরণ কমেছে। প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।
৫) জাটকা / ইলিশ সংরক্ষণে অধিক মাত্রায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।	৫) জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে জনসচেতনা বৃদ্ধি করা প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ লক্ষ্যে ২টি টিভি স্পট/ ফিলার প্রস্তুত ও প্রচার, দৈনিক খবরের কাজে বিজ্ঞাপন প্রচার, বিলবোর্ড স্থাপন, পোস্টার-লিফলেট প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলা ,উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলে গ্রামে সভা , পথ সভা, নৌ র‍্যালী ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প হতে এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহনের ফলে জাটকা ও ডিমওয়ালা মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে সাধারণ জনগণের মধ্যে জনসচেতনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবৈধ মাছ আহরণ অনেক কমে এসেছে। ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমাগত ভাবে বেড়েই চলেছে। প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।

৫.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (কমপোনেন্ট -বি)

"জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমে "বি" কম্পোনেন্ট এর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কাজ/গবেষণা এবং উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

উদ্দেশ্য	সম্পাদিত কাজ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ
১। ইলিশের জীববিজ্ঞান এবং পরিবেশের উপর বৃহৎ পরিসরে নদী এবং উপকূলবর্তী ইকোসিস্টেম ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা।	১। ইলিশ অভিপ্রায়নশীল নদ-নদী মোহনা এলাকা এবং সামুদ্রিক মাছ। এ মাছের জীববিজ্ঞান বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং পরিবেশের বিভিন্ন নিয়ামকের (Factors) উপর নির্ভরশীল। কাজেই এ মাছের সহনশীল উৎপাদন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগতভাবে এ সকল বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান প্রকল্পের অধীনে পূর্ববর্তী গবেষণার ধারা বাহিকত্য রক্ষা করে এ মাছের জীবনবৃত্তান্ত যথা প্রজনন ক্ষেত্র, প্রজনন সময়, পরিপক্কতা, অভিপ্রয়াণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে। এমনকি পুকুরে ইলিশ মাছ চাষের সম্ভাব্যতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। একই ভাবে এ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, ডিম ও জাটকা উৎপাদনে সাফল্য, জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধি এবং একটি নতুন অভয়াশ্রমের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যতম প্রধান প্রয়োজনীয় গবেষণা হচ্ছে এ মাছের পপুলেশন ডায়নামিক স্টাডি (ইলিশ জনতার গতিবিদ্যা)। এ সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (L_∞), বৃদ্ধির সহগ, মোট মৃত্যুর হার (M), প্রাকৃতিক মৃত্যুর হার/বৎসর (F), আহরণ

	মাত্রা (F), সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা (Emax), প্রথম ধরার দৈর্ঘ্য (Le) ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। এ সকল উপাদান (Factor) যে কোন প্রাকৃতিক পপুলেশনের Health Indicator হিসেবে বিবেচণা করে ইলিশ মাছের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়। এ সকল বিষয়ে বিগত ২০০৮ সাল পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে গবেষণা করা হলেও অজ্ঞাত কারণে এ প্রকল্পের অধীনে গবেষণা করা হয়নি। অপরদিকে জলবায়ুগত পরিবর্তন বৈশ্বিক সমস্যার পাশাপাশি বাংলাদেশ অন্যতম প্রধান ভুক্তভোগী দেশ। প্রাথমিক ভাবে ইলিশ মাছ বিভিন্ন পরিবেশে (নদ-নদী, মোহনা, সমুদ্র) বসবাস করে বিধায় এ মাছকে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল প্রজাতি বিবেচনা করা হলেও এ মাছের উপর জলবায়ু গত পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয় করা অতীব জরুরী ও অন্যতম প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র। প্রকল্পের অধীনে পরিবেশের উপর বৃহৎ পরিসরে গবেষণার প্রস্তাব রাখা হলেও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি। প্রকল্পটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে গবেষণার কোন প্রতিফলন পাওয়া যায় নি। এ প্রেক্ষাপটে মতামত/মন্তব্য ব্যক্ত করা যায় যে প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে। **পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশঃ** ভবিষ্যতে ইলিশ মাছের গতিবিদ্যা এবং ইলিশ মাছের জীবনচক্র ও উৎপাদনে পরিবেশগত নিয়ামকের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।
২। নদ-নদী এবং উপকূলবর্তী এলাকায় ইলিশ গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি মধ্যম আকারের গবেষণা জাহাজ ক্রয় ;	২। প্রকল্পটি “বি” অংশের অধীনে ১.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে খুলনা শিপ ইয়ার্ড হতে একটি মধ্যম আকারের গবেষণা বোট তৈরি করা হয়েছে। গবেষণা বোটটির নামকরণ করা হয়েছে “এম ভি রুপালী ইলিশ”। গবেষণা বোটটির দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট, প্রস্থ ১৮ ফুট, ড্রাফট ৭০ ফুট, ৯৫ হর্স পাওয়ারের তিনটি ইঞ্জিন, বিদ্যৎ উৎপাদনের জন্য ৯৫ হর্স পাওয়ারের জেনারেটর ও ১২০০ ওয়ার্ট সোলার প্যানেল সিসটেম আছে। গবেষণা বোটে ৪টি কেবিনে ৮জন কর্মকর্তা অবস্থান করতে পারেন, অন্যান্যদের অবস্থানের জন্য ভিতরে খোলা জায়গা, গবেষণার জন্য একটি ছোট ল্যাবরেটরি, মাষ্টার ব্রিজ ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া বোটটির ডেকে একটি মিনি হ্যাচারী স্থাপন করা হয়েছে এবং মাছের ঝাঁক সনাক্তকরণের জন্য দুটি Ecosounder, কম্পাস ও জিপিএস সিস্টেম এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নোঙর আছে। বর্তমানে বোটটি চালু আছে এবং প্রজনন মৌসুমে জাটকার প্রাচুর্য নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
৩। নদী কেন্দ্র ,চাঁদপুর এর গবেষণা সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন;	নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরের গবেষণার সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন ও আধুনিকিকরণের জন্য হিলশা ল্যাবরেটরি, লিমনোলজি এবং পানি দূষণ ল্যাবরেটরী নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া গিয়ার টেকনোলজি ল্যাবরেটরি এবং মুখার্জী ঘাটে অবস্থিত গ্যাংওয়ে এবং গবেষণা বোট রাখার জেটিঘাট উন্নয়ন ও মেরামত করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের পুরাতন কাঠের মেকানাইজড বোটটি এবং স্পিড বোট ৯.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ বার এবং পিকআপ মেরামত করা হয়েছে। হিলশা গবেষণাগারের জন্য মোট ৮৭.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৩টি আইটেমের গবেষণা সামগ্রী যেমন আন্ডার ওয়াটার ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, বাইনো কুলার, মাইক্রোসকোপ, টিস্যু প্রসেসর,

	ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। অনুরুপভাবে লিমনোলজি ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি এবং গবেষণাগার সমূহের জন্য ৩৩টি আইটেমের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। গবেষণা কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, গবেষণা ফলাফল সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য ৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অডিও ভিজুয়াল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ধারণা করা যায় নদীকেন্দ্র চাঁদপুরে গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। **পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ** প্রকল্পের অধীনে অর্জিত গবেষণার সুযোগ সুবিধা সমুহে যথাযথ ব্যবহার এবং বিভিন্ন সুবিধার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
৪। ইলিশ গবেষণায় নিয়োজিত বিজ্ঞানী এবং সহায়তাকারী জনবলের গবেষণা কাজে সক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি;	৪। প্রকল্পের এ কম্পোনেন্ট এর অধীনে ইলিশ গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞান সহায়ক জনবলের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম যেমন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এরুপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র যে সকল বিজ্ঞানী কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এবং ন্যুনতম পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে অর্জিত হয়েছে।
৫। জাটকা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে আর্থ-সামাজিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ।	৫। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে আর্থ সামাজিক প্রভাব নির্ণয়/ পর্যবেক্ষণের জন্য কোন গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্পটির সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকের আলোচনা কালে তিনি জানান এ সংক্রাত গবেষণা পরিচালনা জন্য সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনীতির জ্ঞান সম্পন্ন কোন বিজ্ঞানী ইনস্টিটিউট বর্তমানে নেই। এ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ এর সাথে যোগাযোগ করা হলেও শের্ষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। এ প্রক্ষাপটে মতামত ব্যক্ত করা যায় যে প্রকল্পের এ উদ্দেশটি অর্জিত হয়নি। **পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ** বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের অর্গানোগ্রাম অনুসারে সদরদপ্তরে আর্থ সামাজিক অর্থনীতি নামে একটি বিভাগ রয়েছে। পুর্বে এ বিভাগে একজন বিজ্ঞানী নিয়োজিত ছিলেন। তিনি চাকুরী হতে অব্যাহতি নেয়ার পর এ বিভাগে কোন বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি। ইনস্টিটিউটের গবেষণা জোরদার করার জন্য এ বিভাগে জনবল নিয়োগ করা অতীব জরুরী।

রাজশাহীতে রূপালী ইলিশ

ইলিশ মাছ ১৯৭০ সালের আগে দেশের প্রায় সব নদীতে সন্ধান পাওয়া যেত। প্রায় ৫০ বছর পর পদ্মা ও মেঘনা নদীর বিভিন্ন স্থানে ইলিশ মাছের পুরনো স্থান ফিরে এসেছে বলে মনে হয়। রাজশাহীর গোদাগাড়ী, বাঘা ও চারঘাটসহ পদ্মা নদীর পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিদিন ইলিশ পাওয়া যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে পদ্মাসেতু থেকে ইলিশ পাওয়া যায়। জাটকা সংরক্ষন জোরদারের কারণে রাজশাহী অঞ্চলে ইলিশের প্রাপ্যতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষ এখন আরও সচেতন। ফলে রূপালী মাছ তার পুরানো বাসস্থান ফিরে পেতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রজাতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টার কারণে এখন ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদীতে ইলিশ পাওয়া যায় (চিত্র ৫.৪)।

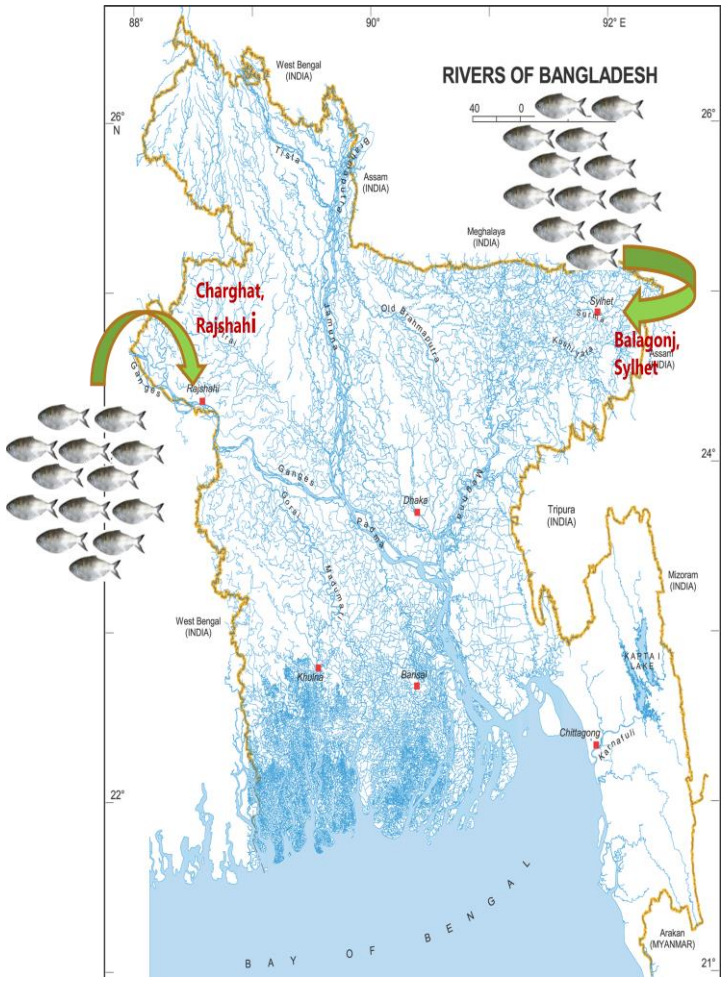

চিত্র ৫.১ : দেশের অভ্যন্তরে ইলিশের বিস্তৃতি সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর

হাওড়ে রূপালী ইলিশ

দেশের সর্ববৃহৎ জলাভূমি মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওড়ের বড়লেখা অংশে জেলেদের জালে ধরা পড়ছে রূপালী ইলিশ। প্রতি বর্ষা মৌসুমে হাকালুকি হাওড়ে ছোট আকারের ২ থেকে ৪টি ইলিশ ধরা পড়লেও গত বছরে বড় আকারের ও সংখ্যায় বেশি ধরা পড়ায় উৎফুল্ল হাওর পাড়ের জেলেরা। হাকালুকি হাওড়ে ইলিশ ধরা পড়ছে। ব্যবসায়ীরা হাকালুকির ইলিশ বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করছে। এ অঞ্চলের জেলেদের জীবিকার প্রধান উৎস হাওড়ের মাছ শিকার। কিন্তু হাওড়ের জলে মাছ না পাওয়ায় হাকালুকি তীরবর্তী বড়লেখার জেলেরা পেশা সংকটে পড়েন। সম্প্রতি জেলেদের জালে অন্যান্য মাছের সাথে ইলিশ ধরা পড়ায় তারা বেশ খুশি। জানা যায়, গত চার-পাঁচ বছর ধরেই হাকালুকি হাওড়ে ইলিশ ধরা পড়ছে। তবে ক্রমান্বয়ে জালে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ছে। এ ব্যাপারে বড়লেখার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় ব্যানার্জী বলেন, 'ইলিশ মূলত সমুদ্রের মাছ। ডিম ছাড়তে এরা নদী ও মোহনায় আসে। আগাম বন্যা ও অধিক প্রাপ্যতার কারণে হাকালুকি হাওড়ে ইলিশ মাছ এখন পাওয়া যাচ্ছে। নদীর সাথে হাকালুকি হাওড়ের সংযোগ থাকায় বন্যার সময় এরা হাওড়ে চলে আসে। ইলিশ নিয়ে সরকার দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। যার কারণে জাটকা মারা বন্ধ হয়েছে। ফলে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে হাওড়ে আগামী বছর গুলোতে ইলিশ বেশি করে ধরা পড়বে।

সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ সেপ্টেম্বর,২০১৭

ইলিশ মাইগ্রেশনের কারন ও বিস্তৃতি

জৈব চাহিদা পূরণের জন্য ইলিশ সাগর থেকে নদীর স্বাদু পানি এবং নদীর স্বাদু পানি থেকে সাগরের লোনা পানি উভয় দিকেই অভিবাসী হয়ে থাকে। ইলিশ সবচেয়ে বেশি সমুদ্রের মধ্যে বসবাস করে । ডিম ছাড়ার জন্য নদীর মোহনা (Estuarine Region) অঞ্চলে অন্তত ১২০০-১৩০০ কিমি এবং এটি উপকূলবর্তী অঞ্চল হতে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত পাওয়া যায় (চিত্র ৫.২)। বাংলাদেশের প্রধান মাছের এই প্রজাতির সংরক্ষণে প্রকৃতপক্ষে অভিবাসী প্যাটার্ন এবং এই প্রজাতির অভিবাসী পথ সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। ইলিশ প্রধানত প্রজনন ও খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং সময় ভিত্তিক মাইগ্রেশন করে থাকে। অভিবাসনের প্রভাবশালী কারণ সমূহ হল শারীরিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক।

শারিরীক কারণসমূহ :পানির নিচের তলানী, পানির গভীরতা, স্রোত এবং জোয়ার-ভাটা, ঘোলাটত্ব, তাপমাত্রা এবং আলোর প্রতিফলন;

রাসায়নিক কারণসমূহ: লবণাক্ততা, ক্ষারীয়তা, দ্রবীভূত গ্যাস, গন্ধ, স্বাদ এবং দূষণ এবং

জৈবিক কারণসমূহ: যৌন বিকাশ, রক্তচাপ, সামাজিক প্রতিক্রিয়া, ক্ষুধা, খাদ্য, শারীরবৃত্তীয় ঘড়ি এবং অন্তর্নিহিত অবস্থা।

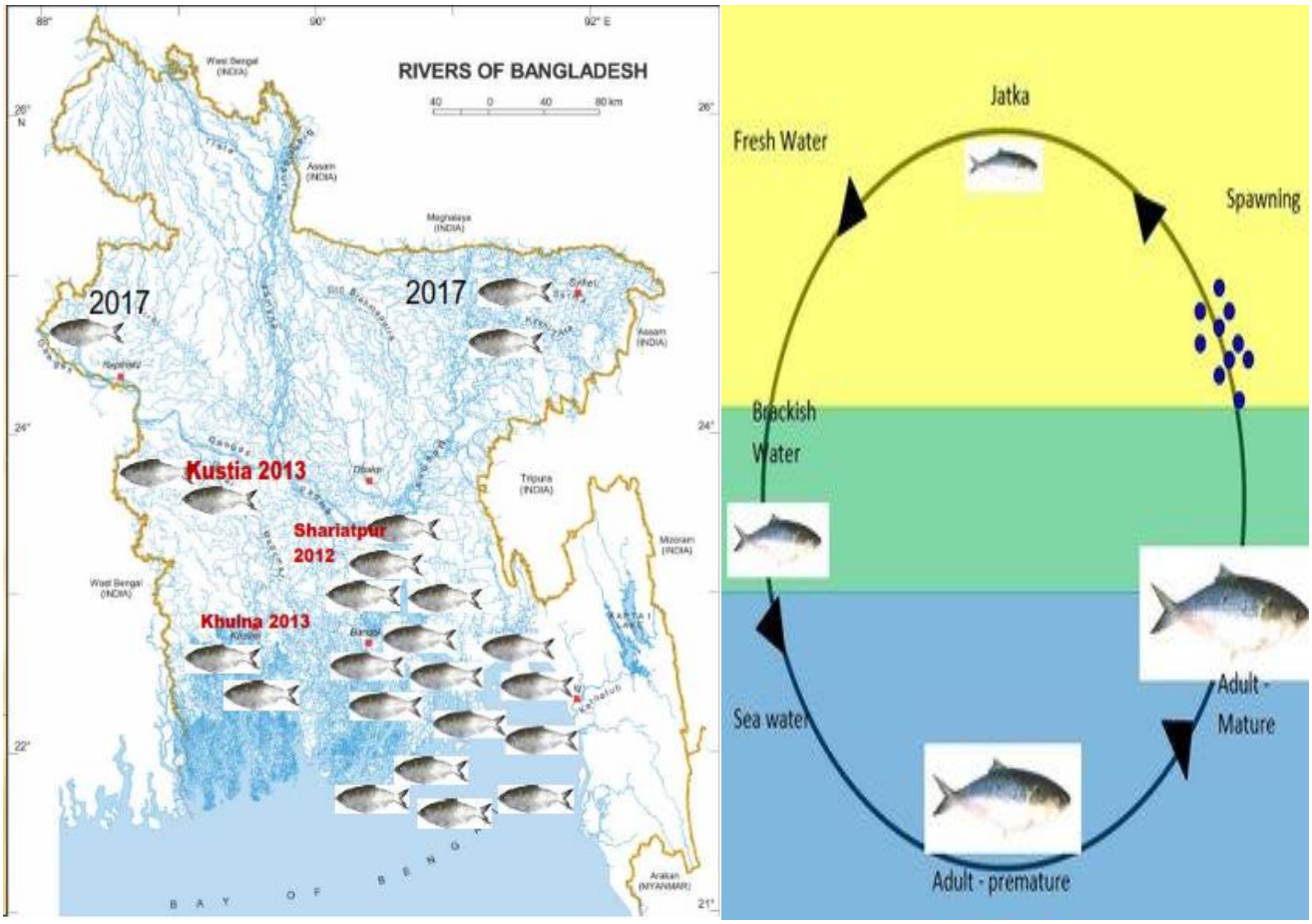

চিত্র ৫.২ : দেশের অভ্যন্তরে ইলিশের বিস্তৃতি ও অভিপ্রয়াণ

সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর ও ইন্টারনেট

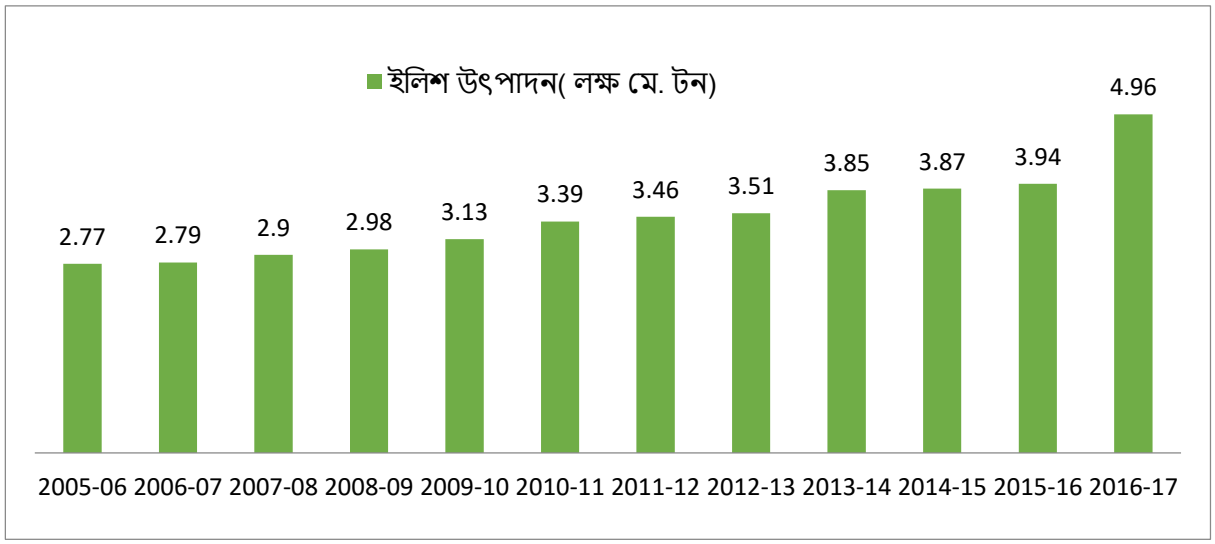

চিত্র ৫.৩ : বৎসর ভিত্তিক ইলিশের উৎপাদন সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে ২০০৬-০৭ সন হতে ক্রমান্বয়ে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে। উল্লেখ্য ২০০৮-২০০৯ সনে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে জাটকা থেকে পূর্নাঙ্গ ইলিশ হতে প্রায় ১-২ বৎসর পর্যন্ত সময়ের প্রয়োজন পড়ে। উল্লেখ্য ২০১৪-২০১৫ সনে প্রকল্প সমাপ্তির পরেও জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম চালু থাকায় ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যহত রয়েছে। প্রকল্প শুরুর পূর্বের বৎসর অর্থ্যাৎ ২০০৭-২০০৮ সনে ২.৯০ লক্ষ মে. টন এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরের বৎসর অর্থাৎ ২০১৫- ২০১৬ সনে ৩.৯৪ লক্ষ মে. টন ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমান ১.০৪ লক্ষ মে. টন (বৃদ্ধি ৩৫.৮৬%)

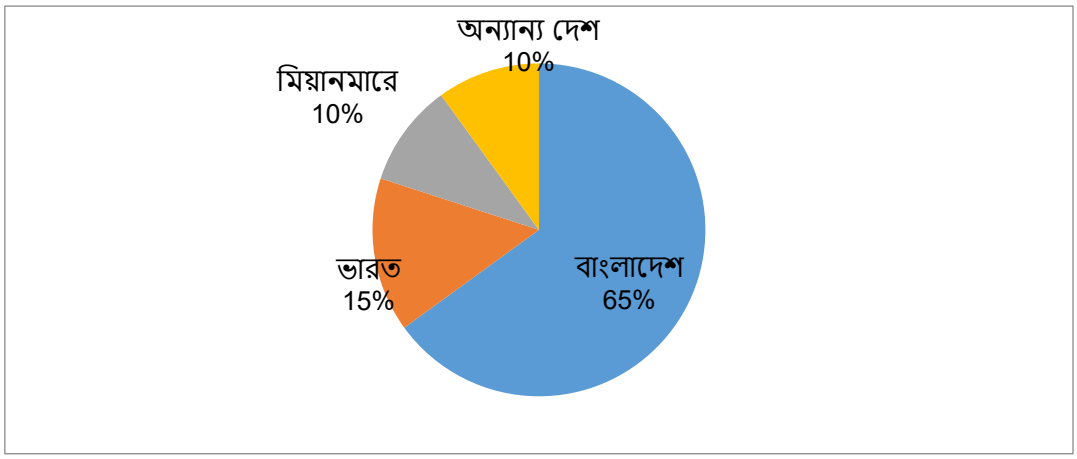

চিত্র **৫.৪:** বিভিন্ন দেশে ইলিশের উৎপাদন সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর ও দৈনিক প্রথম আলো (২৯ ডিসেম্বর.২০১৭)

ইলিশ একটি অভিপ্রায়নশীল মাছ। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর তীরবর্তী দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশে ইলিশ বিচরণ করে। ওয়ার্ল্ড ফিশ বাংলাদেশ এর তথ্য অনুযায়ী, ইলিশ উৎপাদন হয় এমন ১১ টি দেশে মধ্যে ১০ টিতেই উৎপাদন কমেছে। একমাত্র বাংলাদেশেই উৎপাদন বাড়ছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে সর্ব্বোচ ৬৫% ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ, এরপর ভারতে ১৫%, মিয়ানমার ১০% ও অন্যান্য দেশে ১০% ইলিশ উৎপাদিত হয়ে থাকে।

৫.৩ প্রকল্পের Log Frame অনুসরনে প্রকল্পের লক্ষ্য ও ফলাফল অর্জন বিশ্লেষণ (কমপোনেন্ট –এ)

অনুমোদিত আরডিপিপিতে প্রকল্পের **Log Frame** এ প্রকল্পের লক্ষ্য **(Goal)**, উদ্দেশ্য (**purpose)** ও আউটপুট (**Output)** নির্দ্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। বিগত ২০১৪-১৫ সনের জুন মাসে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। **Log Frame** এ উল্লেখিত উপাদান সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	Log Frame এ উল্লেখিত বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তনের নির্দেশক (OVI)	সত্যপ্রতিপাদন পন্থা (Means of verification)	বাস্তবায়ন অবস্থা
১।	**লক্ষ্য (Goal)** দেশে ইলিশের বর্ধিত উৎপাদন;	প্রকল্প শেষে ইলিশের উৎপাদন বেড়ে যাবে।	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, মৎস্য অধিদপ্তরের Website: www.fisheries.gov.bd PCR (DOF & BFRI)	আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বেড়ে গেছে। ২০০৭-০৮ সনে ইলিশের উৎপাদন ২.৯০ লক্ষ মে.টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ সনে দাড়িয়েছে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টন (বৃদ্ধি ৯৭,০০০ মে.টন, ৩৩.৪৪%)। উক্ত সমীক্ষায় ইলিশ জেলেদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, পুর্বের তুলনায় বর্তমানে তাদের মাসিক আয় ৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাদের জীবিকা উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। ইলিশের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় ইলিশের মূল্য হ্রাস পেয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এসেছে। প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।
২।	**প্রকল্প উদ্দেশ্য (Project purpose)** ক) জাটকা ইলিশ সংরক্ষিত ;	ক) প্রকল্প মেয়াদে বিপুল পরিমান জাটকা সংরক্ষিত;	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, সুফলভোগী জরিপ প্রতিবেদন, খবরের কাগজে প্রকাশিত খবর, প্রকল্প অগ্রগতি ও সমাপ্তি প্রতিবেদন, PEC Report, Mid term Evaluation Report ইত্যাদি।	**ক)** প্রকল্প মেয়াদে জাটকা সংরক্ষণের নিমিত্তে জনসচেতনতা সৃষ্টি, ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা ও স্থাপন, নির্বিঘ্ন ইলিশ প্রজননের জন্য ১০-১৫ দিন মাছ ধরা বন্ধ, জাটকা সপ্তাহ উদযাপন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান জাটকা সংরক্ষণে সহায়ক হয়েছে। জাটকা প্রাচুর্যের সাথে ইলিশের উৎপাদন সরাসরি নির্ভরশীল। প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।

	খ) জনগনের মধ্যে জাটকা ইলিশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;	খ)প্রকল্প সমাপনান্তে প্রকল্প এলাকার আপামর জনসাধারনের নিকট জাটকা ইলিশের গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;		**খ)** প্রকল্প থেকে সভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠান, টিভি স্পট/ফিলার প্রদর্শন, পোষ্টার লিফলেট হ্যান্ডবিল বিতরণ, বিল বোর্ড স্থাপন, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারনার ফলে জাটকার গুরুত্ব বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য আংশিক অর্জিত হয়েছে।
৩।	**<u>আউটপুট</u>** ক) ইলিশ অভয়াশ্রম বর্ধিতকরণে সহযোগিতা	ক) প্রকল্প মেয়াদে ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমে ইলিশ সংরক্ষিত এবং নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতকরণ;	প্রকল্প প্রতিবেদন, প্রকল্প রেকর্ড, গেজেট নোটিফিকেশন, উপজেলা প্রশিক্ষণ রেকর্ড, পিসিআর	ক) প্রকল্প মেয়াদে ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপিত হয়েছে। বরিশাল জেলার হিজলা মুলাদি এলাকায় ৬ষ্ট অভয়াশ্রম স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অভয়াশ্রমে ইলিশ/জাটকা সংরক্ষণের জন্য অভয়াশ্রমের পাশ্ববর্তী ২৫টি উপজেলার গ্রামসমূহে জেলেসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে জেলে গ্রাম, মাছ বাজার, ইউনিয়ন পরিষদে সভা, র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প থেকে প্রকাশিত পোষ্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, বিতরণ ও জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প হতে নির্মিত ২ টি টিভি স্পট/ ফিলার প্রর্দশিত হয়েছে। প্রকল্প শুরুর বৎসর ২০০৮ সন হতে ২০১৫ সন পর্যন্ত প্রতি বৎসর ইলিশ প্রজনন নির্বিঘ্ন করার জন্য ১০-১৫ দিন মাছ আহরণ বন্ধ (Fishing Ban) পালিত হচ্ছে। ইলিশ প্রজনন নির্বিঘ্ন করার জন্য এ সম্পর্কিত খবর টিভি/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত হয়েছে। প্রকল্পের এ আউটপুট আংশিক অর্জিত হয়েছে।

	খ) মৎস্য আইন প্রয়োগ	খ) প্রকল্প মেয়াদে জাটকা সংরক্ষনের নিমিত্তে মোট ৬,১৮২টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা (প্রতি উপজেলায় ১৫টি/বৎসর);		খ) প্রকল্পে ২২ টি জেলার ১০২ টি উপজেলায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের সংস্থান রাখা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণে নিমিত্তে মোট ৬,১৮২ টি ভ্রাম্যমান আদালতের বিপরীতে ৩,৬১৬ টি (৫৮.৪৯%) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচানার ফলে অবৈধ জাটকা আহরণ, পরিবহন ও বিপণন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্পের এ আউটপুট আংশিক অর্জিত হয়েছে।
	গ) জাটকা জেলেদের জীবিকায়ণ উন্নয়ন	গ) প্রকল্প মেয়াদে ৩২,৬৮৫ জন জাটকা জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় আনয়ন;		গ) মৎস্য অভয়াশ্রমে ২(দুই) মাস মাছ ধরা বন্ধ থাকে। এ সময়ে জেলেদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ভিজিএফ এর অধীনে পরিবার প্রতি ৪০ কেজি হারে চাল প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে জাটকা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ৩২,৬৮৫ জনের বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে ৩২,৫০৯ (৯৯.৪৬%) জনকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। তারা উপকরণ ব্যবহার করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করেছেন। প্রকল্পের এ আউটপুট আংশিক অর্জিত হয়েছে।
	ঘ) প্রশিক্ষণ ও জনগণকে সচেতন।	ঘ) ৩২,৬৮৫ জন জেলেকে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত।		ঘ) প্রকল্পের আওতায় ৩২,৬৮৫ জন জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিপরীতে ৩২,৫০৯ জনকে (৯৯.৪৬%) ২ দিন ব্যাপী বিকল্প কর্মসংস্থানের উপর বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত জেলেরা জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে অধিক সচেতন হয়েছেন। প্রকল্প থেকে সভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠান, টিভি স্পট/ফিলার প্রদর্শন, পোষ্টার লিফলেট হ্যান্ডবিল বিতরণ, বিল বোর্ড স্থাপন, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারনার ফলে জাটকার গুরুত্ব বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের এ আউটপুট আংশিক অর্জিত হয়েছে।

৫.৪ প্রকল্পের Log Frame অনুসরণে লক্ষ্য ও ফলাফল অর্জন বিশ্লেষণ (কমপোনেন্ট –বি)

ডিপিপিতে নির্ধারিত প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal)	বাস্তবায়িত কাজ ও অর্জন	মতামত/মন্তব্য
১) নদ নদী ও মোহনা এলাকায় গবেষণার জন্য একটি জাহাজ ক্রয়	খুলনা শিপ ইয়ার্ড হতে একটি জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে।	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে
২) ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ পথ সনাক্তকরণ	প্রকল্পরে অধীনে ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ পদ্বতি সর্ম্পকে কোন গবেষণা করা হয়নি	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি
৩) ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র নির্ণয়	ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র নির্ণয় করা হয়েছে	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে
৪) ইলিশ মাছের সর্ব্বোচ সহনশীল আহরণ মাত্রা এবং বায়োমাস নির্ণয়	কোন গবেষণা করা হয়নি	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি
৫)ইলিশ মাছের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে প্রভাব নির্ণয়	বিস্তারিতভাবে নির্ণয় করা হয়েছে	১০০% অর্জিত হয়েছে
৬) ইলিশ উৎপাদনে জলবায়ুগত বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব নির্ণয়	আংশিক ভাবে করা হয়েছে	আংশিক ভাবে অর্জিত হয়েছে
৭) ইলিশ মাছের লুপ্ত আবাস্থল ও উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ নির্ণয়	কোন গবেষণা করা হয়নি	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি
৮) জেলেদের আর্থ-সামাজিক জীবনে ইলিশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে প্রভাব নির্ণয়	কোন গবেষণা করা হয়নি	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি
৯) ইলিশ গবেষণা বোট নবায়ন	বোট নবায়ন করা হয়েছে	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে
১০) ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা উন্নয়ন	কর্মপরিকল্পনা উন্নয়ন করা হয়নি	প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি

৫.৫ ফলাফল / অর্জন (Output) পর্যালোচনা

ডিপিপিতে নির্দ্ধারিত আউটপুট	সম্পাদিত কাজ ও ফলাফল	মতামত মন্তব্য /
১) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ একটি গবেষণা বোট ক্রয় যার উপর ভিত্তি করে বাস্তব ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং হিলশা ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত।	প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ একটি বোট ক্রয় এবং কয়েকটি বিষয়ে বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।	আংশিক ভাবে অর্জিত হয়েছে
২) ইলিশ গবেষণা জন্য একটি গবেষণা দল গঠন/উন্নয়ন।	ইলিশ গবেষণার জন্য কোন দল আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠন করা হয়নি। তবে কয়েকজন বিজ্ঞানী গবেষণা কাজে নিয়োজিত ছিলেন।	ঐ
৩) ইলিশ জেলেদের দারিদ্র বিমোচন ও রপ্তানি বৃদ্ধি।	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব সময়ের তুলনায় ইলিশ জেলেদের আয় ৪৩%ও ইলিশ মাছ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।	অর্জিত হয়েছে

৫.৬ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ফলাফল

৫.৬.১ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)

১)জাটকা আহরণকারী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান

জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ ধরা বন্ধকালীন জেলেদের আর্থিক ক্ষতি হ্রাস করে বিকল্প আয়ের সংস্থান সৃষ্টি করাই এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া জেলেদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অবৈধ জাটকা আহরণ হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্পের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে "উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি" গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি উপজেলার প্রকৃত জাটকা আহরণকারীদের তালিকা প্রস্তুতি সহ বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য জাটকা আহরণকারী নির্বাচন, জাটকা ইলিশ সংরক্ষণ, বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বিতরণসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও এ কমিটির কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের লক্ষ্যে "জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি" গঠন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা কমিটি ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মৎস্য ও প্রানীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে সভাপতি এবং প্রকল্প পরিচালককে সদস্য সচিব করে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে। উল্লেখিত সকল কমিটিই প্রকল্পের আওতায় জাটকা আহরনকারী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে ২০,০০০ জন জেলে**কে** বিকল্প কর্মসংস্থান সহায়তা বাবদ ১,৪০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। ডিপিপি ১ম সংশোধনের সময় এ খাতে কোন ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হয়নি। ২য় সংশোধনীতে ৩২,০০০ জন জেলের জন্য ২,৭০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও ২,৬৯৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তবে জাটকা আহরণে নিয়োজিত জেলের তুলনায় ৩২,৫০৯ জন জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় আনা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়। বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ নির্বাচন করাও যথেষ্ট আলোচনার সুযোগ রয়েছে। বিশেষতঃ উপকরণ নির্বাচনে পেশা নির্ভর উপকরণ যেমন জাল, নৌকা, খাঁচায় মাছ চাষ, পুকুর/ডোবায় মাছ চাষ ইত্যাদি অথবা পেশার বাহিরে যেমন গরু/ছাগল/হাঁস/মুরগী পালন, ছোট ব্যবসা, সবজী চাষ, রিকশা/ভ্যান বিবেচিত হয়েছে। তবে জেলেরা বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কোন উপকরণ বেশী পছন্দ ও ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তা গবেষনার মাধ্যমে জানা যেতে পারে। প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে ১১টি ট্রেড (রিকশা ভ্যান, ছাগল, সেলাই মেশিন, গরু মোটা তাজাকরণ, ছোট ব্যবসা, জাল তৈরী, হাঁস পালন, মুরগী পালন, গাছের চারা উৎপাদন, সবজি চাষ ও খাচাঁয় মাছ চাষ) এ ২,০০০ হতে ১০,০০০ টাকার মধ্যে ব্যয় ধরা হয়েছিল। এতে জেলেদের মধ্যে অসন্তোষ পরিলক্ষিত হলে ১ম সংশোধিত আরডিপিপিতে তা সর্বনিম্ন ৬,০০০ ও সর্বোচ্চ ১০,০০০ নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে প্রত্যেক বিকল্প কর্মসংস্থান প্যাকেজের ব্যয় বাবদ ১০,০০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। উপরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্যাকেজ মূল্য নির্ধারনে সর্বনিম্ন ২,০০০ ও সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা বিবেচিত হয়েছে। ফলে প্রত্যেক প্যাকেজ বাস্তবায়নে সমতা বিধান করা সম্ভব হয়নি। যা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের আয়ের পরিমাণ**কেও** প্রভাবিত **করেছে**। যাহোক, প্রকল্পের শুরু থেকে সুগঠিত পরিকল্পনার মাধ্যমে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হলে জেলেরা আরো বেশী লাভবান হতো।

বিগত ২৬/০৩/২০১৮ তারিখে পরামর্শক **বরিশাল সদর উপজেলার শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের হবিনগর গ্রামের** প্রকল্পভুক্ত **সুফলভোগী জেলেদের সাথে** বিকল্প কর্মসংস্থান **বিষয়ে মত বিনিময় করেন**। মত বিনিময় কালে জেলেরা জানান যে ২০১৩-১৪ সনে বরিশাল জেলা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র সুতার জাল বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে এ জাল পাওয়ায় তারা লাভবান হয়েছেন এবং জাল ক্রয়ের জন্য ঋণের পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

- জনাব দুলাল মুন্সী প্রকল্প থেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বাবদ ১৬ কেজি সুতার জাল পেয়েছেন। তিনি এই জালের সহিত আরো ১৭,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে জাল ক্রয় করেছেন এবং ১০০০ হাত লম্বা বিশিষ্ট জাল তৈরী করেছেন। উক্ত জাল দ্বারা তিনি ইলিশ মৌসুমে প্রতিদিন গড়ে ৮০০ টাকা আয় করেছেন। জাটকা ধরা বন্ধকালীন তিনি ছোট মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার জাল নৌকা নিজের হওয়ায় আয়ের কোন অংশ কাউকে দিতে হচ্ছেনা।
- জনাব দুলাল হাওলাদার প্রকল্প থেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বাবদ ১৬ কেজি সুতার জাল পেয়েছেন। তিনি উক্ত সুতার জাল দ্বারা ৬০০ হাত লম্বা জাল তৈরী করেছেন। তিনি উক্ত জাল দ্বারা বিগত মৌসুমে প্রতিদিন আড়িয়াল খাঁ নদীতে গড়ে ৬০০ টাকার ইলিশ মাছ পেয়েছেন। উক্ত জাল এখনো ব্যবহার উপযোগী রয়েছে বলে তিনি জানান। জাটকা ধরা বন্ধকালীন তিনি ছোট মাছ ধরেন এবং স্থানীয় শায়েস্তাবাদ বাজারে মাছ বেচাকেনা করে জীবিকা নির্বাহ করেন।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ জানিয়েছেন যে জেলা ও উপজেলা কমিটির সহায়তায় জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ নির্বাচন, সরকারী বিধি মোতাবেক ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন ও সুফলভোগী জেলেদের নিকট উপকরণসমূহ প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- সুফলভোগী জেলেগণ বিকল্প কর্মসংস্থানের অনুদান (উপকরণ/অর্থ) এতদসংক্রান্ত অনুমোদিত চুক্তিনামা স্বাক্ষর পূর্বক গ্রহণ করেছেন। চুক্তিনামায় সুফলভোগীগণ জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা পালন করার অঙ্গিকার করেছেন।
- অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি জানান যে, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল ছিল। এ উপকরণ কাজে লাগিয়ে জেলেদের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে ।
- সুফলভোগী জেলেগণ অনেক ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা, সুবিধা ও আগ্রহের ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের উপকরন পরিবর্তন করেছেন বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সুফলভোগী জেলেগণ বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সফলতার হার ৭৫ - ৮০% বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্প পরিচালক তার পর্যবেক্ষন ও অভিজ্ঞতার আলোকে জানান যে, মাছ ধরার সুতার জাল, সেলাই মেশিন ও রিকশা/ভ্যান বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে জেলেদের কাছে বেশী লাভজনক ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তবে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এ ব্যাপারে আরো গবেষণা / সমীক্ষা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২)স্পীড বোট / যান্ত্রিক নৌকা / দেশীয় নৌকা ভাড়া নেয়া

মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব স্পীড বোট / যান্ত্রিক নৌকা না থাকায় প্রকল্প এলাকায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ এর অধীন অবৈধ জাল ও জাটকা আটক , মোবাইল কোর্ট/ অভিযান পরিচালনার জন্য প্রকল্পে স্পীড বোট / যান্ত্রিক নৌকা /দেশীয় নৌকা ভাড়ার জন্য ৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মূল ডিপিপিতে ২৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির জন্য এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য । মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের নৌপথে চলাচলের নিমিত্তে স্পীড বোট / যান্ত্রিক নৌকা/ দেশীয় নৌকা ভাড়ার করার সংস্থান থাকায় অবৈধ জাল ও জাটকা আহরণ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে ।

৩)দ্রুত গতি সম্পন্ন বোট (Fibre Reinforced Plastic Boat) ক্রয়

চিত্র ৫.৫: FRP বোট

দ্বিতীয় সংশোধীত ডিপিপিতে ১০টি দ্রুতগতি সম্পন্ন (FRP) বোট ক্রয়ের জন্য ৪০০ লক্ষ টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। উক্ত বোট পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ পূর্বক যথারীতি ৩৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। ২টি বোট ২ ইঞ্জিন (১৫০HP) বিশিষ্ট ও ৮টি বোট ২ ইঞ্জিন (১১৫ HP) বিশিষ্ট । উক্ত বোট সমূহ প্রকল্পের শেষ বৎসর অর্থাৎ ২০১৫ সনে ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত বোট দ্বারা নদীতে অবৈধ জাল ব্যবহারকারী ও অবৈধ ভাবে জাটকা আহরণকারীদের আটক করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত বোট সরবরাহের ফলে নদীতে চলাচলের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অসহায়ত্ব দূর হয়েছে। উক্ত বোট সমূহ প্রকল্পের আরো আগে সংযোজিত হলে অবৈধ জাল ব্যবহারকারী ও জাটকা আহরণে নিয়োজিত জেলেদের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশানুরূপ ফলাফল অর্জিত হতো । উক্ত FRP Boat সমূহ ব্যবহারে মরিচা পড়বে না এবং সহজে ভাঙ্গবে না ফলে স্থায়িত্বকাল দীর্ঘায়িত হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৪)জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি

জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পে ২৭.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সমূদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। দেশের নদ-নদীর মোহনা এলাকায় জাটকা সংরক্ষণ করে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি একটি জনসম্পৃক্ত বিষয়। সমাজের সকল স্তরে ব্যাপক গনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়টিকে

সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার কোন বিকল্প নেই। এজন্য প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালিত হচ্ছে । সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাটকা ধরা, পরিবহন, বিপনন ও ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার জন্য মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সাথে মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে মাইকিং করা, পোস্টার লাগনো এবং লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রচারণার অংশ হিসাবে রেডিওতে বিশেষ ঘোষণা, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি এবং ২টি টিভি স্পট/নাটিকা প্রচারিত হয়েছে। যার মাধ্যমে কেবল প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জেলেরা নয় জাটকা সমৃদ্ধ এলাকার অন্যান্য জাটকা/ইলিশ জেলে, বিক্রেতা, ক্রেতাসহ আপামর জনসাধারণ জাটকা নিধন রোধের গুরুত্ব, জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময় এবং এ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে জানতে পেরেছে। আপামর জনসাধারণ এখন পূর্বের চেয়ে বেশী সচেতন। উল্লেখ্য, অনুমোদিত ডিপিপিতে জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন আইটেমের ধরণ ও সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল না। প্রকল্প বাস্তবায়নের চাহিদার ভিত্তিতে কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনায় জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম অনুমোদন ও বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রকাশনা সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নের **সারণিতে** প্রদান করা হলোঃ

সারণী ৫.১: প্রকাশনা ও প্রচারনা সংক্রান্ত বিবরণ

ক্র নং	কাজের বিবরণ	কাজের সংখ্যা	মন্তব্য
১	প্রকল্প পরিচিতি বুকলেট মুদ্রণ	৫,০০০	অনুমোদিত ডিপিপিতে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য থোক ব্যয় ধরা ছিল। খাতওয়ারী ব্যয় পৃথক ধরা ছিল না।
২	উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সমাবেশ	৫৮৪ টি	
৩	পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি	৬০ টি	
৪	প্রচার (টিভি স্পট, ফিলার ও বিজ্ঞাপণ প্রচার)	০২ টি	
৫	মুদ্রণ (লিফলেট, পোষ্টার)	২৩,০০০ লিফলেট ২৫,০০০ পোষ্টার	
৬	অন্যান্য সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সহায়তাদান	মৎস্য সপ্তাহ ও জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ	

চিত্র ৫.৬: জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পোষ্টার

৫) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। এই উপকরণগুলো কাজে লাগিয়ে জেলেদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত

ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কৌশল, সংখ্যা ও নীতিমালা নির্ধারিত আছে । প্রতিটি উপজেলায় ২৫ জনের একটি গ্রুপ করে মোট ২দিন বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ অতিথি বক্তাগণ প্রশিক্ষণের ক্লাস নিয়েছেন। এভাবে ৩২,৫০৯ জন জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষনের ফলে জাটকা জেলেরা প্রদত্ত উপকরণ কাজে লাগিয়ে কিভাবে স্বাবলম্বী হবেন সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন এবং সেই সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে জানতে পেরেছেন। প্রশিক্ষন প্রাপ্ত জেলেদের মধ্যে দক্ষতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প এলাকার জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এ খাতে প্রকল্প মেয়াদে ৩১৭.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৬) প্রকল্প ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের মাধ্যমে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ

জাটকা ধরা বন্ধের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নির্বাচিত অভয়াশ্রমসমূহে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ সংরক্ষণের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য ১০২.৬৯ লক্ষ টাকা ডিপিপিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। নদীতে অবৈধ জাল দ্বারা জাটকা আহরণ, মাছ ধরা বন্ধকালীন অবৈধ ভাবে মাছ ধরা, মৎস্য আড়ত, মৎস্য বাজার,মাছ ঘাট এ মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রয়োগের নিমিত্তে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, আসামী আটক, জাল আটক ও ধ্বংস করা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জাটকা রক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ,জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠন করেছেন। উক্ত কমিটিসমূহ জাটকা রক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয়ভাবে কার্যক্রম সফল ভাবে পরিচালনা, সমন্বয় ও দিকনির্দেশনা প্রদানে কমিটি সমূহ অগ্রবর্তী ভূমিকা রেখেছে, যা জাটকা সংরক্ষণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। প্রকল্পভুক্ত ২২টি জেলার ১০২টি উপজেলায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্প সদর দপ্তর এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন(উত্তর ও দক্ষিন) এর আওতাধীন মৎস্য আড়ত, মাছ ঘাট, খুচরা বাজার, স্টীমার ঘাট এলাকায় এ আইন বাস্তবায়নের জন্য অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে মৎস্য বিভাগীয় উপরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগনকে এ খাত হতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সার্বিকভাবে একই গতিতে আভিযান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, মৎস্য আড়ত, মাছ বাজার, মাছ ঘাট পরিদর্শনের ফলে আইনের কার্যকারিতা বেশী দৃষ্টিগোচর ও ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে সর্বমোট ৩,৬১৬ টি মোবাইল কোর্ট প্রশাসন ও পুলিশের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছে। এ সময় জাটকা জব্দ, জাল আটক, আসামী আটক, জেল প্রদান ও জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণে দেশের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্ব-উদ্বুদ্ধ (**Self motivated**) হয়ে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সচিত্র খবর প্রকাশ করে আইন প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ ভাবে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণও মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও মৎস্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ফলে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমে গতিশীলতা বজায় ছিল এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

৭) প্রশাসন , পুলিশ, র‍্যাব, নৌপুলিশ , নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এর মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জাটকা সমৃদ্ধ নদী ও মোহনা এলাকার বিস্তৃতি ও নৌপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র মৎস্য আধিদপ্তর এর পক্ষে একক ভাবে মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বিধায় মৎস্য অধিদপ্তরকে সহায়তা করার জন্য প্রশাসন, পুলিশ, নৌ-পুলিশ, র‍্যাব, কোষ্টগার্ড ও নেভীর সহায়তা গ্রহনের সংস্থান প্রকল্পে রাখা হয়েছে। উল্লেখিত সংস্থাসমূহ মৎস্য সংরক্ষন আইন বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে মৎস্য অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান করেছে। এ বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রকল্প ৪৫.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অবৈধ জাল আটক, জাটকা আটক, জ্বালানী ব্যয় ইত্যাদি বাবদ বর্নিত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ইলিশ সমৃদ্ধ এলাকার জেলা প্রশাসকবৃন্দ স্বতস্ফূর্তভাবে জেলায় জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। জাটকা আহরণ বন্ধে তাৎক্ষনিক ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার আদেশ/নির্দেশ জারী করেছেন। এমনকি জাটকা আহরণ বন্ধে সরকারী ছুটির দিনেও এ কার্যক্রম চাহিদার প্রেক্ষিতে চালু রেখেছেন। তবে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অভিজ্ঞতার আলোকে জানিয়েছেন যে, মৎস্য সংরক্ষন আইন বাস্তবায়নের জন্য জেলা কালেক্টরেটে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দিষ্ট করা থাকলে কাজের গতি বৃদ্ধি সহ বিচারিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত হত।

চিত্র ৫.৭: জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের প্রয়োগ

৫.৬.২ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের ফলাফল (বি এফ আর আই অংশ)

জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা (কম্পোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপিতে "বি" অংশে ৪ (চার)টি উদ্দেশের মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নদী ও উপকূলীয় এলাকার ইলিশ মাছের বায়োলজি ও পরিবেশের উপর বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করা। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রকল্প সমাপনি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রকল্প পরিচালক তথা চাঁদপুরস্থ ইলিশ গবেষকগণ ১৩ বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করেছেন। প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে, (মে ২০১৩ সালে) মোট ১০টি বিষয়ের উপর গবেষণা ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত প্রতিবেদন সমূহ , প্রকল্পের প্রধান গবেষক এবং মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর হতে প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক/পুস্তিকা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১। ইলিশ মাছের পরিপক্কতা এবং বর্তমান প্রজনন অবস্থা

পরীক্ষামূলক মাছ আহরণ, জেলেদের জালে এবং মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সমূহে চাঁদপুর হতে নিম্ন মেঘনা নদী এবং উপকূল এলাকায় অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ইলিশ মাছ বিগত ২০০৮-১৫ সালে পাওয়া গিয়েছে। অপর দিকে মেঘনা নদীর উর্ধ্ব অংশে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের (৩০.০ সেঃমিটার নিম্ন) ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। প্রজনন ক্ষেত্র সংলগ্ন এলাকায় পুরুষ এবং স্ত্রী মাছের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ৩৫% এবং ৬৫%। মনপুরা এবং হাতিয়া এলাকায় প্রায় ১০০% মাছ ৩২.০ সেঃ মিঃ এর উর্ধ্ব আকারে পাওয়া গেছে। এ আকারের প্রায় সকল মাছই প্রজনন উপযোগী ছিল। ফলে এ এলাকাটি মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছে।

২। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে জাটকা প্রাচুর্য বৃদ্ধি

প্রকল্পটির অধীনে বিগত ২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫ সালে প্রতি মাসে পরীক্ষামূলক জাটকা আহরণের মাধ্যমে জাটকা প্রাচুর্য ও বিস্তার নির্ণয় করা হয়েছে। বিগত ২০০৫ সাল হতে ধারাবাহিক ভাবে এ বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। উক্ত গবেষণার ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে নিম্ন মেঘনা নদীতে জাটকার প্রাচুর্য বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নের ৫.২ এ প্রদান করা হলোঃ

সারণী-৫.২: মেঘনা নদীর বিভিন্ন অংশে জাটকার তুলনামূলক প্রাচুর্য

বৎসর	প্রতি ১০০ মিটার কারেন্ট জালে প্রতি ঘন্টায় ধৃত জাটকার পরিমাণ (কেজি)	হ্রাস (%)	বৃদ্ধি(%)	ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২০০৫	০.৯৪	-	-	জাটকার অভয়াশ্রম (মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন)
২০০৬	০.৬১	৩৫.১০	-	-ঐ-
২০০৭	০.৭২	-	১৮.০৩	জাটকা অভয়াশ্রম+১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ + খাদ্য সহযোগিতা
২০০৮	১.৮৯	-	১৬৩	-ঐ-+ বিকল্প কর্মসংস্থান
২০০৯	২.৩১	-	১৪৫	-ঐ-
২০১০	২.৪৪	-	১৬০	-ঐ-
২০১১	২.৭২	-	১৮৯	জাটকা অভয়াশ্রম+ ১১ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ব+ খাদ্য সহযোগীতা+ বিকল্প কর্মসংস্থান
২০১২	২.৭৪	-	১৯১	-ঐ-
২০১৩	২.৭৮	-	১৯৬	-ঐ-
২০১৪	৩.০৪	-	৩২৩	-ঐ-
২০১৫	৩.০৭	-	৩২৭	-ঐ-+ ১৫ দিন মা মাছ আহরণ নিষিদ্ধ
❖ **তথ্য সুত্রঃ** মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৩, ইলিশ মাছ গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক বুকলেট				

সারণী **৫.২ হতে দেখা যায় যে** ২০১১ সালে প্রতি ১০০ মিটার কারেন্ট জালে প্রতি ঘন্টায় ২.৭২ কেজি জাটকা পাওয়া গিয়েছে, যাহা ২০০৫ সালের তুলনায় ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১এবং ২০১২ সালে যথাক্রমে ১৬৩%, ১৪৫%, ১৬০% ১৮৯% বেশী এবং ১৯১% ।

ইলিশ সংরক্ষণের জন্য ২০০৫ ও ২০০৬ সালে অভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (জাটকা অভয়াশ্রম) বলবৎ ছিল। কিন্তু ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১২ সালে জাটকার অভয়াশ্রম ও প্রধান প্রজনন এলাকায় ১০-১১ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় জাটকার প্রাচুর্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকার প্রাচুর্যের সাথে ইলিশের উৎপাদন সরাসরি নির্ভরশীল। জাটকা সংরক্ষণ জোরদার, অভয়াশ্রম ঘোষণা এবং ১১-১৫ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ।

৩। ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি

প্রজনণোত্তর ইলিশ মাছের সংখ্যা, শতকরা হার এবং পরীক্ষামূলকভাবে ধৃত লার্ভি ও রেণু পোনা এবং জাটকার প্রাচুর্য ইত্যাদি নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রজনন সাফল্যের মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হলো (সারণী-৫.৩)। ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্য নিরুপণ সমীক্ষায় ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালে যথাক্রমে প্রায় ৩৮.৭২%, ১৭.৬২%, ৩৩.৬৯% ও ৩৬.২৭% প্রজনণোত্তর বা spent ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। অনুরুপ সমীক্ষায় ২০০২ ও ২০০৩ সালে যথাক্রমে ০.৫০% ও ১.৪০% প্রজনণোত্তর মাছ পাওয়া যায়। বিগত ২০০২ সালের তুলনায় ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১২ ২০১১ সালে প্রাকৃতিক প্রজনন সাফল্যের হার যথাক্রমে প্রায় ১১, ৭৭, ৩৫, ৬৭ ও ৭২% বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-৫.৩)।

সারণী-৫.৩: ইলিশ মাছের প্রজনন সাফল্যের তুলনামূলক হার

বৎসর	Stent মাছের হার (%)	বৃদ্ধির পরিমাণ	ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
২০০২	০.৫০	-	পূর্বে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতি
২০০৩	১.৪০	২.৮	জাটকা রক্ষা অভিযান
২০০৭	৫.৪০	১০.৮	জাটকা রক্ষা+১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম+খাদ্য সহযোগিতা প্রদান
২০০৮	৩৮.৭২	৭৭.৪৪	জাটকা রক্ষা+১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ+অভয়াশ্রম +খাদ্য সহযোগিতা প্রদান+বিকল্প কর্মসংস্থান
২০০৯	১৭.৬২	৩৫.২৮	-ঐ-
২০১০	৩৩.৬৯	৬৭.৩৮	-ঐ-
২০১১	৩৬.২৭	৭২.৫৮	-ঐ-
২০১২	৩৫.৭৯	৭১.৫৮	-ঐ-
২০১৩	৪১.০২	৮২.০৪	-ঐ- + ১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ
২০১৪	৩৮.৭৯	৭৭.৫৮	-ঐ- + ১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ
২০১৫	৩৬.৬৬	৭৩.৩২	২২ দিন ইলিশ + আহরণ নিষিদ্ধ

তথ্য সুত্রঃ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৩

উপরোক্ত ফলাফল হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও জেলেদের খাদ্য সহযোগিতা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে জেলেগণ মা মাছ ধরা হতে বিরত থেকেছে এবং ইলিশ মাছের প্রজনন সাফল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। প্রাকৃতিকভাবে ডিম ও জাটকা উৎপাদন এবং মা ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধ সময়

প্রকৃতিক ভাবে ডিম জাটকা উৎপাদনের সাফল্য ২০০৭ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সারনী ৫.৪ এ প্রদান করা হয়েছে।

উপরোক্ত সারণী হতে দেখা যায় প্রজনন মৌসুমে ২০০৭ সালে হতে ১১ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ থাকায় প্রায় ১.৪৪ কোটি ইলিশ আহরণ হতে রক্ষা পেয়েছে। ফলে প্রায় ৪৬৮৮০ কেজি ডিম প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত ডিমের পরিস্ফুটনের হার ৫০% হিসেবে প্রায় ২৯,৩০০ কোটি রেণু উৎপাদিত হয়েছে এবং উক্ত রেণুর বাঁচার হার ১০% হিসাবে প্রায় ২৯৩০ কোটি পোনা/জাটকা ইলিশ জনতায় নতুন ভাবে সংযুক্ত হবে বলে ধারণা করা যায় (সারণী-৫.৪)। পরবর্তী বৎসর সমূহেও ধারাবাহিক ভাবে ইলিশ মাছের ডিম এবং জাটকা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ ২০১৫ সালে ১.৬৬ কোটি ইলিশ মাছ রক্ষা পেয়েছে এবং জাটকা উৎপাদনের পরিমান ২৯,৯৮৬ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

সারণী -৫.৪: বর্দ্ধিত ডিম ও জাটকা উৎপাদনের পরিমাণ

বৎসর	রক্ষা পাওয়া ইলিশ (কোটি)	ডিম উৎপাদন (কেজি)	৫০% হ্যাচিং রেটে রেণু উৎপাদনের সংখ্যা (কোটি)	১০% বাঁচার হার জাটকা উৎপাদনের সংখ্যা (কোটি)
২০০৭	১.৪৪	৪৬,৮০০	২৯,৩০০	২,৯৩০
২০০৮	১.৫৬	৩,৯২,৬২০	২,৪৫,৩৮৫	২৪,৫৩৮
২০০৯	১.৪৯	১,৭০,৪২০	৮৫,২১০	৮,৫২১
২০১০	১.৫১	৩,৩৬,১৯৯	২,১০,১২০	২১,০১২
২০১১	১.৬১	৩,৮৫,৫০০	২,৪০,৯৩৭	২৪,০৯৮
২০১২	-	৩৮০,৪০০	২৩৭,৭৫০	২৩,৭৭৫

২০১৩	১.৬৫	৪,৪৭,১০০	২,৭৮,৪৩৭	২৭,৯৪৩
২০১৪	১.৬৩	৪,১৭,৭৬৫	২,৬১,১০৩	২৬,১১০
২০১৫	১.৬৬	৫,৯৯,৭২০	২৯৯,৮৬০	২৯,৯৮৬

*গোনাডের গড় ওজন ১০০ গ্রাম/প্রতি মাছ, **প্রতি গ্রামে গড় ডিমের সংখ্যা ১২,৫০০
তথ্য সুত্রঃ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

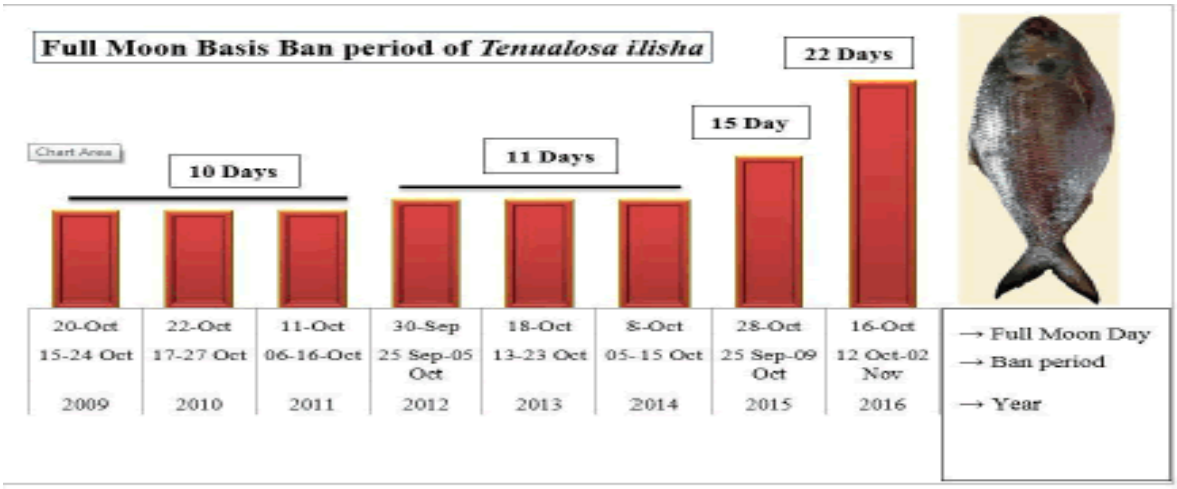

চিত্র ৫.৮: বিভিন্ন বছরের মা ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধের সময়কাল

প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার সময় ২০১৫ সালে ১৫ দিন এবং ২০১৬ সালে ২২ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। মাছ ধরার আইন পূর্বের ১১ দিন হতে ১৫ দিন এবং ২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার ফলে ব্যপক সাফল্য পাওয়া গিয়েছে এবং সর্ব্বোচ ২৯,৯৮৬০ কোটি জাটকা ২০১৬ সালে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত হয়েছে চিত্র (৫.৮)।

৫। গবেষণার মাধ্যমে পদ্মানদীর নিম্ন অংশে একটি নতুন অভয়াশ্রমের সীমানা ও মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময় নির্দ্ধারণ

শরিয়তপুর জেলার পদ্মা নদীর নিম্ন অংশে ২০ কিঃমিঃ এলাকায় বিস্তারিত ভাবে গবেষণা পরিচালনা করে জাটকা ইলিশের একটি নতুন অভয়াশ্রমের সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত এলাকায় গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে সরকার অভয়াশ্রম ঘোষণা করেছে। অভয়াশ্রমের সীমানা নিম্নের সারণী-৫.৫ এ প্রদান করা হলো। পদ্মা নদীর নিম্ন অংশ এ অভয়াশ্রমটি ঘোষণা করার ফলে পরবর্তী বৎসর সমুহে জাটকা এবং ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি যাবে বলে ধারণা করা যায়।

সারণী ৫.৫: নিম্ন পদ্মা নদীতে প্রস্তাবিত জাটকা ইলিশ অভয়াশ্রমের সীমানা এবং মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়

জিপিএস পয়েন্ট		সীমানা	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়
উত্তর-পূর্ব	শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার কাছিকাটা পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২৩°১৯.৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩২.৬' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)	উত্তরে শরিয়তপুর জেলার নরিয়া-ভেদরগঞ্জ উপজেলা	প্রতি বৎসর মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ

উত্তর-পশ্চিম	শরিয়তপুর জেলার নরিয়া উপজেলার ভোমকড়া পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২৩°১৮.৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৮.৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)	এবং দক্ষিণে চাঁদপুর জেলার মতলব ও শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার মধ্যে অবস্থিত নিম্ন পদ্মা নদীর ২০ কি.মি. এলাকা	
দক্ষিণ-পূর্ব	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার বেপারীপাড়া পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২৩°১৫.৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৭.৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)		
দক্ষিণ-পশ্চিম	শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার তারাবুনিয়া পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ২°১৩.৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৫.১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ)		

সুত্রঃ বিএফআরআই

৬। বরিশাল জেলার হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় নতুন অভয়াশ্রমের সীমানা ও মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময় নির্দ্ধারণ

অব্যাহত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে জাটকার প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণ এবং পানির গুণাগুণ পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে জাটকার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হয়ে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট, হরিনাথপুর পয়েন্ট ও ধুলখোলা পয়েন্ট এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষাণচর অঞ্চলে মেঘনার শাখা নদী হিজলা উপজেলার ধর্মগঞ্জ ও নয়াভাঙ্গানী নদী এবং মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার লতা নদীর ৬০ কিলোমিটার এলাকায় ইলিশ/জাটকার নতুন (৬ষ্ঠ) অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। চিত্র(৯.৬)গবেষকগণ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শণ, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন ঘোষণাযোগ্য এলাকার জিপিএস পয়েন্ট ও সীমানা নিম্নরুপ নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণী-**৫.৬**)।

সারণী-৫.৬: ইলিশ মাছের নুতন প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের সীমানা।

সীমানা		**জিপিএস পয়েন্ট**	**মোট আয়তন**	**মাছ ধরার নিষিদ্ধকালীন সময় (প্রস্তাবিত)**
উত্তর-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার নাছাকাটি পয়েন্ট (নয়াভাঙ্গানী নদী)	২৩°০২.৭৫' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°৩৬.৭৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ	৬০ (ষাট) কিঃ মিঃ	মার্চ-এপ্রিল
উত্তর-পশ্চিম	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর পয়েন্ট (নয়াভাঙ্গানী নদী)	২২°৫৮.৬৭' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°২৭.৬৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		
দক্ষিন-পূর্ব	বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার ধুলখোলা পয়েন্ট (ধর্মগঞ্জ নদী)	২২°৫১.৯১' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°৩৭.৫২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		
দক্ষিন-পশ্চিম	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার ভাষাণচর পয়েন্ট (লতা নদী)	২২°৪৭.৪৩' উত্তর অক্ষাংশ ৯০°২৬.১৬' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ		

সুত্রঃ বিএফআরআই

উপরে প্রস্তাবিত এলাকায় জাটকা সংরক্ষণের জন্য একটি নতুন (৬ষ্ট অভয়াশ্রম) ঘোষণার প্রস্তাব সরকারের বিচবেচণাধীন আছে। অভয়াশ্রমটি ঘোষণা করা হলে জাটকা আরও কার্যকর ভাবে রক্ষা করা যাবে এবং ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

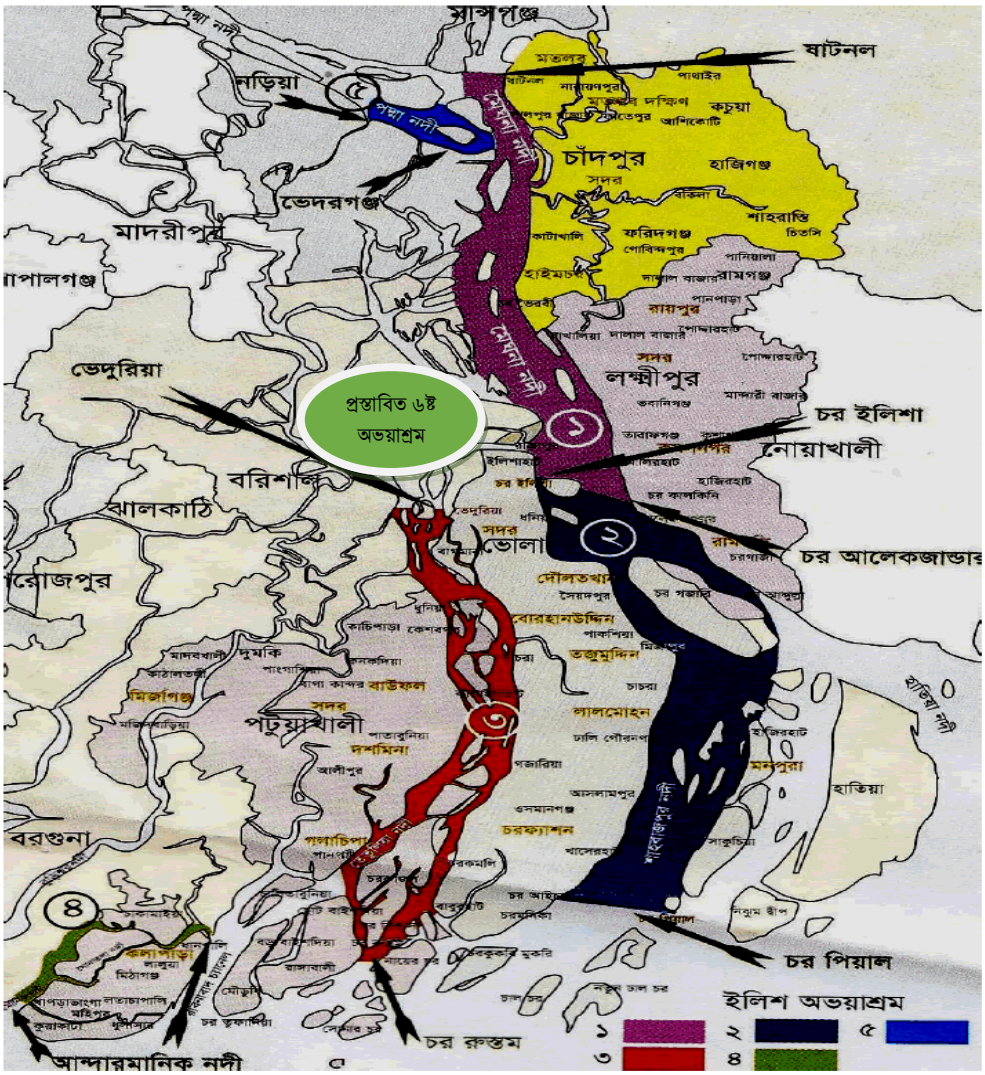

Figure 2: Hilsa sanctuaries in Bangladesh (Source: MoFL).

চিত্র ৫.৯; ইলিশ মাছের অভয়াশ্রমের অবস্থান ও নতুন প্রস্তাবিত এলাকা

৭। ইলিশ পপুলেশনের গতিবিদ্যা এবং সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন মাত্রা নির্ণয়

প্রকল্পটির অধীনে দাখিলকৃত প্রকল্প সমাপনি প্রতিবেদনের (PCR) এ অধ্যায়ে ইলিশ মাছের জিএসআই মান, পুরুষ-স্ত্রী মাছের অনুপাত এবংওজন ও দৈর্ঘ্যের বর্ননা প্রদান করা হয়েছে, যা ইলিশ মাছের গতিবিদ্যা সম্পর্কিত নয়। এ বিষয়সমূহ ইলিশ মাছের প্রজনন সম্পর্কিত। যে কোন প্রাকৃতিক উৎসের মাছের পপুলেশন ডিনামিকস এর অধীনে সাধারণত মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (L_∞), বৃদ্ধির সহগ (K) প্রতি বৎসর, মোট মৃত্যুর হার (Z), প্রাকৃতিক মৃত্যুর হার (M), আহরণ জনিত মৃত্যুর হার (F), আহরণ মাত্রা, সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা, প্রথম ধরার বয়স নির্ণয় করা হয়। এ সকল বৈশিষ্ট্য যে কোন প্রাকৃতিক পপুলেশন এর স্বাস্থ্য নির্দেশক (Health indicator) হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রকল্পটির অধীনে এ বিষয়ে কোন গবেষণা কাজ সম্পাদিত হয়নি। বিগত ১৯৯২ সাল হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে এ বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে হিলশা মাছ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

ইলিশ মাছের এ সকল বৈশিষ্ট্য পাওয়া না গেলে এ মাছের সহনশীল উৎপাদন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে জ্ঞানভিত্তিক (Knowledge base) মতামত প্রদান এবং ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করা অসম্ভব। এ বিষয়ে অবিলম্বে পুনরায় গবেষণা শুরু করা প্রয়োজন। মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরে এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য ইতোপূর্বে দক্ষ জনবল তৈরী করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণঃ নদীকেন্দ্র চাঁদপুর অবিলম্বে উপরে উল্লেখিত বিষয়ে গবেষণা শুরু করবে।

৮। আবহাওয়া ও জলবায়ুগত উপাদানের সাথে ইলিশ মাছের জীবন ধারা ও উৎপাদনের সম্পর্ক নির্ণয়

প্রকল্পের অধীনে বৃষ্টিপাত ও পানি প্রবাহ ইত্যাদির সাথে ইলিশ মাছ উৎপাদনের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ইতোপূর্বে প্রাপ্ত ফলাফলের প্রায় বিপরীত পাওয়া গিয়েছে বিধায় আরও শতর্কতার সাথে ফলাফল বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল। এছাড়া অনেক জলবায়ুগত উপাদান, যা ইলিশ উৎপাদনে এবং এ মাছের জীবনধারায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে যেমন বায়ু ও পানির তাপমাত্রা, পানির ভৌত রাসায়নিক উপাদান উৎপাদনশীলতা, লবনাক্ততার হ্রাস বৃদ্ধি, প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রের পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রায় ৭ বৎসর মেয়াদে কোন গবেষণা করা হয়নি। ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখাসহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উল্লেখিত বিষয়ে জরুরী ভাবে গবেষণা করা আবশ্যক।

৯। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্বতি বাস্তবায়ন ও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি বিশ্লেষণ

মৎস্য অধিদপ্তরের ফিশারীজ রিসোর্স সার্ভে সিস্টেম (FRSS) ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে ইলিশ মাছের উৎপাদন বিষয়ক তথ্য ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করছে। উক্ত সুত্রের তথ্য অনুযায়ী বিগত ২০০১-০২ সালে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ছিল ২,২০,৫৯৩ লক্ষ মে.টন। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪.৯৬ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে সারণী-৫.৭

সরণী-৫.৭: বিভিন্ন ব্যবস্তাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি

সাল	ইলিশ উৎপাদন		ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
	মে. টন	বৃদ্ধি (%)	
২০০১-০২	২,২০,৫৯৩	-	পূর্বে প্রচলিত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন
২০০২-০৩	১,৯৯,০৩২	(-)৯.৮০	ঐ
২০০৩-০৪	২,৫৫,৮৩৯	১৫.৯৮	জাটকা সংরক্ষণ ও অভয়াশ্রম ঘোষণা
২০০৪-০৫	২,৭৫,৮৬২	২৫.০৫	ঐ+ মা মাছ রক্ষা
২০০৫-০৬	২,৭৭,১২৩	২৫.৬৩	ঐ+ খাদ্য সহায়তা প্রদান
২০০৬-০৭	২,৭৯,১৮৯	২৬.৫৬	ঐ
২০০৭-০৮	২,৯০,০০০	৩১.৪৬	ঐ+ কর্মসংস্থান প্রদান+ ১০দিন মা ইলিশ রক্ষা
২০০৮-০৯	২,৯৮,৪৫৮	৩৫.৩০	ঐ
২০০৯-১০	৩,১২,৬১২	৪১.৭১	ঐ
২০১০-১১	৩,৪০,০০০	৫৪.১৩	ঐ
২০১১-১২	৩,৪৬,০০০	৫৬,৮৫	ঐ
২০১৩-১৪	৩৮৫,০০০	৭৪.৫৩	ঐ + ১১ দিন মা ইলিশ মাছ রক্ষা
২০১৪-১৫	৩৮৭,০০০	৭৫.৪৩	ঐ+ ১৫ দিন মাছ রক্ষা
২০১৫-১৬	৩৯৪,০০০	৭৮.৬১	ঐ+ ২২ দিন মাছ রক্ষা
২০১৬-১৭	৪৯৬,০০০	১২৪.৮৪	ঐ+ ২২ দিন মাছ রক্ষা

পর্যবেক্ষণঃ ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হার পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয়েছে।

১০। ইলিশ মাছে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান বিশ্লেষণ

প্রকল্পের অধীনে চাঁদপুর এবং বরিশাল জেলায় প্রাপ্ত ইলিশ মাছের খাদ্য উপাদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চাঁদপুর জেলা হতে সংগৃহীত ইলিশ মাছের ওজন ছিল ১২০ গ্রাম হতে ৫০০ গ্রাম এবং বরিশাল এলাকার ইলিশ মাছের ওজন ছিল ১৫০-৫৭০ গ্রাম। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের **সারণী- ৫.৮** এ প্রদান করা হলোঃ

সারণী-৫.৮: চাঁদপুর ও বরিশাল এলাকার ইলিশ মাছের খাদ্য উপাদান (Proximate Composion)

খাদ্য উপাদানের নাম	চাঁদপুর এলাকার ফলাফল	বরিশাল এলাকার ফলাফল	অন্যান্য গবেষণা ফলাফল
আমিষ	৪৫.০০ - ৪৬.৩৩ %	৪১.৬৬ - ৪৪.০২ %	২১.৮
চর্বি	৪০.৪৬ - ৪৩.৫৬ %	৪১.৭৭ - ৪৪.৪৩ %	১৯.৪
মিনারেল (Ash)	৮.৬৯ - ৯.২১ %	৮.৭৫ - ৮.৯৭ %	০.৫
Moisture	৫৪.৭৯ - ৫৯.৪০ %	৫৫.৬৪ - ৫৮.৪৫	৫৮.২০
মোট	১৪৮.৯৪ - ১৫৮.৫০	১৪৭.৮২ - ১৫৫.৮৭	১০০.০০

* আলম এম.জি এবং জি.সি. হালদার ২০১৬; উন্নত পদ্ধতি শিং মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

এ বিষয়ে ইতোপূর্বে সম্পাদিত গবেষণা ফলাফলের সাথে মোটেই সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। এছাড়া কোন মাছেই চর্বির পরিমান ২০-২৫% এর উপরে থাকেনা এবং মোট ৪টি উপাদানের যোগফল ১০০ উর্দ্ধে হওয়ার সুযোগ নেই। গবেষণা ফলাফল বিভ্রান্তিকর।

পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শঃ আরও সতর্কতার সাথে গবেষণা ফলাফল বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনা করা প্রয়োজন।

১১। পরীক্ষামূলক ভাবে পুকুরে ইলিশ মাছ চাষ

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের দুইটি পুকুরে ২০১১ সালে পরীক্ষামূলক ভাবে ইলিশ মাছ চাষ করা হয়েছে। উক্ত পুকুর দুটিতে পানির গভীরতা যথাক্রমে ৬-৭ ফুট এবং ৮-১০ ফুট ও পুকুরের গড় আয়তন ছিল ৩৩.০০ শতাংশ। এ গবেষণায় ১নং পুকুরে ১১.৫±৬.০০ সেমি গড় দৈর্ঘ্যের এবং ২০.০০±২৫.০০ গ্রাম ওজনের এবং ২নং পুকুরে ১২.৫±৫.০০ সেঃমি ও ২০.০০+৩০গ্রাম ওজনের ইলিশের পোনা মজুদ করা হয়েছিল। পুকুর দুইটিতে ১২ মাস পোনা প্রতি পালন করে ১নং পুকুরে ৩৫.৬+১৫.৫ সেঃমি দৈর্ঘ্য এবং ৪২০±২৫ গ্রাম ওজনের এবং ২নং পুকুরে ৩৬.৫±১১.৫ সেঃমি দৈর্ঘ্য এবং ৫০০±২০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ পাওয়া যায় বলে প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে ইলিশ মাছ ১ বৎসর বয়সে ২৭.০-২৮.০ সেঃমি আকার পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং অনুরুপ দৈর্ঘের ইলিশ মাছের গড় ওজন ২৪০ গ্রাম পর্যন্ত পাওয়া যায় (জি.সি. হালদার, আর, ইসলাম ২০০৩; ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কৌশল) প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনায় পুকুরে ইলিশ মাছ বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ নেই।

পর্যবেক্ষণঃ গবেষণা ফলাফল সঠিক ভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

১২। পানি, মাটি এবং ইলিশ মাছে ভারি ধাতুর উপস্থিতি নির্ণয়

প্রকল্পের অধীনে মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চলের পানি, মাটি এবং এবং ইলিশ মাছের মাংসে ভারি ধাতু যথা লেড, জিংক, মারকারি এবং লৌহ উপাদানের উপস্থিতি এটোমিক এবজরপসন স্পেকট্রোফটোমেট্রিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়েছে। এ সকল উপাদানের উপস্থিতি মাটির তলানিতে সবচেয়ে বেশী পরিমানে এবং ইলিশ মাছের মাংসে ও পানিতে পর্যায় ক্রমিকভাবে কম পাওয়া গিয়েছে। ভক্ষণযোগ্য ইলিশ মাছের মাংসে লেড, জিংক এবং ক্যাডমিয়ামের উপস্থিতি নদ-নদীর উপরের অংশ হতে নিম্ন অংশে ক্রমাগত ভাবে কম পাওয়া গিয়েছ। ইলিশ মাছের মাংস, পানি ও মাটির তলানিতে উক্ত তিনটি উপাদানের উপস্থিতি নির্ণয় মাত্রার

চেয়ে কম পাওয়া গিয়েছে। মেঘনা নদীর উপরের অংশের পানি দূষণের কারণে এ অংশে ভারি ধাতুর পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে নিম্ন অংশের চেয়ে বেশী বলে ধারণা করা যায়।

এ ছাড়া বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর উপরের অংশে পানি দূষণ মাত্রা মারাত্বক আকার ধারণ করে। এ সকল নদীর দূষিত পানি জোয়ার ভাটা এবং বন্যায় সময় মেঘনা নদীর নিম্ন অংশে পর্যন্ত পরিবাহিত হয়। ফলে মেঘনা নদীর নিম্ন অংশ ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা আছে। এ বিষয়ে প্রকল্পের অধীনে গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি।

পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্প সমাপনি প্রতিবেদনে পানি, মাটির তলানি ও ইলিশ মাছের মাংসে উপরোক্ত তিনটি উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া গেলেও সহনীয়মাত্রা উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ভাবে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা একটি ফিচার নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১৩। জাটকা সংরক্ষণ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা

প্রকল্পটির সমাপনি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মধ্যবর্তী মূল্যায়নের পূর্বে এ বিষয়ে সীমিত পরিসরে গবেষণা করে দক্ষিণাঞ্চলের জেলেদের আয় ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোথাও জেলেদের আয় ও উন্নয়নের মাত্রা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদান করা হয়নি। সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে জনবলের অভাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা যায়নি। ইলিশ মাছের টেকসই উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জেলেদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

পর্যবেক্ষণঃ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদীকেন্দ্র চাঁদপুর অবিলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

SWOT বিশ্লেষণ

৬.১ কম্পোনেন্ট – এ

ক) সবল দিক (Strengths)
১)মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডিমওয়ালা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ করে জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করার ঘোষণা ও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে;
২) ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। ইলিশ আমাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গ ইলিশের জাতীয় গুরুত্ব বিবেচনা করে জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছেন;
৩) জাটকা জেলেগণকে জাটকা না ধরতে উদ্বুদ্ধকরণে মাছ ধরা বন্ধকালীন ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্য সহায়তা ও প্রকল্প হতে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ সহায়ক ভুমিকা রেখেছে;
৪) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গঠিত জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি জাটকা সংরক্ষণে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছে। এভাবে জাটকা কার্যক্রমটিকে জাতীয় কার্যক্রম হিসেবে ঘোষিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে;
৫) জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা যেমন প্রশাসন, পুলিশ,র‍্যাব, কোষ্টগার্ড , নৌ-পুলিশ ও নেভীর সহায়তা গ্রহণ একটি সময়োচিত যুগান্তকারী পদক্ষেপ;
৬) প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী জেলেদেরকে মাছ ধরা বন্ধকালীন বিকল্প আয়ের নিমিত্তে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাদের বিকল্প আয়ের পথ সুগম হয়েছে। এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ তাদের বিকল্প আয়কে ত্বরান্বিত করেছে। ফলস্বরুপ তাদের সহযোগিতা জাটকা সংরক্ষণে সহায়ক হয়েছে;
৭) জাটকা ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ইলিশ ছাড়াও অন্যান্য দেশীয় মাছ যেমন, পাঙ্গাস, পোয়া ও রুই , কাতল ও গলদা চিংড়ি সহ অন্যান্য ছোট মাছের উৎপাদন তথা জীববৈচিত্র্য বেড়েছে। ফলে নদীতে সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন বেড়ে গেছে;
৮) জেলে পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিতের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। শিক্ষিত ছেলেদের মাছ ধরা পেশায় নিয়োজিত হতে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে ইলিশ মাছ ধরার চাপ না বেড়ে বরং কমতে শুরু করেছে বলে প্রতীয়মান হয়;
৯) ইলিশের মত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনসাধারনের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। কেবলমাত্র সচেতন জনগনই পারে এ সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। প্রকল্পের নানা মুখী জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ফলপ্রসূ অবদান রেখেছে।

খ) দুর্বল দিক (Weakness)
১) মূল ডিপিপি প্রণয়নকালে জাটকা সমৃদ্ধ ২২ টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।পরবর্তীতে প্রকল্পের ২য় সংশোধনকালে (১.৫বৎসর অবশিষ্ট সময়) ২২টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভাব স্বাভাবিক ভাবে শ্লথ হয়েছে;

২) ইলিশ একটি অভিপ্রয়াণশীল মাছ। ইলিশের জীবনচক্রে সমুদ্রের লোনাপানি এবং নদীর স্বাদু পানিতে বিস্তৃত হলেও প্রকল্পের লোনা পানি অংশটিতে কোন কার্যক্রম অন্তভুক্ত না থাকায় ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রম অপূর্ণ প্রতীয়মান হয়েছে;
৩) বিএফআরআই জেলেদের মধ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বিতরণের ফলে আর্থ সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এ ধরনের কোন তথ্য উপাত্ত ও ফলাফল প্রকল্প থেকে পাওয়া যায়নি;
৪) বিকল্প কর্মসংস্থানে উপকরণ নির্বাচনে জেলে পরিবারের জনবল, দক্ষতা ও মতামতকে উপেক্ষা করে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ নির্বাচন ও বিতরণ করা হয়েছে। ফলে জেলেদের মধ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়নি;
৫) ইলিশ একটি অভিপ্রয়াণশীল মাছ। ইলিশের আবাসস্থল ও ইলিশ জেলেদের মাছ আহরণ কৌশল ইলিশের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। এ ধরণের প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে **Feasibility Study** প্রয়োজন থাকলেও তা উপেক্ষিত হয়েছে;
৬) ইলিশ মৎস্য অভয়াশ্রমের এলাকা চিহ্নিতকরণের কোন ব্যবস্থা প্রকল্প হতে গৃহীত হয়নি। অভয়াশ্রম সমূহের এলাকা চিহ্নিত করা হলে তা অভয়াশ্রম রক্ষনাবেক্ষণে আরো কার্যকরী হত;
৭) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কমর্কতাকে এক দিকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধকরণে সেবা, অপরদিকে অবৈধ জাটকা ধরায় নিয়োজিত জেলেদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের মত পরস্পর বিরোধী কার্যক্রম সম্পাদনে সম্পৃক্ত থাকায় পেশাগত জীবনে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।
৮) জাটকা সমৃদ্ধ সকল জেলাকে প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি বিধায় ইলিশ উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

গ)সুযোগ (Opportunity)
১) দলীয়ভাবে বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়কে ত্বরান্বিত করা একটি প্রমাণিত পদ্ধতি। প্রকল্পের আওতায় জেলেগণকে সংগঠিত করে দলীয়ভাবে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বিতরণ করে এ কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও ফলপ্রসূ করা যেত;
২) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি প্রকল্পের একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ। বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ প্রাপ্ত জেলেদের আর্থ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ করে কার্যক্রমকে **জেলে** বান্ধব **করা** সম্ভবপর **হবে**;
৩) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মৎস্য অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর, জেলে প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে ইলিশ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠণ ও সীমানা চিহ্নিত করার মাধ্যমে মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় আরো সুফল পাওয়া সম্ভব হবে;
৪) প্রকল্পে FRP বোট সমূহ সংগৃহীত হওয়ায় জাটকা সংরক্ষণ অভিযান, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা সহজতর হয়েছে যা জাটকা সংরক্ষণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে;
৫) জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ইলিশ সম্পদের আরো উন্নয়ন করা সম্ভব।

ঘ)ঝুঁকি (Threats)
১) জেলেদের মধ্যে ভিজিএফ এর আওতায় চাল বিতরণ বন্ধ করা হলে জেলেরা জীবিকার প্রয়োজনে জাটকা আহরণে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে;
২)ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে পুকুরে চাষকৃত রুই জাতীয়, তেলপিয়া,পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছের বাজার মূল্য কমে গেছে। ফলে চাষীরা মাছ চাষে লাভ কমে যাওয়ার আশংকা করছেন। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে মাছ বিক্রয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন;
৩) CPUE বেড়ে যাওয়ার জেলেদের মধ্যে চুরি / আইন অমান্য করে মাছ ধরার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে;
৪) জাটকা জেলেরা স্বার্থের লোভে কাংঙ্খিত পর্যায়ে জাটকা সংরক্ষণে সহযোগিতা করছে না;
৫) মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগে (ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায়) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকতাগণকে সর্বদা প্রশাসন ও পুলিশের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে। আবার ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় চাহিদা মাফিক ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে উঠে না;
৬) ইলিশ সমৃদ্ধ পদ্মা, মেঘনা ও অন্যান্য নদী তীরবর্তী শহর ও কলকারখানা হতে নিসৃত বর্জ্য সরাসরি নদীর পানিতে মিশ্রিত হচ্ছে। ফলে পানির গুনাগুণ ক্রমান্বয়ে মাছ সহ জলজ জীবের জন্য বসবাস অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এ ভাবে চলতে থাকলে ইলিশ এক সময় হয়ত বাংলাদেশের জলসীমায় প্রজনন বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোথাও প্রজনন ক্ষেত্র বেছে নিতে পারে। ফলস্বরূপ এদেশে থেকে চিরদিনের জন্য ইলিশ হারিয়ে যেতে পারে;
৭) নদীর তলদেশে পলি জমে নদীর নাব্যতা ধীরে ধীরে কমছে। ইলিশ গভীর জলের মাছ। নদীর গভীরতা ২৫-৩০ ফুট এর নীচে নেমে গেলে আমাদের দেশের নদ-নদী সমূহে ইলিশ বিচরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে নদ-নদীতে ইলিশের প্রাপ্যতা হ্রাস পেতে পারে;
৮) কারেন্ট জালে সহজেই বেশী জাটকা ধরা পড়ে। তাছাড়া কারেন্ট জালে মাছ ধরতে বিনিয়োগও কম প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে কারেন্ট জালের উৎপাদন ও চোরাচালান বন্ধ করা না গেলে কার্যকর ভাবে জাটকা ধরা বন্ধ করা যাবে না;
৯) জেলেদের জীবিকায়নে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকলে জাটকা সংরক্ষণ ফলপ্রসূ হবে না;
১০) জাটকা জেলেদের সিংহভাগ অশিক্ষিত। তাই জাটকা জেলেরা আর্থিক স্বার্থের লোভে জাটকা সংরক্ষণে কাংঙ্খিত পর্যায়ে সহযোগিতা করছে না।

৬.২ কম্পোনেন্ট – বি

ক) প্রকল্পের সবল দিক
১।প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও অর্থ ছাড়ঃ প্রকল্পটিতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ছিল এবং বার্ষিক বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ ছাড় করা হয়েছে;
২।গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দঃ গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান ছিল;
৩।প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিঃ প্রকল্পের অধীনে একটি আধুনিক গবেষণা বোট ক্রয়, একটি পুরাতন কাঠের নির্মিত গবেষণা বোট মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া ল্যাব**রেটরি** মেরামত ও আধুনিকায়ন এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ফলে নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের ইলিশ গবেষণা সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে;
৪।গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (Knowledge management): প্রকল্পের অধীনে একটি বুকলেট, লিফলেট ও প্রবন্ধ কয়েকটি জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে;
৫।সরকারের অগ্রাধিকার ভুক্ত খাতঃ ইলিশ জাতীয় মাছ, জি আই পণ্য এবং বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদের মধ্যে Flagship প্রজাতি। এ বিবেচনায় ইলিশ গবেষণার জন্য প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, জন প্রতিনিধি ও সাধার**ণ** জনগ**ণ** ব্যাপক সহযোগিতা করেছে;
৬।নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মধ্যবর্তী মূল্যায়নঃ প্রকল্পটির কাজ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছে।

খ) প্রকল্পের দূর্বল দিক
১।প্রকল্প পরিচালক নিয়োগঃ নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচাল**কের অতি**রিক্ত দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছিল। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কেন্দ্র প্রধান হিসেবে প্রশাসনিক কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন এবং**তার** ইলিশ গবেষণার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। এ বিবেচনায় প্রকল্পটি দূর্বল ছিল;
২।গবেষণা দল গঠনঃ গবেষণা পরিচালনার জন্য ডিপিপি /আরডিপিতে গবেষণা দল গঠনের নির্দেশনা থাকলে ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন সময়ে দাপ্তরিক ভাবে কোন দল গঠন করা হয় নি।ইলিশ গবেষণা বহু মাত্রিক কাজ এবং নদ-নদীতে গবেষণা বোট চালনা ও নমুনা সংগ্রহের জন্য ১২-১৫ জন লোকের প্রয়োজন হয়;
৩।নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে গবেষণা পরিচালনা না করাঃ কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা শুরু করা হলেও তা সম্পন্ন/শেষ না করে পরিত্যাগ করা হয়েছে।ফলে পূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় নি;
৪।গবেষকদের সামর্থ বৃদ্ধিঃ গবেষকদের সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা যেমন প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়নি বা অর্থের সংস্থান রাখা হয়নি;
৫। গবেষণা ফলাফলের চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন না করাঃ প্রকল্পটি জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রায় ৭ বৎসর মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হলেও পিসিআর ব্যতীত গবেষণা ফলাফলের চুড়ান্ত প্রতিবেদন (Research Final Report) প্রকাশ করা হয়নি;
৬। প্রকল্পের সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে স্টাডি/গবেষণা না করাঃ এ বিষয়ে ডিপিপিতে নির্দেশনা থাকা সত্তেও জনবলের অভাবে গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি।

গ) প্রকল্পের সুযোগ (Opportunities)
১।অর্থবরাদ্দ ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোঃ গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকার ফলে আরও বিস্তারিত ভাবে গবেষণার সুযোগ ছিল এবং গবেষণা বোট ক্রয় করার ফলে উপকূল ও সমুদ্র এলাকায় গবেষণা বিস্তার করা সম্ভব ছিল।

ঘ) প্রকল্পের ঝুঁকি
১।প্রাকৃতিক দুর্যোগে যানবাহন ও জান মালের ক্ষয় ক্ষতিঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ ভাবে মার্চ-এপ্রিল এবং অক্টোবর মাসে যথাক্রমে কালবৈশাখী ঝড় ও ঘূর্ণীঝড় এবং জলোচ্ছাসে গবেষণা বোট পতিত হয়। ফলে যানবাহন ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভবনা থাকে;
২।প্রাকৃতিক কারণে ইলিশ উৎপাদন হ্রাসঃ ইলিশ মাছের প্রজনন মৌসুমে নদ-নদীতে পানি প্রবাহ কম হলে এ মাছের প্রজনন ব্যাহত হয়। ফলে কাঙ্খিত ফলাফল অনেক সময় বাস্তবে পাওয়া যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৭.১ সুফলভোগী জাটকা-ইলিশ জেলেদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

জাটকা জেলে

প্রকল্পের আওতায় জেলে পরিচয় পত্রধারী বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণপ্রাপ্ত জেলেদের (n=768) তথ্য প্রশ্ন জরিপ (Questionnaire Survey)এর মাধ্যমে ২২ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের মধ্যে ১২ জন তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সুফলভোগীদের প্রদত্ত তথ্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৭.১.১. বয়স

তথ্য প্রদানকারী সুফলভোগীগণের বয়স নিম্নে ২০ বৎসর ও সর্বোচ্চ ৬০+ বৎসর । বয়সভিত্তিক সুফলভোগীদের শতকরা হার নিম্নের চিত্রে দেখানো হলোঃ

চিত্র ৭.১ : জেলেদের বয়সভিত্তিক তথ্য

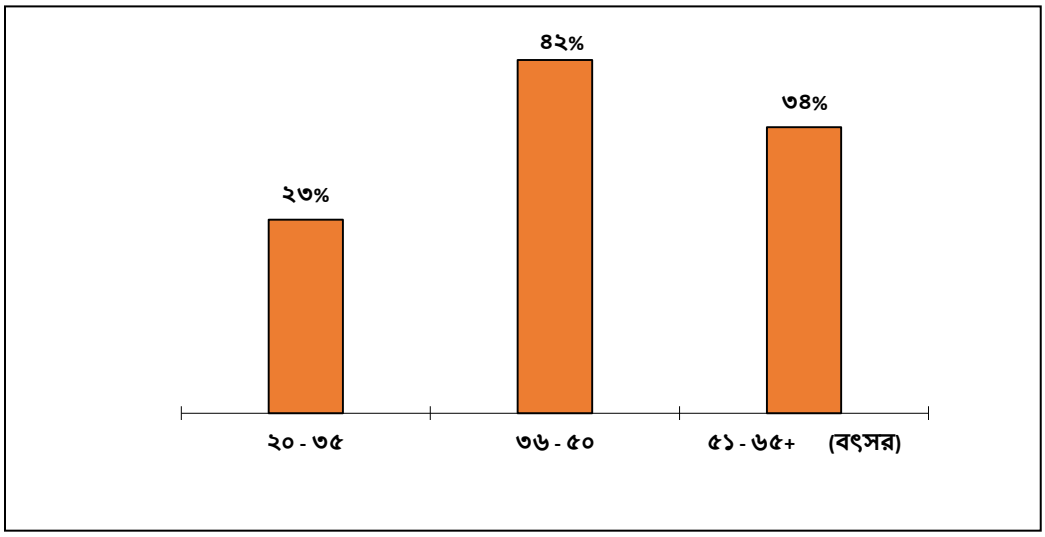

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, সুফলভোগীদের সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪২% (৩৬ - ৫০ বৎসর) অর্থাৎ মধ্য বয়সের । তবে তুলনামূলক বেশী বয়সের ৩৪% (৫১-৬৫+ বৎসর) এবং কম বয়সের ২৩% (২০-৩৫ বৎসর) জেলে রয়েছে । সুতরাং কর্মক্ষম সব বয়সের জেলে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকে।

৭.১.২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সুফলভোগী জেলেদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.১০ জন। সুতরাং জেলেদের পরিবারের আকার বড়। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্যের সংখ্যা গড়ে ১.৪৫ জন। ফলে ১.৪৫ জনের উপার্জনের উপর ৫ জন (প্রায়) নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় পারিবারিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৭.১.৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা

সুফলভোগী জেলেদের ৩৮% অশিক্ষিত। তবে স্বাক্ষর করতে পারে এমন জেলের সংখ্যা অশিক্ষিত হারের চেয়ে বেশী (৪১%) পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত সুফলভোগীর হার ১৪%। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যাপ্ত লেখাপড়া সুফলভোগী নেই বললেই চলে (০৩ জন ও ০১ জন মাত্র)।

সারণি ৭.১ : শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

বিবরণ	মোট (জন)	শতকরা হার (%)
নিরক্ষর	২৯৩	৩৮
স্বাক্ষর দিতে পারে	৩১৩	৪১
পড়তে ও লিখতে পারে	৪৫	০৬
প্রাইমারী পর্যায়	১১০	১৪
এসএসসি	৩	০০
এইচএসসি ও উপরে	১	০০

৭.১.৪ ভিটেমাটির মালিকানা

ভিটেমাটির মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হলোঃ

সারণি ৭.২ : জেলেদের ভিটেমাটির মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য

বিবরণ	মোট (জন)	শতকরা হার (%)
নিজ জমি	৩৯৪	৫১
লীজ	৩১৯	৪২
অন্যের জমি	৫৫	০৭

উপরের সারণি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ৫১% জেলের নিজস্ব ভিটেমাটি রয়েছে, ৪২ % লীজ কৃত জমিতে এবং ৭% অন্যের জমিতে ঘর বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করে। জেলেদের মধ্যে ৫০%(প্রায়) অন্যের জমিতে ঘর তুলে বসবাস করে বিধায় শাক-সবজি আবাদের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত।

৭.১.৫ পেশা

সুফলভোগীগণের সকলের মূখ্য পেশা মাছ ধরা। সুতরাং মৎসজীবী পরিচয়পত্রধারী জেলেরা সকলেই মাছ ধরায় নিয়োজিত। গৌণ পেশা হিসেবে জেলেরা রিকশা ভ্যান চালক (৪২%), চাষাবাদ (২৬%), সাধারণ শ্রমিক (৬%) এবং অন্যান্য পেশায় (২৩%) নিয়োজিত রয়েছেন। উল্লেখ্য জেলেরা মাছ ধরা ব্যতীত অন্যান্য কাজে জড়িত হয়ে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তবে এক সময় তারা মাছ ধরা ব্যতীত অন্য কাজে জড়িত হতে ইতস্ততঃ করত।

৭.১.৬. পেশাগত অভিজ্ঞতা

জেলেরা পুরুষানুক্রমে মাছ ধরা পেশায় জড়িত রয়েছেন। বর্তমান জরিপে ৪৫% (২১-৩০ বৎসর), ২৬% (১১-২০ বৎসর), ১৭% (৩১-৪০+বৎসর) জেলে মাছ ধরায় জড়িত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ২১-৩০ বৎসর যাবত জড়িত জেলেদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রে মাছ ধরার মত কাজে পেশাগত অভিজ্ঞতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.১.৭. মাছ ধরার সময়কাল

জরিপে মাছ আহরণকাল সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৭.৩ : মাছ ধরার সময়কাল সম্পর্কিত তথ্য

বিবরণ	মোট (জন)	শতকরা হার (%)
সারা বছর	১৬	০২
৮-৯ মাস	৩৬	০৫
৬-৭ মাস	৬১৭	৮০
৩-৪ মাস	৮৩	১১
মৌসুম	১২	০২

উপরে পরিবেশিত তথ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ৮০% জেলে ৬-৭ মাস, ১১% জেলে ৩-৪ মাস ও ৫% জেলে ৮-৯ মাস মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে। সুতরাং সিংহভাগ জেলে বছরের অর্ধেক সময় মাছ ধরায় নিয়োজিত থাকার সুযোগ পায়। তাদের মূখ্য পেশা মাছ ধরা হলেও সারা বৎসর তারা মাছ ধরায় নিয়োজিত থাকার সুযোগ নেই।

৭.১.৮ জেলেদের বসতবাড়ীর ধরণ

জেলেদের বসতবাড়ীর ধরণ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

চিত্র ৭.২ : জেলেদের বসতবাড়ীর ধরণ সম্পর্কিত তথ্য

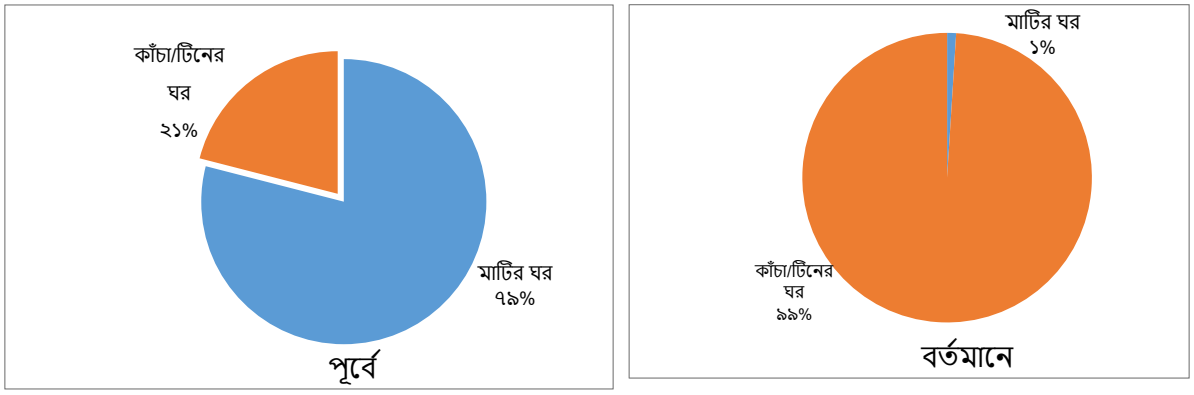

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, প্রকল্প শুরুরপুর্বে অর্থাৎ ২০০৭-২০০৮ সনে ৭৯% জেলের বসতবাড়ী কাঁচা ও ২১% টিনের ছাউনিযুক্ত ছিলো। বর্তমানে ৯৯% বসত বাড়ি টিন শেডের। ফলে তাদের বসতবাড়ি পূর্বের চেয়ে অনেকটা নিরাপদ ও আরামদায়ক হয়েছে।

৭.১.৯ খাবার পানির উৎস

জেলেদের পূর্বে ও বর্তমানে খাবার পানির উৎস সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলঃ

চিত্র ৭.৩ : খাবার পানির উৎস

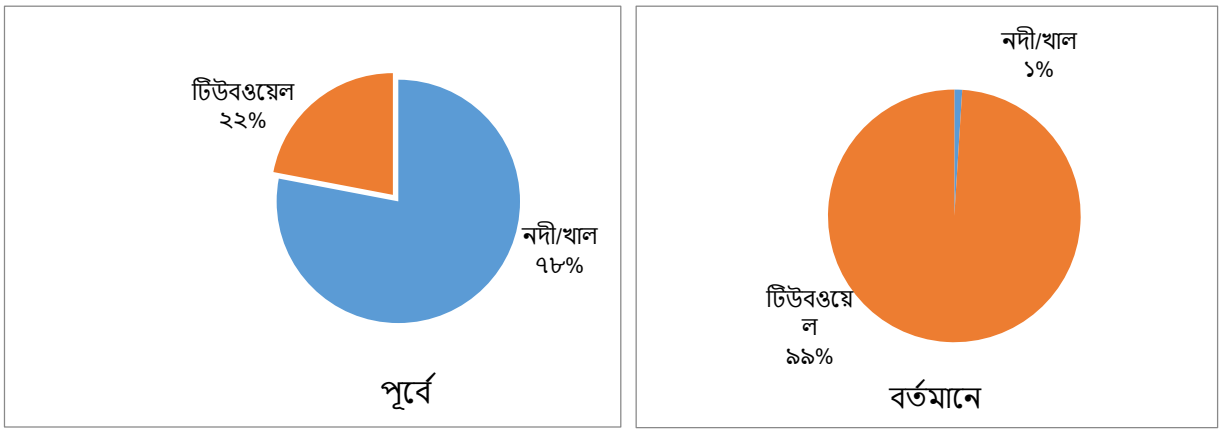

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রকল্প শুরুর পূর্বে ৭৮% জেলে নদী/খালের পানি পান করত। বর্তমানে প্রায় ৯৯% জেলে নলকূপের পানির উপর নির্ভরশীল হয়েছে। জেলেদের মধ্যে ১% এখনও খাল/নদীর পানি পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করে। যাহোক নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পানি ব্যবহারে জেলেরা এখন অনেক সচেতন।

৭.১.১০ জেলেদের পয়ঃনিষ্কাশন

জেলেদের পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলঃ

চিত্র ৭.৪ : জেলেদের পূর্বে ও বর্তমান পায়খানার ধরণ

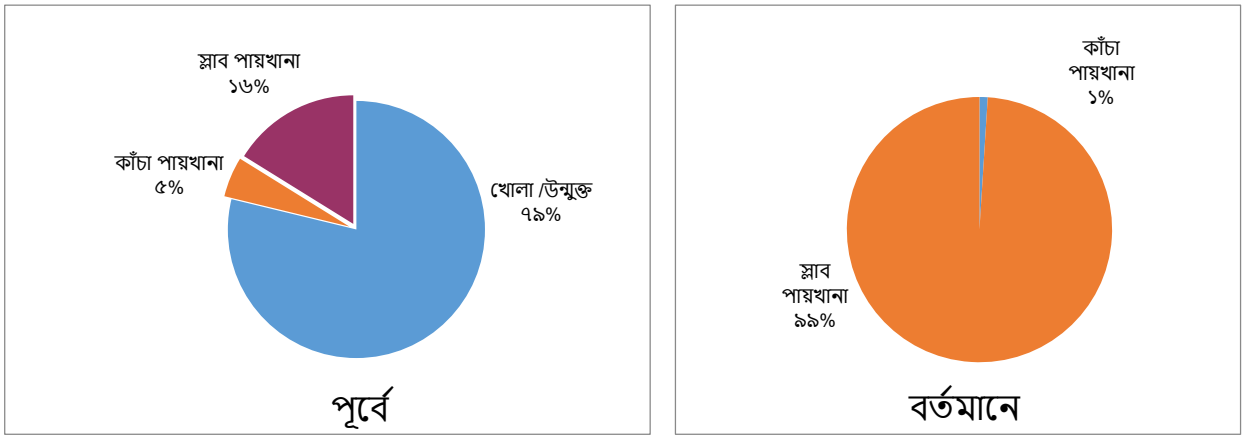

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে ৯৯% জেলে পরিবার স্লাব ও ১% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করছে। তবে পূর্বে তারা (৭৯%) খোলা/উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগ করত যা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরুপ।

৭.১.১১ পারিবারিক মাসিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

সারণি ৭.৪ : প্রকল্প সুফলভোগী জেলেদের পারিবারিক মাসিক গড় আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য

বিবরণ	প্রকল্পের পূর্বে (গড় টাকা)	বর্তমান (গড় টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
মাসিক আয়	৮,৮৪৯	১২,৬৬৫	৪৩%
মাসিক ব্যয়	৯,০৬০	১২,২২৯	৩৫%
মাসিক সঞ্চয়	৬৭	৫৪৪	৭১২%

উপরের সারণি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্প সুফলভোগী জেলেদের মাসিক আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় এর হার যথাক্রমে ৪৩%, ৩৫% ও ৭১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে তাদের মাছ আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে আয় (৪৩%) বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধির সাথে পারিবারিক মাসিক ব্যয় (৩৫%) বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলেদের প্রকল্প শুরুর পূর্বে কোন উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় ছিল না। পারিবারিক আয় বেড়ে যাওয়ায় তাদের সঞ্চয় হার ৭১২% বৃদ্ধি পেয়েছে যা জেলেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। জেলে এবং জেলে পরিবারের মহিলা সদস্যগণ বিভিন্ন এনজিওর সাথে ক্ষুদ্র সঞ্চয় শুরু করায় সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মাণ হয়।

৭.১.১২ পারিবারিক উন্নয়ন

জাটকা সংরক্ষণের ফলে ইলিশের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বেড়েছে, ফলে জেলেদের আয়ও বেড়েছে। জেলেরা বর্ধিত আয় এর মাধ্যমে পারিবারিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করছেন যা নিম্নের লেখ চিত্রে তুলে ধরা হলঃ

চিত্র ৭.৫ জেলেদের পারিবারিক উন্নয়ন

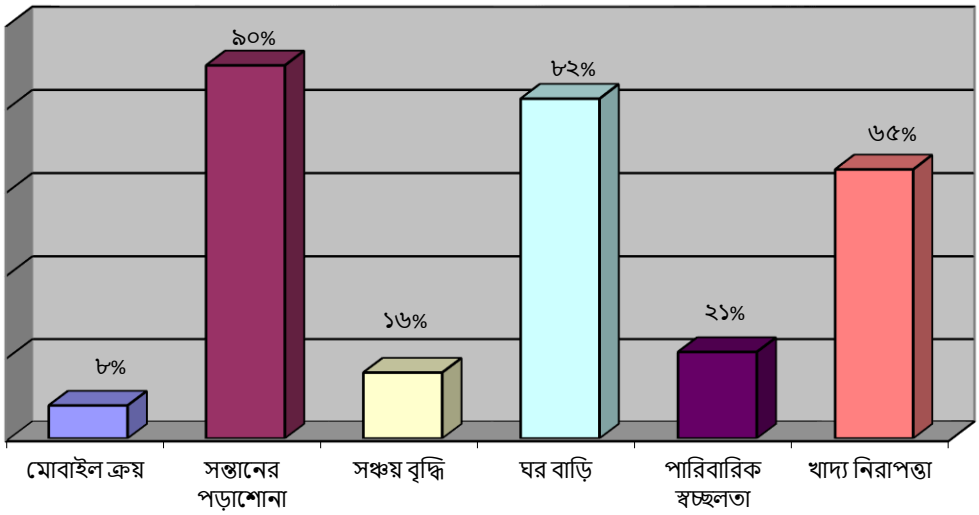

(একাধিক উত্তর বিবেচিত হয়েছে)

উপরের চিত্রে ইহা স্পষ্ট যে ৯০% জেলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, ৮২% ঘরবাড়ি মেরামত ও উন্নয়ন, ৬৫% খাদ্য নিরাপত্তা, ২১% পারিবারিক স্বচ্ছলতা ও ১৬%সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে। উল্লেখ্য যে বর্ধিত আয়ের মাধ্যমে জেলে পরিবারসমূহ তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করছেন যা উন্নয়নের হাতিয়ার । বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের পরিবর্তন অবশ্যই সামাজিক গুরুত্ব বহন করে। ইতোপূর্বে যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের অর্থের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়েছিল তা আবার চালু করা সম্ভবপর হয়েছে, যা ইতিবাচক।

৭.১.১৩ মাছ বিক্রয়

মাছ বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণীতে উপস্থাপিত হলঃ

সারণি ৭.৫ : মাছ বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য

বিবরন	মোট (জন)	শতকরা হার (%)
পছন্দমত আড়তে	৬৯	০৯
দাদনদারের আড়তে	৬৪৫	৮৪
মহাজনের নিকট	৮৪	১১
সমিতির নিকট	০৩	০০
স্থানীয় বাজারে	৬৮	০৯

(একাধিক উত্তর বিবেচিত হয়েছে)

জেলেরা মাছ ধরার পর তা সরাসরি মাছ ঘাঁটে নিয়ে আসেন। মহাজন/দাদনদারদের আড়তে ধৃত মাছ বিক্রয় করতে বাধ্য হন, কারন এটা ছাড়া বাজারজাতকরণের আর কোন চ্যানেল নাই। ৮৪% জেলে জানিয়াছেন যে , তারা ধৃত মাছ দাদনদার এবং ১১% মহাজনের নিকট বিক্রয় করেন। তবে স্থানীয়বাজারে সরাসরি ৯% জেলে মাছ বিক্রয় করে থাকে বলে জানিয়েছেন। মাছ

বাজারজাতকরণে জেলেদের দরকষাকষি বা পছন্দের কোন সুযোগ নেই। এখানে লক্ষনীয় যে, ৯% জেলে স্থানীয় বাজারে সরাসরি মাছ বিক্রয় করে থাকেন বলে জানিয়েছেন যা আগে সম্ভব হত না। উপরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, সিংহভাগ জেলে (৮৪%) দাদনদারদের কবল থেকে এখন ও মুক্ত হতে পারেননি এবং বাজারের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই রয়েছে।

৭.১.১৪ ইলিশ মাছের মূল্য

ইলিশ মাছের মূল্য নির্ধারণে জেলেদের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় । মাছ আড়তে তোলার পর উপস্থিত পাইকারগণ মাছের মূল্য ডাকতে শুরু করেন। আড়তদার উপস্থিত সর্বোচ্চ ডাকপ্রদানকারীকে মাছ সরবরাহ করেন। এ সময় আড়তদার তার কমিশন ব্যতীত নগদ অর্থ জেলেকে পরিশোধ করেন। ইলিশ মাছের মূল্য প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

চিত্র ৭.৬ : ইলিশ মাছের মূল্য প্রাপ্তি

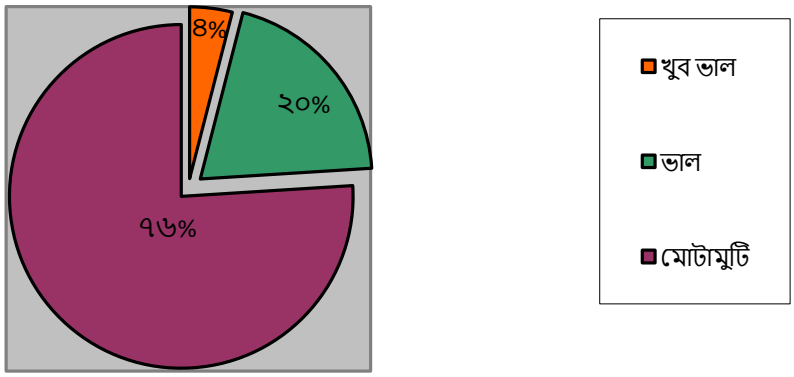

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে মাছের মূল্য প্রাপ্তিতে ৭৬% জেলে মোটামুটি সন্তুষ্ট । ৪% জেলে জানিয়েছেন যে তারা খুব ভাল মূল্য পান । ২০% জেলে ভাল মূল্য পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। মাছের মূল্য প্রাপ্তিতে জেলেদের তেমন কোন আপত্তি নেই বললেই চলে।

৭.১.১৫ প্রকল্প হতে সহায়তা

প্রকল্প হতে জেলেদেরকে যে সকল সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য নিম্নের চিত্রে তুলে ধরা হলোঃ

চিত্র ৭.৭ : প্রকল্প হতে সহায়তা প্রদানের তথ্য

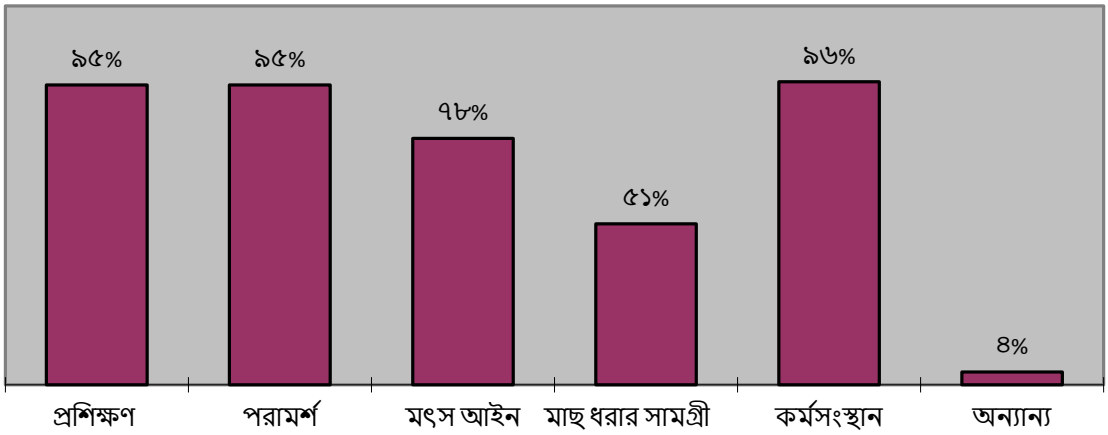

(একাধিক উত্তর বিবেচিত হয়েছে)

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ৯৬% কর্মসংস্থান উপকরণ, ৯৫% বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষন, ৯৫% পেশাগত পরামর্শ, ৭৮% মৎস্য আইন বাস্তবায়ন, ও ৫১% মাছ ধরার সামগ্রী পেয়েছেন বলে জেলেরা জানিয়েছেন। এতে তারা পেশাগত ও আর্থিক ভাবে উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে তাদের জীবিকায়ন সহজতর হয়েছে বলে জেলেরা জানিয়েছেন। মহাজন/দাদনদারদের উপর তাদের নির্ভরশীলতা পূর্বের তুলনায় কমতে শুরু করেছে।

৭.১.১৬ ইলিশ অভয়াশ্রম

জাটকা ইলিশ সমৃদ্ধ নদী সমূহে ইলিশ অভয়াশ্রম প্রকল্প হতে প্রথমবারের মত স্থাপিত হয়েছে। জেলেদের অভয়াশ্রম সম্পর্কিত মতামত নিম্নের লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্র ৭.৮: অভয়াশ্রম সম্পর্কে জেলেদের মতামত সম্পর্কিত তথ্য

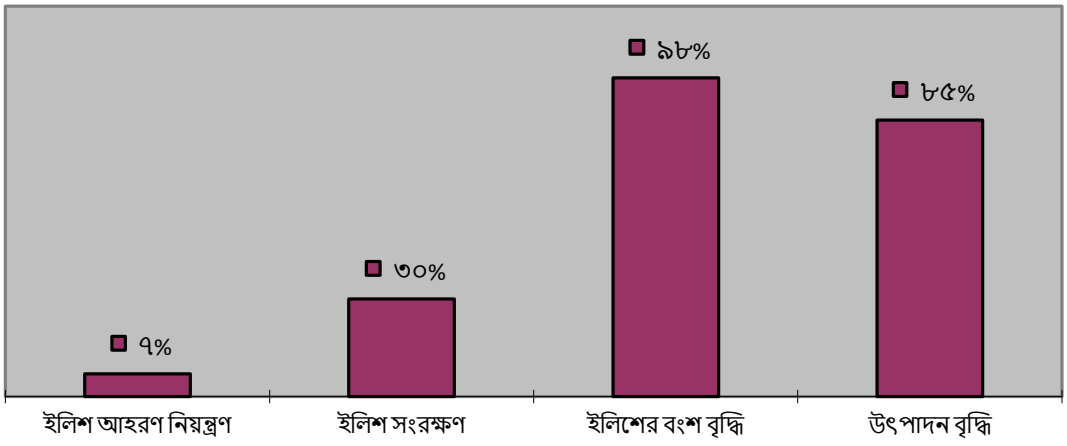

(একাধিক উত্তর বিবেচিত হয়েছে)

প্রভাব মূল্যায়ণ জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, ইলিশের বংশ বৃদ্ধি ৯৮%, উৎপাদন বৃদ্ধি ৮৫% ও ৩০% ইলিশ সংরক্ষণের জন্য ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে বলে জেলেরা জানিয়েছেন। অভয়াশ্রম সম্পর্কে জেলেদের ইতিবাচক মূল্যায়ন ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্ব বহন করে।

৭.১.১৭ জাটকা নিষিদ্ধ সময়

প্রভাব মূল্যায়ন জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৯% জেলে জানিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত জাটকা ধরা আইনতঃ নিষিদ্ধ। তাছাড়া ১০” ইঞ্চি (২৫ সে.মি) পর্যন্ত আকারের জাটকা ধরা আইনতঃ নিষিদ্ধ।

৭.১.১৮ ইলিশ আহরণ

ইলিশ আহরণ মৌসুমে জেলেরা প্রতিদিন একই পরিমান মাছ আহরণ করতে পারে না। মাছের পরিমাণে কম বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক । জরিপে প্রকল্প শুরুর পূর্বে ও বর্তমানে জেলেদের আহরিত মাছের পরিমাণ নিম্নের চিত্রে প্রদত্ত হলঃ

চিত্র ৭.৯: ইলিশ আহরণের পরিমাণ (হালি/ ট্রিপ)

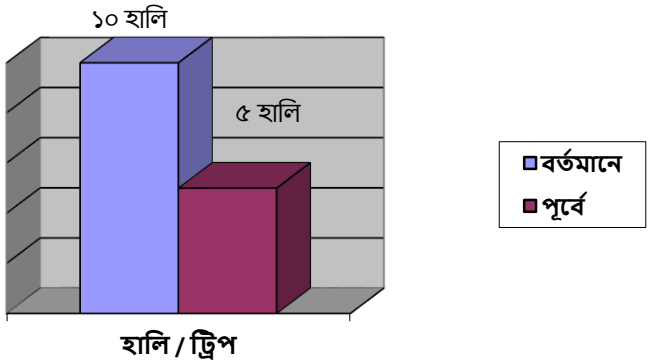

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে প্রকল্প শুরুর পূর্বে প্রতি ট্রিপে প্রতিজন জেলে ৫ হালি ইলিশ পেয়েছেন যা বর্তমানে ১০ হালিতে উন্নীত হয়েছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তারা দ্বিগুণ পরিমাণ মাছ পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

৭.১.১৯ মাছ আহরণ

ইলিশ মাছ আহরণ মৌসুম ভিত্তিক জুলাই-অক্টোবর সময়কালকে ইলিশ আহরণের মৌসুম হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সাধারণত মধ্যম আকারের একটি নৌকায় ৭-৮ জন জেলে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে। ইলিশ একটি অভিপ্রায়নশীল মাছ। সাগর থেকে প্রজনন ও খাদ্য গ্রহণের নিমিত্তে নদী-মোহনার স্বাদুপানিতে প্রবেশ করে। ইলিশ মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে চলাফেরা করে। এ সময়ে জেলেদের জালে ইলিশ আটকা পড়ে। ভরা মৌসুমে জেলেরা প্রতি ট্রিপে ১-৪ পণ (৮০টি=১ পণ) পর্যন্ত মাছ পেয়ে থাকে। তবে মাছের পরিমাণ আধা পণ (৪০টি) এর নীচে নেমে গেলে তারা মাছ ধরা বন্ধ রাখে। কারণ প্রতি ট্রিপে জ্বালানী, খাদ্য, শ্রমিক মজুরী ইত্যাদির ব্যয় মেটানোর পর তারা লাভ হাতে পায়। সাধারণত ১ট্রিপ শেষ করতে ২০ হতে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগে। তবে ইলিশ আহরণ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। জেলেদের নৌকায় লাইফ জ্যাকেট থাকা একান্ত দরকার হলেও তা রাখা হয় না। আবহাওয়ার বিপদ সংকেত জানার জন্য রেডিও সঙ্গে থাকে না। মোবাইল সংযোগও অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে না।

প্রকল্প শুরুর পূর্বে নির্বিচারে ডিমওয়ালা ইলিশ ও জাটকা ধ্বংসের ফলে জেলেদের মাছ আহরণের পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছিল। এমনও সময় গেছে যখন তারা মাছ ছাড়া শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। যাহোক পূর্বের তুলনায় তারা এখন দ্বিগুন বা তারও বেশী মাছ পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। জাটকাকে না ধরে বড় হওয়ার সুযোগ প্রদানের ফলে তারা বেশী মাছ পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। ইলিশ মৌসুমে জেলেরা সপ্তাহে ৫.১৯ টি ইলিশ খেয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন।

৭.১.২০ সুপারিশ

১) জেলেদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সরকারি ভাবে বিনাসুদে ঋণ প্রদান;

২) মাছ ধরা বন্ধকালীন জীবিকার নিমিত্তে জেলেদেরকে ভিজিএফ এর চাউল/অনুদানের পরিমাণ বাড়াতে হবে;

৩) জেলেদের জন্য বাড়িঘর নির্মানের উপকরণ ও মাছ ধরার জাল সরবরাহ করতে হবে;

৪) জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পটি চালু রাখতে হবে;

৫) জাটকা সংরক্ষণ অভিযানের সময় যৌক্তিক ভাবে কমাতে হবে;

৬) পরিচয়পত্রধারী জাটকা জেলেদেরকে প্রকল্পের আওতায় আনা দরকার;

৭) মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা দরকার;

৮) জেলেদের বিনামূল্যে লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করতে হবে; এবং

৯) জেলেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।।

চিত্র ৭.১০: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ

৭.২ প্রকল্পের পরোক্ষ সুফলভোগী ইলিশ জেলেদের তথ্য উপাত্ত (জেলে পরিচয়পত্রধারী কিন্তু প্রকল্পের কর্মসংস্থান উপকরণ সুবিধা বিহীন)

জরিপের আওতাধীন পরোক্ষ সুফলভোগী জেলেরা তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল। তাদেরকে প্রকল্পের বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন উপকরণ প্রদান করা হয়নি। তাদেরকে প্রকল্প থেকে কোন প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়নি। তবে প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, র‍্যালী, অভিযানে তারা অংশগ্রহণ করেছেন। তারা পরিচয়পত্রধারী ইলিশ জেলে এবং ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত। ৩৮৪ জন(n=৩৮৪) পরোক্ষ সুফলভোগী জেলের প্রশ্নমালা জরিপ এর মাধ্যমে ২২মার্চ- ৫এপ্রিল ২০১৮ তারিখের মাধ্যে ১২ জন তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সুফলভোগীদের প্রদত্ত তথ্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৭.২.১ পরিবারের সদস্য সংখ্যা

জেলে পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.১০ জন । পরিবারে উপার্জনশীল গড় সদস্য সংখ্যা ১.৪৫ জন । সুতরাং ১.৪৫ জনের আয়ের উপর ৫.১০ জন সদস্য নির্ভরশীল।

৭.২.২ ভিটে মাটির মালিকানা ও বসতবাড়ি

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে ৭৫%জেলের নিজস্ব জমি,১৭% সরকারি খাস জমি, ৫%অন্যের লীজপ্রাপ্ত জমি ও ৩% সরকারি বাঁধ বা চরের জমিতে ঘর তুলে বসবাস করছেন । এর মধ্যে ৪৮% জেলের জমির পরিমাণ ১ - ৫ শতক ও ২৯% এর ৬ - ১০ শতক, ১২% এর ১১ - ১৫ শতক এবং ৯% এর ১৬ - ২০ শতক জমি রয়েছে। বর্তমানে ৯৯% জেলে টিনের ঘরে বসবাস করছেন ।

৭.২.৩ পানীয় জল ও পায়খানার ধরণ

নিম্নের চিত্রে জেলেদের পানীয় জলের উৎস ও পায়খানার ধরণ দেখানো হলোঃ

চিত্র ৭.১১: **জেলেদের পানীয় জলের উৎস**

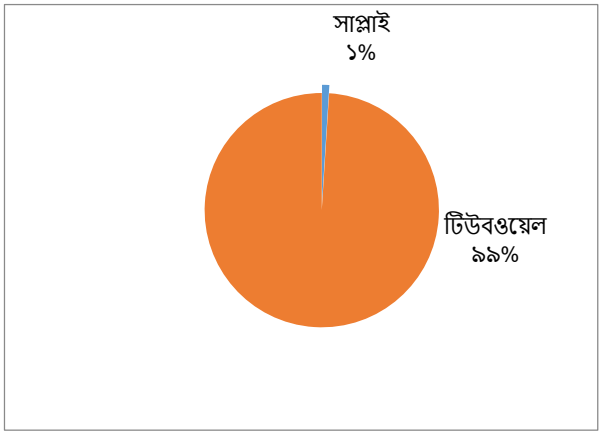

চিত্র ৭.১২: **জেলেদের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা**

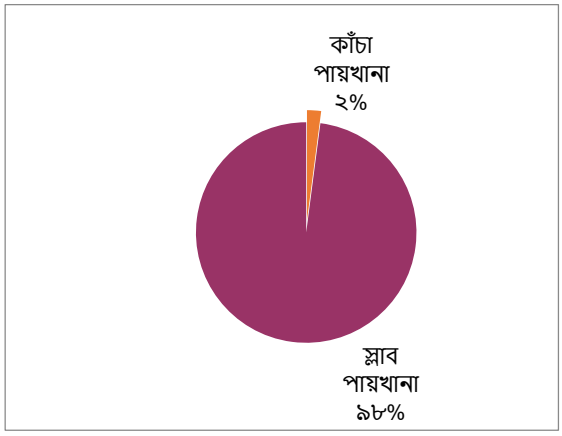

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ৯৯% জেলে পানীয় জলের উৎস হিসাবে নলকুপের পানি ব্যবহার করেন। স্বাস্থ সন্মত পায়খানা ব্যবহারে ও জেলেদের আমুল উন্নতি হয়েছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে ৯৮% জেলে স্লাব পায়খানা ও ২% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করেন।

৭.২.৪ পারিবারিক মাসিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

প্রকল্পের পরোক্ষ সুফলভোগী জেলেদের মাসিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৭.৬ : প্রকল্প সুফলভোগী জেলেদের পারিবারিক মাসিক গড় আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কিত তথ্য

বিবরণ	প্রকল্পের পূর্বে (গড় টাকা)	বর্তমান (গড় টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
মাসিক আয়	৭,৯১৯	১২,৩৮৮	৫৬%
মাসিক ব্যয়	৯,১৮৬	১১,৫৪৮	২৬%
মাসিক সঞ্চয়	৩০	১২৬	৩১৭%

উপরের সারণি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্প সুফলভোগী জেলেদের মাসিক আয় , ব্যয় ও সঞ্চয় এর হার যথাক্রমে ৫৬%, ২৬% ও ৩১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে তাদের মাছ আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে আয় (৫৬%) বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৃদ্ধির সাথে পারিবারিক মাসিক ব্যয় (২৬%) বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলেদের প্রকল্প শুরুর পূর্বে কোন উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় ছিল না। পারিবারিক আয় বেড়ে যাওয়ায় তাদের সঞ্চয় হার ৩১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে যা জেলেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সরকারী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সাথে জেলেদের মহিলা সদস্যগণের ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করায় সঞ্চয়ের হার বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পরোক্ষ সুফলভোগী জেলেগণকে কোন বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ প্রদান করা হয়নি। ফলে বিকল্প কর্মসংস্থান থেকে তাদের আয়ের কোন সুযোগ ছিল না। উল্লেখ্য প্রকল্পভূক্ত জেলেদের তুলনায় আলোচ্য জেলেদল তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল ছিল। তবে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রকল্পভূক্ত ও প্রকল্প বহির্ভূত উভয় জেলেদলের মাসিক আয় যথাক্রমে ৪৩% ও ৫৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলে ও জেলে পরিবারের মহিলা সদস্যগণ বিভিন্ন এনজিওতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় শুরু করায় সঞ্চয়ে বড় ধরনের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাছাড়া জেলেদের সাথে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার যোগাযোগ ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.২.৫ সামাজিক পরিবর্তন

জেলেদের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। বর্ধিত আয় তারা সাংসারিক বিভিন্ন কাজে লাগিয়েছেন। এ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের চিত্রে প্রদান করা হলোঃ

চিত্র ৭.১৩: জেলেদের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য

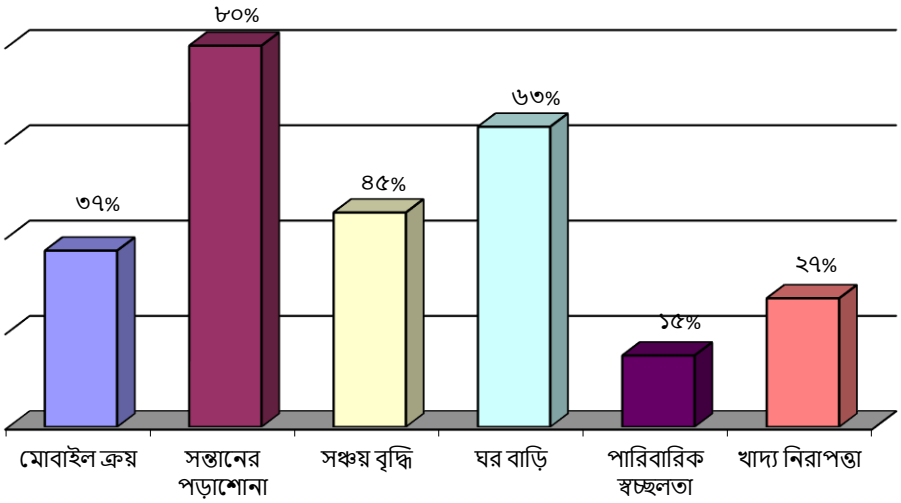

(একাধিক উত্তর বিবেচিত হয়েছে)

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ৮০% জেলে সন্তানের লেখাপড়ার জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। ঘরবাড়ি মেরামত ও উন্নয়ন কাজে ৬৩%, সঞ্চয় ৪৫%, মোবাইল ফোন ক্রয় ৩৭% ও খাদ্য নিরাপত্তা নিমিত্তে ২৭% জেলে অর্থ ব্যয় করেছেন।

৭.২.৬ ইলিশ অভয়াশ্রমের প্রয়োজনীয়তা

জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে ইলিশ অভয়াশ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইলিশ অভয়াশ্রমের সাথে ইলিশ উৎপাদনের সম্পর্ক রয়েছে। ইলিশ অভয়াশ্রম বিষয়ে জেলেদের অভিমত নিম্নের চিত্রে তুল ধরা হলোঃ

চিত্র ৭.১৪: ইলিশ অভয়াশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথ্য

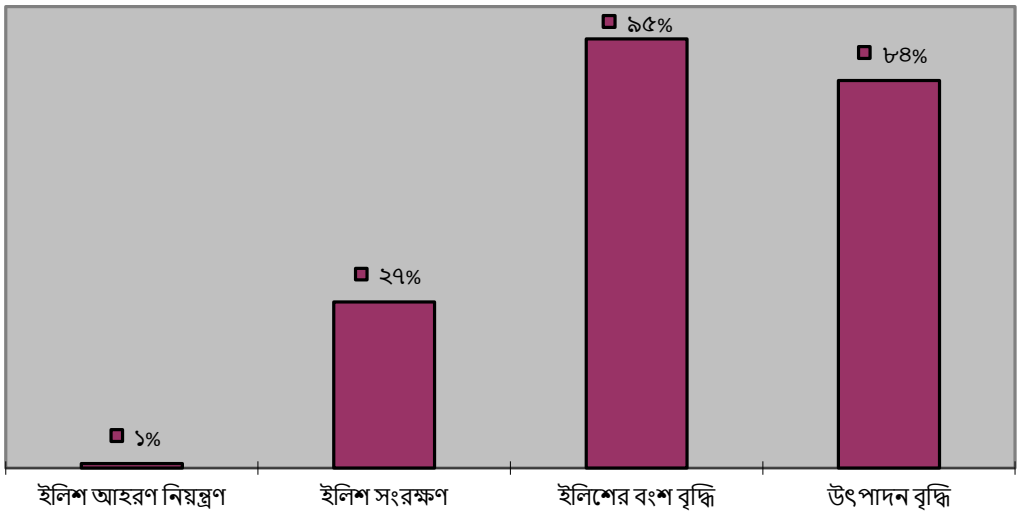

(একাধিক উত্তর বিবেচিত হয়েছে)

উপরের চিত্র পর্যালচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ৯৫% জেলে অভায়াশ্রমকে ইলিশের বংশ বৃদ্ধি, ৮৪% উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ২৭% ইলিশ জাটকা সংরক্ষিত হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অভয়াশ্রম সম্পর্কে তাদের মতামত অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

৭.২.৭ জাটকা সংরক্ষণে প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, কোষ্টগার্ড, নৌ পুলিশ, নেভীর প্রয়োজনীয়তাঃ

জরিপে অন্তর্ভুক্ত জেলেরা জাটকা সংরক্ষণে প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, কোষ্টগার্ড, নৌ পুলিশ ও নেভীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত অভিমত ব্যক্ত করেছেনঃ

১) জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, কোষ্টগার্ড, নৌ পুলিশ, নেভীর জড়িত থাকা প্রয়োজন;

২) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার ফলে সকলেই মৎস্য সংরক্ষণ আইন মানতে বাধ্য হয়েছে;

৩) সাধারণ জেলেরা জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে;

৪) মা ইলিশ রক্ষা ও জাটকা সংরক্ষণে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং

৫) মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে সকলেই সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন।

৭.২.৮ সুপারিশমালা

১) জেলেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরণের প্রকল্প চালু রাখা দরকার;

২) জেলেদের জাল ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে/বিনাসুদে ঋণ দেওয়া প্রয়োজন;

৩) মাছ ধরা বন্ধকালীন জেলেদের মধ্যে ভিজিএফ এর আওতায় পরিবার প্রতি চালের পরিমাণ বাড়ানো দরকার;

৪) প্রতি বছর নভেম্বর - জুন পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণের সময় যৌক্তিক ভাবে কমানো প্রয়োজন;

৫) পরিচয় পত্রধারী জেলেদের জন্য মাছ ধরা বন্ধকালীন বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা চালু রাখা দরকার;

৬) ভূমিহীন জেলেদের বিনামূল্যে সরকারী খাস জমিতে ঘরবাড়ী তৈরী করে দেয়া দরকার; এবং

৭) অমৎস্যজীবিদের তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য প্রকৃত জেলেদের তালিকা পুনরায় করা দরকার।

চিত্র ৭.১৫: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ

৭.৩ গুণগত বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত (KII,FGD,Workshop)

৭.৩.১ জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বৃন্দের মতামত

ইলিশ নবায়নযোগ্য একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। জেলেদের জীবন জীবিকা এ সম্পদের উপর নির্ভশীল। এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও আহরণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দের ভূমিকা খুবই গূরুতপুর্ণ। বিধায় এ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ণে তাদের প্রদও তথ্য উপাও ও মতামত সাক্ষাৎকারের (KII) মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের প্রদও তথ্য উপাত্ত ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্র ৭.১৬: স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে আলোচনা

১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ তাদের এলাকায় জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। প্রকল্পের অধীনে জাটকা ধরা বন্ধের জন্য অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন, জাটকা ধরা বন্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মা ইলিশ ডিম ছাড়ার জন্য মাছ ধরা বন্ধ রাখা, জেলেদের বিকল্প আয়ের বিভিন্ন উপকরন বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে তারা জানান। প্রশাসন, পুলিশ নৌ পুলিশ, কোষ্ট গার্ড, নেভী এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। জাটকা সংরক্ষণ ও বিকল্প আয়ের জন্য জেলেদেরকে প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া হত দরিদ্র জেলাদেরকে VGF এর আওতায় চাল প্রদান করা হয়েছে;

২) তাদের মতে প্রকল্প শুরুর পূর্বের তুলনায় জাটকা ধরা ৪০% কমেছে। মা ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ার সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগের তুলনায় ইলিশের উৎপাদন ৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশের মূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকায় সাধারণ মানুষ ইলিশ খেতে পারছে। ইলিশের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার জেলাদের আয়ও তুলনামূলক ভাবে বেড়েছে;

৩) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ জানান যে , আগের তুলনায় বর্তমানে জেলেদের ইলিশ ধরার পরিমাণ ৩০-৪০% বেড়েছে। প্রশাসন, পুলিশ, নৌ পুলিশ, কোষ্ট গার্ড, নেভীর সহায়তার ফলে ৫০-৬০% জাটকা আহরণ কমেছে;

৪) প্রকল্প হতে ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে জাটকা ও মা ইলিশ নিরাপদ আশ্রয় পাচ্ছে। মা ইলিশ ডিমছাড়ার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে মাছের উৎপাদন বাড়ছে;

৫) তারা জানান যে, ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়াতে জেলেদের মাছ ধরা থেকে আয় তুলনামূলক ভাবে বেড়েছে। ১০- ২৫% জেলে মহাজন/ আড়তদার / এনজিওর ঋণ চক্র হতে বের হতে পেরেছে। জেলেদের সঞ্চয় নেই বললেই চলে। ফলে জাল নৌকা ক্রয় বা মেরামতের জন্য তারা ঋণ নিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া ৭-৮ মাস মাছ ধরা বন্ধ থাকার কারণেও জেলারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে;

৬) অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি জানান যে, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল ছিল। এ উপকরণ কাজে লাগিয়ে জেলেদের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে;

৭) পূর্বের তুলনায় জেলেদের সাংবাৎসরিক খাদ্য নিরাপওা নিশ্চিত হয়েছে। অভুক্ত জেলে পরিবারের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। উল্লেখ্য জেলেদেরকে VGF এর চাল প্রদানের ফলে তাদের পূর্বের অবস্থার আমুল পরিবর্তন হয়েছে;

৮) জেলেদের ৬০-৭০% পরিবারের পানীয় জল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। অবশিষ্ট পরিবার সমূহ উন্নতির চেষ্টা করছে;

৯) অধিকাংশে জেলের (৭৫-৬০%) আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের আয়ের উৎস বেড়েছে বিস্তৃত হয়েছে;

১০) পূর্বের তুলনায় জেলে ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের ক্ষমতা বেড়েছে। তারা নিজেরাই অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করাতে পারেন;

১১) জেলেদের আয় বাড়ার ফলে তাদের বাড়ীঘর পূর্বের তুলনায় ভাল হয়েছে। অধিকাংশ জেলে পরিবারের ঘর এখন টিনের ছাউনি বিশিষ্ট। কিছু জেলে সেমিপাকা ঘর নির্মান করেছে। তবে তাদের বাড়ীঘর নদী তীরবর্তী হওয়ায় নদী ভাঙ্গানের কারণে এখনও হুমকির মুখে রয়েছে;

১২) জেলেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি সন্তোষজনক। লেখাপড়া বঞ্চিত ছেলেমেয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে;

১৩) তাদের মতে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে জেলেরা অবৈধ জাল দিয়ে জাটকা আহরণ থেকে বিরত থাকছেন। ইলিশ প্রজননের সময় ইলিশ ধরা থেকে নিজে যেমন বিরত থাকছেন তেমনি অন্যকেও বিরত থাকতে নিষেধ করছেন। বর্তমানে জেলেরা মৎস্য সংরক্ষন আইনের প্রতি অনেক শ্রদ্ধাশীল। তাদের সচেতনতা অনেক বেড়েছে। তারা জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করেন। কারেন্ট জালের ব্যবহার পুর্বের তুলনায় অনেক কমে এসেছে;

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জেলেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত অভিমত ও সুপারিশ পেশ করেছেনঃ

(ক) জাটকা জেলেরা অনগ্রসর ও হত দরিদ্র বিধায় তাদের ছেলেমেয়েদের চাকুরীর অগ্রাধিকার থাকা দরকার;

(খ) ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রকল্পের মেয়াদ কমপক্ষে ১০ বৎসর হওয়া উচিত;

(গ) জেলেদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য আয় বর্ধনমূলক বিভিন্ন উপকরণ দেয়া দরকার;

(ঘ) জেলেদের অপ্রাপ্ত বয়স ছেলেরা যাতে মাছ ধরায় নিয়োজিত না হয় এজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা দরকার;

(ঙ) জাল ও নৌকা ক্রয়ের জন্য জেলেদেরকে সহজ শর্তে/কম সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার;

(চ) ইলিশ প্রজননের জন্য মাছ ধরা বন্ধ কাল ২২ দিনের বেশী করা উচিত হবে না;

(ছ) এ ধরণের প্রকল্পের মাধ্যেমে জেলেদেরকে সহয়তা অব্যাহত রখা দরকার।

৭.৩.২ স্থানীয় কর্মশালা

বিগত ১১ এপ্রিল ২০১৮ ইং তারিখ নদী কেন্দ্র , বি এফ আর আই, চাঁদপুর এর সন্মেলন কক্ষে আইএমইডি , পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ কতৃক আয়োজিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত ‘ জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা’ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের উপর একটি স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রকল্প পরিচালকগণ, বিএফআরআই নদীকেন্দ্র চাঁদপুর এর প্রতিনিধিবৃন্দ মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীসহ অনান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা এতসঙ্গে সংযোজিত হলো (পরিশিষ্ট)। কর্মশালায় প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ উৎপাদন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান, ইলিশ জাটকা আহরণ, জাল ও নৌকার ব্যবহার, ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, ইলিশ পরিবহন ও বিপনন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনায় নিম্ন বর্নিত বিষয়সমূহ সুপারিশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেঃ

চিত্র ৭.১৭: বিএফআরআই এর নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর এ অনুষ্ঠিত স্থানীয় কর্মশালা,

১। পদ্মা নদীতে শরিয়তপুর জেলাধীন নড়িয়া গোসাইরহাট উপজেলা সংলগ্ন নদীতে জাটকার আধিক্য লক্ষ্য করা গেছে। বিধায় এখানে জাটকা সংরক্ষণে জন্য ৭ম অভয়াশ্রম স্থাপন করা যেতে পারে। তবে অভায়াশ্রম ঘোষণার পূর্বে যথারীতি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা দরকার;

২। জাটকা- ইলিশ সমৃদ্ধ নদীর তীরবর্তী কল কারখানা ও শহরে দূষনের হাত থেকে নদীকে রক্ষা করতে হব;

৩। নদীতে ক্রমাগত পলি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ইলিশের বাসস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য নদী পুনঃখনন করা দরকার;

৪। জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণের নিমিত্ত মাছ ধরা নৌকার লাইসেন্স প্রবর্তন করা দরকার। ফলে অবৈধভাবে মাছ ধরার নৌকা চিহ্নিত ও আটক করা সহজতর হবে;

৫। পরবর্তীতে এ ধরনের প্রকল্পে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সর্বনিম্ন ২৫,০০০ টাকার উপকরণ সহায়তার সংস্থান রাখা দরকার, যা তাদের পারিবারিক আয়কে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে;

৬। বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে গরু মোটাতাজাকরণ, ভ্যান গাড়ী ও সেলাই মেশিন বিবেচনা করা যেতে পারে;

৮। নৌকা ও জাল ক্রয়ের জন্য দলভিত্তিক স্বল্প সুদে ব্যাংক হতে ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার;

৯। মৎস্য সংরক্ষণ আইনে ইলিশ ধরার জালের ফাঁস এর সর্বনিম্ন সাইজ উল্লেখ থাকা দরকার। যাতে বড় ফাঁসের জাল ব্যবহার করে জেলেরা নির্বিঘ্নে মাছ আহরণ করতে পারে;

১০। জেলেদেরকে প্রণোদনা বাবদ প্রদত্ত অর্থ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করা দরকার;

১১। জাটকা ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর হতে আড়তদারদের লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা দরকার;

১২। কারেন্ট জাল তৈরী ও বিক্রয় বন্ধে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার;

১৩। মাছ ধরা বন্ধকালীন মাছ ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহন, ভক্ষণ ইত্যাদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করা উচিত;

১৪। জেলেদের সাথে মতবিনিময় করে মাছ ধরা বন্ধের সময় ২২ দিনের স্থলে ১৫ দিন করা যেতে পারে;

১৫। জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৬। জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে প্রশাসন , পুলিশ, কোস্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও নেভীর সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে;

১৭। ইলিশ সমৃদ্ধ এলাকায় ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য কর্মকতা (ইলিশ) পদ সৃষ্টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৮। জাটকা সমৃদ্ধ এলাকায় উপজেলা মৎস্য অফিসে কাঙ্খিত সেবা প্রদানের জন্য জনবল বৃদ্ধি করতে হবে;

১৯। জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণে আইন প্রয়োগ ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পৃথক ভাবে দুই কর্মকর্তার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন; এবং

২০। জাটকা সংরক্ষন কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার জন্য মসজিদের ইমাম, স্কুল শিক্ষক, সমাজকর্মী ইত্যাদিকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। দেশের নদ নদীর মোহনা ও উপকূলীয় এলাকায় বিস্তৃত জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা একান্ত দরকার। ইলিশ দেশের সম্পদ। এ সম্পদকে ধংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সুফলভোগী হিসেবে জেলেদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে ।

জাটকা সংরক্ষণে দুলাল মুনশীর ভাগ্য বদলেছে

বরিশাল সদর উপজেলাধীন শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের অন্তর্গত হবিনগর গ্রামের বাসিন্দা জনাব দুলাল মুনশী । বয়স আনুমানিক ৫২ বৎসর । পেশায় জেলে। পাশ্ববর্তী আড়িয়াল খাঁ নদীতে ইলিশ মাছ ধরে জীবিকা নিবার্হ করেন। তার পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮ জন (স্বামী- স্ত্রী, ২ছেলে, ছেলের বউ, ১মেয়ে ও ২ নাতনী)। পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য ২ জন { নিজে ও বড় ছেলে (৩২ বৎসর) }। নিজে লেখাপড়া না জানলেও ছোট ছেলে ও মেয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের ভিটে মাটিতে (৪ শতাংশ)ঘর তুলে বসবাস করছেন। নিজে ৮ - ১০ বছর বয়স হতে মাছ ধরা শুরু করে এখনো তা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি বছর জুলাই- অক্টোবর মাসে তারা পিতা পুএ মিলে গড়ে প্রতি ট্রিপে ৬টি করে ইলিশ ধরে ১৫০০ টাকা অধিক আয় করেছেন। বছরের অন্য সময়ে তারা ছোট মাছ ও চিংড়ি আহরণ করেন। তারা ইলিশ মাছ স্থানীয় শায়েস্তাবাদ বাজারের আড়তে বিক্রয় করেন। বিগত ২০১৭ সনে তিনি ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যায় টিনের ছাউনি ও টিনের বেড়ার ঘর পুনঃনির্মাণ করেছেন। এর আগে পুরাতন টিনের ছাউনি ও গোলাপাতার বেড়ার ঘর ছিল। ঘর তৈরীর সময় গ্রামীন ব্যাংক থেকে ঋন বাবদ ৪০,০০০/-ও ব্রাক থেকে ৬০,০০০/- ঋণ গ্রহন করেন । ইতোমাধ্য ব্রাক ঋণ পরিশোধ করেছেন এবং গ্রামীন ঋণের কয়েক কিস্তি অবশিষ্ট আছে মাত্র। তিনি জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প থেকে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ হিসেবে সুতার জাল পেয়েছেন যা দিয়ে তিনি মাছ আহরণ করেন। তার নিজস্ব নৌকা (মূল্য ১৫,০০০ টাকা) আছে। তার ঘরে ৪টি খাট/চৌকি, ৩টি ফ্যান ও ১টি মোবাইল ফোন আছে। তিনি প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সভা র‍্যালী ইত্যাদিতে অংশ গ্রহন করেন। তিনি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও ভাতা সহ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। নদীতে জাটকা ধরা বন্ধ থাকায় তিনি বেশী ইলিশ আহরণ করতে পারেন বলে জানিয়েছেন।

তার স্ত্রী বিলকিস (আনুমানিক বয়স ৪৫ বৎসর) জানান যে, তাদের দৈনন্দিন খাবারের কোন অভাব নেই। দুই ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবারের অসুখ বিসুখে চিকিৎসা সেবা গ্রহন করেন। তার স্বামী ও ছেলে নদী থেকে বেশী ইলিশ মাছ পায় বলেই তাদের পক্ষে প্রায় ঋণমুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি ছেলে মেয়ে ও নাতনী সহ সুখেই আছেন বলে জানান। দুলাল মুনশী ইলিশের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধির ও জেলেদের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।

৭.৩.৩ জেলেদের সাথে দলীয় আলোচনার (FGD) বিবরণী

জেলেদের সাথে ২টি দলীয় আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মৎস্য উপপরিচালকের কার্যালয় বরিশাল বিভাগ, বরিশাল এবং অপরটি উত্তর বাওলা গ্রাম হাঈমচর উপজেলা, চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলীয় আলোচনায় উপস্থিত জেলেদের তালিকা **(পরিশিষ্ট-)** প্রদত্ত হলো। দলীয় আলোচনা চেকলিষ্ট অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। দলীয় আলোচনায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে অভিমত উপস্থাপিত হয়েছেঃ

১) জেলেরা প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সুপরিচিত বলে জানান। প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত জাটকা ও মা মাছ সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা সভা, পথ সভা, র‍্যালী, অভিযান এ অংশ গ্রহন করেছেন। প্রকল্প শুরুর পূর্বে অবৈধ জাল ব্যবহার করে জাটকা অবাধে ধরা ও বিক্রয় করা হতো কিন্তু প্রকল্প শুরুর পর ধীরে ধীরে জেলে ও ক্রেতা বিক্রেতা সহ সাধারন মানুষ এর ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। বর্তমানে অল্প কিছু সংখ্যক জেলে অবৈধ জাল ব্যবহার করে জাটকা ধরছে যা ১০%-২০% এর বেশী নহে। বর্তমানে জাটকা ধরে জনপ্রতিরোধের কারণে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া অবৈধ জাল ও নৌকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক জব্দের ফলে জেলেদেরকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীনও হতে হচ্ছে বলে উপস্থিত জেলেরা জানান;

২) জেলেরা জানান যে, বর্তমানে সাধারন মানুষ স্বতস্ফূর্ত ভাবে জাটকা ও মা মাছ সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে এবং দিন দিন জনসচেতনতা বেড়েই চলেছে;

৩) জেলেরা জানান যে, জাটকা ও মা মাছ সংরক্ষণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইলিশের উৎপাদন ১.৫ হতে ২গুন বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে তাদের আয়ও বেড়ে গেছে। এতে জেলেরা ধীরে ধীরে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। বিগত জুলাই – অক্টোবর মাসে প্রতি কেজি (৩০০-৭০০ গ্রাম প্রতিটি) ইলিশ ৩০০-৫০০/- বিক্রয় হয়েছে। ফলে ইলিশ সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এসেছে;

৪) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বরিশাল জেলায় শুধু সুতার জাল ও চাঁদপুরে জাল সহ গরু-ছাগল, সবজি চাষ, ভ্যানগাড়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও সেলাই মেশিন বিতরন করা হয়েছে। উল্লেখিত উপকরণ সমূহ ব্যবহার করে জেলেরা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন;

৫) জেলেদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে তাদের আয়ের উৎসে ভিন্নতা এসেছে। এতে তাদের পারিবারিক আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৬) জেলেরা যুগ যুগ ধরে মহাজন / আড়তদার / দাদনদারদের উপর আর্থিক ভাবে নির্ভরশীল ছিল। তারা জানান যে, ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি তথা তাদের আয় বৃদ্ধির ফলে তারা মহাজন / আড়তদার / দাদনদারের ঋণের চক্র হতে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছেন। বর্তমানে আনুমানিক ৪০% জেলে জাল নৌকা ক্রয় ও মেরামত এবং ঘরবাড়ী মেরামত ও নির্মান সহ পারিবারিক বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্য গ্রামীন ব্যাংক, ব্র্যাক, কারিতাস, আইসিডি ইত্যাদি এনজিওর ওপর নির্ভরশীল। অবশিষ্ট ৬০% জেলে মহাজন/দাদন্দারদের ঋণ / দাদনের চক্র হতে বের হতে পেরেছেন। ইতোপূর্বে জেলেরা দাদনদার

মহাজনদের নিকট জাল-নৌকা ক্রয়ের জন্য ধর্ণা দিলেও চিত্র এখন পাল্টে গেছে। বরং মহাজন / দাদনদারেরা এখন জেলেদেরকে ঋণ/দাদন গ্রহণের জন্য উল্টো প্ররোচিত করছেন;

৭) জেলেরা জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তীতে সার্বিকভাবে অবৈধ জালের ব্যবহার ৮০%, প্রজননকালীন মা ইলিশ মাছ আহরণ ৯০% এবং জাটকা আহরণ ৬০% বন্ধ হয়েছে। ফলস্বরুপ ইলিশের উৎপাদন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে;

৮) জেলেদের মধ্যে শিক্ষার হার কম বিধায় তাদের পেশাগত আচার আচরণ পরিবর্তনে অধিক সময়ের প্রয়োজন। তবে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এ পরিবর্তনকে দ্রুততর করার জন্য এ ধরণের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা অতীব জরুরী; এবং

৯) ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপস্থিত জেলেগণ নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা পেশ করেছেনঃ

ক) প্রত্যেক জেলেকে কম/ ভর্তুকি মূল্যে জাল সরবরাহ করা দরকার;

খ) কারেন্ট জালের উৎপাদন ও সরবরাহ যে কোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে;

গ) মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ কঠোর ভাবে প্রয়োগ ও জেল-জরিমানার পরিমাণ বাড়াতে হবে;

ঘ) প্রত্যেক জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় আনতে হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় মাছ চাষ, বিল ব্যবস্থাপনা, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি কার্যক্রমে জেলেগণকে ব্যপকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে;

ঙ) "একটি বাড়ী একটি খামার" অথবা অনুরুপ প্রকল্প জেলেদেরকে নিয়ে শুরু করতে হবে। তাদের সঞ্চয়ের উপর জোর দিতে হবে। দাদন / ঋণের দুষ্ট চক্র হতে তাদেরকে বের করতে হবে;

চ) সার্বিক ভাবে ইলিশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নমূলক নতুন প্রকল্প দেশ ও জনগণের স্বার্থে গ্রহণ করতে হবে;

ছ) জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে নদীতে গলদা চিংড়ি, পোয়া, পাঙ্গাস, আইড়, রুই, কাতলা, শোল, শিং ও মাগুর ইত্যাদির উৎপাদন তথা জীববৈচিত্র্যে ধীরে ধীরে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে তাদের মাছ ধরা থেকে আয় পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে;

জ) জেলেদের নির্বিঘ্নে ব্যবহারের জন্য জালের সর্বনিম্ন ফাসেঁর আকার জরুরী ভিত্তিতে নির্ধারণ করে দেওয়া দরকার যাতে মাছ ধরার সময় হয়রানির শিকার না হতে হয়; এবং

ঝ) ইলিশের ডিম / রেণু রক্ষার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন বন্ধ রাখতে হবে। কারণ এ সময় ড্রেজিং করা হলে অনেক ডিম / রেণু ব্যাপক ভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

৭.৩.৪ আড়তদার/ মহাজনদের দলীয় আলোচনা (FGD) বিবরণী

চিত্র ৭.১৮: আড়তদার/ মহাজনদের সাথে দলীয় আলোচনা (বরিশাল)

আড়তদার/মহাজনদের সাথে একটি দলীয় আলোচনা মহিপুর বাজার, কলাপাড়া, পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত আড়তদার/মহাজনদের তলিকা এতদসঙ্গে (পরিশিষ্ট-)প্রদান করা হলো। আলোচনায় নিম্ন বর্নিত অভিমত উপস্থাপিত হয়েছেঃ

২) উপস্থিত মহাজন / আড়তদারগণ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত বলে জানান। তারা জানান যে জেলেসহ সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্ত ভাবে জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও অবৈধ জাল ব্যবহার করে নির্বিচারে জাটকা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছেন। জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের মতে প্রায় ৬০% জাটকা ধরা বন্ধ হয়েছে। প্রকল্পের পূর্বে জাটকা খোলা বাজারে যেখানে সেখানে বিক্রয় হতো। বর্তমানে জেলেরা জনপ্রতিরোধের কারণে জাটকা বিক্রয় খোলা বাজার করতে পারে না কারণ সাধারণ মানুষের কাছে হেয় হওয়া এবং ধরা পড়লে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইলিশের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের আড়তে মাছের আমদানী বেড়েছে। ফলে তাদের আয়ও পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বড় আকারের ইলিশ মাছ বেশী পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া দাদন গ্রহীতা জেলের সংখ্যাও কমে গেছে। যাহোক, আড়তদারগণ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জেলেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিম্ন বর্ণিত সুপারিশ পেশ করছেনঃ

১) মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, নৌপুলিশ, কোষ্টগার্ড এর সহযোগিতা চালু রাখা দরকার;

২) জাটকা ও মা মাছ ধরা বন্ধের সময় জেলেদের ভিজিএফ এর চালের পরিমাণ বাড়ানো দরকার;

৩) আড়তদার/ মহাজনদের সাথে যারা কাজ করে তাদেরকেও প্রকল্প থেকে সহযোগিতা করা দরকার;

৪) ইলিশ অভয়াশ্রমে মাছ সংরক্ষণের জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি করা দরকার;

৫) জেলেদের ঋণের ভার কমানো ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ ধরণের প্রকল্প চালু রাখা দরকার;

৬) জেলেদের জাটকা ও মা মাছ ধরা থেকে বিরত রাখতে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যহত রাখা দরকার; এবং

৭) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ ও অর্থের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন।

৭.৩.৫ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কমকর্তাবৃন্দের / মতামত

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে জেলেসহ সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় সচেতনতামূলক সভা, নৌ ও পথ র‍্যালী, বিল বোর্ড স্থাপন, পোষ্টার-লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক উপজেলায় যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন ও প্রজননকালীন মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণের জন্য মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয়েছে। যে সমস্ত উপজেলায় ইলিশ অভয়াশ্রম রয়েছে সেখানে অবৈধ জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করা হয়েছে। অভয়াশ্রম এলাকায় গণসংযোগ ও প্রচার প্রচারণা জোরদার করা হয়েছে। আইন প্রয়োগের চেয়ে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও জাটকা সম্পদ রক্ষায় অবৈধ আহরণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে আর্থিক ও লজিষ্টিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিম্নের সারণিতে অভিযান/ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার তথ্য প্রদত্ত হলোঃ

সারণি ৭.৭: আভিযান/ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় তথ্যাবলী (২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা (গড়)	মন্তব্য
১	পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা (টি)	৫৪৮	
২	পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত সংখ্যা (টি)	১৮০	ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল
৩	প্রদত্ত মামলার সংখ্যা (টি)	৯৯	
৪	জেল প্রদানের সংখ্যা (জন)	৪৬	
৫	আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	২.৪৯ লক্ষ	
৬	জব্দকৃত ইলিশ/জাটকা পরিমাণ (মে.টন)	৯.৮৭	জব্দকৃত মাছ গরীব দুঃস্থ ও মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
৭	জব্দকৃত ইঞ্জিন বোট/ দেশীয় নৌকার সংখ্যা (টি)	৬১	

উপরে সারণি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অভিযান/ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় কার্যকর ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেক বৎসর গড়ে ৫১৬টিরও অধিক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেছেন। তাঁরা অভিজ্ঞতার আলোকে আরো জানিয়েছেন যে, জাটকা সংরক্ষণে আইন প্রয়োগের চেয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি বেশী ফলপ্রসূ। জাটকা সংরক্ষণ ও জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন টাস্কফোর্স কমিটির সহায়তায় জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ নির্বাচন, সংগ্রহ ও প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বিকল্প

কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে জাল, রিকশা ভ্যান ও সেলাই মেশিন বেশী কার্যকর বলে তারা জানিয়েছেন। জেলেরা এভাবে বিকল্প আয়ের মাধ্যমে পরিবারে বর্ধিত আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

পূর্বের তুলনায় ৮০% অধিক জাটকা সংরক্ষিত হচ্ছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জাটকার প্রাচুর্য্যতা বৃদ্ধি ছাড়াও নদীতে পাঙ্গাস, আইড়, পোয়া, চিংড়ি ইত্যাদি মাছের উৎপাদন বেড়েছে। নদীতে বিশেষ ভাবে অভয়াশ্রম এলাকায় জীব-বৈচিত্র্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় ৯০% অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন। জাটকা সংরক্ষণে সমাজের সর্বস্তরের জনগণ অনেক বেশী সচেতন। জাটকা জেলেরা ইতোপূর্বে জাটকা সংরক্ষণে অসহযোগিতা করলেও বর্তমানে তারা সহযোগিতা করছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে এ ধরনের প্রকল্প চালু রাখা প্রয়োজন তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৭.৩.৬ জেলা মৎস্য কমকতাবৃন্দের মতামত

প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা মৎস্য কমকর্তাগণ দিক নির্দেশনা প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জাটকা রক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রানীসম্পদ মন্ত্রণালয় কতৃক গঠিত জেলা টাস্ক ফোর্স কমিটিতে তিনি সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অধীন জেলায় নদীতে জাটকা আহরণ ও বিপণন বন্ধ করার জন্য ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য আড়ত, মাছ ঘাট ও বাজারে জাটকা বিপণন নিরুৎসাহিত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তার উদ্যোগ জাটকা নিধনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য তালিকা অনুমোদন সহ উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প হতে জেলা কার্যালয়ে কোন জনবল ছিল না। তাছাড়া ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য প্রশাসন ও পুলিশের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রকল্পে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় জেলেদেরকে জাটকা ধরা থেকে আংশিকভাবে হলেও বিরত রাখা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পে জাটকা সংরক্ষণে জেলেদের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সভা, সেমিনার,পথ,ও নৌ র‍্যালী, জাটকা সপ্তাহ উদযাপন, প্রজননকালীন মা ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ রাখা, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ ও বিলবোর্ড স্থাপনের সুযোগ ছিল। ফলে জাটকা সংরক্ষণে সকল মহলের সহযোগিতা পাওয়া গেছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় ইলিশের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি

জাটকা ও মা মাছ সংরক্ষণে সামাজিক আচরণ পরিবর্তন ও অনুশীলন মুল্যায়ন

১) জেলেদের চুরি করে জাটকা ধরার প্রবণতা পূর্বের তুলনায় কমেছে;
২) বাজারে জাটকা বিক্রয়ে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়;
৩) জেলেদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে;
৪) জেলেদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, উন্নত হয়েছে;
৫) সমাজের সর্বস্তরে জাটকা সংরক্ষণে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে;
৬)জেলেদের সমাজে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশ ফিরতে শুরু করেছে;
৭) জেলেদের ঋণমুক্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে;
৮) পরিবারের মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
৯) ইলিশ সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণ ধারণায় পরিবর্তন শুরু হয়েছে; এবং
১০) সরকারী-বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থার সাথে জেলেদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পেয়েছে এবং ইলিশের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এসেছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগন ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশ সমূহ পেশ করেছেনঃ

১) ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এ ধরণের প্রকল্প পুনরায় চালু করা দরকার;

২) উন্মুক্ত জলাশয়ে (নদী ও নদীর মোহনা এলাকা) মৎস্য ব্যবস্থাপনা শুরু করার লক্ষ্যে মৎস্য ভবনে একজন পরিচালক ও সহায়ক জনবলের সমন্বয়ে উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা শাখা চালু করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে সংশিষ্ট উপজেলায় অফিসার (ইলিশ) পদ সৃজন ও তা পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার;

৩) জেলেদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্য সহায়তা বৃদ্ধিসহ তা অব্যাহত রাখা যেতে পারে;

৪) সাধারণ মানুষের প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের জন্য ইলিশ সহ উপকূলীয় এলাকায় জলজ সম্পদের উন্নয়ণ ও আহরণ নিশ্চিত করা দরকার;

৫) জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমে জেলে ছাড়াও স্কুলের শিক্ষক, ইমাম, সমাজকর্মী, জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার;

৬) জেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকতাদের মৎস্য সংরক্ষণ আইন/ ১৯৫০ প্রয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পন করা দরকার;

৭) জাটকা ইলিশ ধরার কাজে ব্যবহৃত নৌকার লাইসেন্স মৎস্য অধিদপ্তর হতে বাধ্যতামূলক ভাবে সংগ্রহের বিধান মৎস্য সংরক্ষণ আইনে সংযোজন করা প্রয়োজন; এবং

৮) বাণিজ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর যৌথ স্বাক্ষরে ইলিশ আড়তদারদের ব্যবসার লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা দরকার। ফলে অবৈধ ভাবে জাটকা আহরণ ও বিপণণে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সহজেই চিহ্নিত ও আইনের আওতায় আনা সহজতর হবে।

৭.৩.৭ জেলেদের সামাজিক পরির্বতন ও অনুশীলন মূল্যায়ন

১) জেলেরা হত দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে কম। তারা পুরুষানুক্রমে এ পেশার সাথে জড়িত। তাদের ধারণা জাটকা ও ইলিশ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এ সম্পদের কোন শেষ নেই। নদীতে মাছ থাকলে তারা ধরবে এবং এভাবে তাদের জীবন ও জীবিকা চলবে।

প্রকল্পের শুরুতে নির্বিচারে জাটকা ধ্বংসের পরিণাম সম্পর্কে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। প্রকল্প শুরুর পর জাটকা সংরক্ষণে উদ্যোগ নেয়া হলে তারা সহজেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেয়েছেন। ফলে প্রকল্প থেকে জাটকা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কাযক্রম যেমন সভা, পোস্টার, লিফলেট, টিভি নাটক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচারিত হলে তারা সহজেই সচেতন হওয়ার

সুযোগ পেয়েছেন। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে অভিযান, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালনের ফলে তারা জাটকা আহরণে আইনগত নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। মাছ ধরা বন্ধকালীন তাদেরকে ভিজিএফ এর আওতায় প্রণোদনা স্বরূপ চাল দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প থেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়া হয়েছে । তবুও তারা চুরি করে জাটকা আহরণ থেকে পুরোপুরি বিরত হতে পারছেন না। কারণ সামাজিক কিছু রীতি পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময় (নিম্নে ১০ বৎসর) প্রয়োজন। তবে এ পরিবর্তনকে কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীতকরণে জন্য সহায়ক কার্যক্রম অব্যহত রাখা প্রয়োজন।

২) জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকা আহরণ ইলিশ সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক। তাই জাটকা আহরণ ও বিপণন গর্হিত অপরাধ হিসাবে সমাজে বিবেচিত হচ্ছে। যারা এর সাথে জড়িত হচ্ছে তারা অপরাধী হিসাবে সমাজে চিহ্নিত হচ্ছে। ইলিশের মত নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার এটি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এতদসত্ত্বেও যারা নানা কৌশলে জাটকা আহরণ ও বিপণনে জড়িত হয়েছেন তারা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন।

৩) জীবনে উন্নতির জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সমাজের সবর্স্তরে শিক্ষার জোয়ার এসেছে। এমতাবস্থায় জেলে পরিবারের ছেলে মেয়েরাও শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায় কোন অনীহা পরিলক্ষিত হয়নি। উল্লেখ্য ছেলেরা একটু শিক্ষিত হলেই মাছ ধরা পেশা ব্যতীত অন্য পেশা গ্রহনে আগ্রহী হচ্ছে। ফলে মাছ আহরণে কিছুটা হলেও চাপ কমতে শুরু করেছে।

৪) ইলিশ উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়াতে জেলেদের আয় বেড়েছে। ফলে তাদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, বিনোদন ইত্যাদি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। কোন জেলে পরিবারে খাদ্য ঘাটতি নেই বললেই চলে। তাদের বাসস্থান পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল হয়েছে। পানীয় জল ও পয়;নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সম্মত হয়েছে। পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হলে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য বেড়েছে বলে জানা গেছে। অনেক জেলে পরিবার এখন টিভি সেটের মালিক। অধিকাংশ জেলে পরিবারের বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। যোগাযোগের জন্য অধিকাংশ জেলের মোবাইল সেট রয়েছে।

৫) ইলিশ উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় জেলেদের পরিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তাদের পারিবারে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে জেলেদের সামাজিক অস্থিরতা অনেকটা কমে এসেছে। তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৬) প্রকল্পের পূর্বে জাল নৌকা ক্রয়, ঘরবাড়ী মেরামত, খাদ্য ক্রয় ইত্যাদি চাহিদা পূরণের জন্য জেলেরা ঋণের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা মহাজন/দাদনদারদের ঋণ চক্র থেকে কদাচিৎ বের হতে পারত। তারা দাদনদার/মহাজন/আড়তদারদের কাছে অধিকাংশ সময় ঋণগ্রস্ত থাকতো। তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা ধীরে ধীরে ‘ঋণ চক্র’ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ব্র্যাক, আশা, গ্রামীন ব্যাংক, ও অন্যান্য স্থানীয় এনজিও জেলে পরিবারের মহিলাদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করেছেন। ফলে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পারিবারিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা স্বীকৃত হচ্ছে। এভাবে জেলে পরিবার সমুহ আর্থিক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৭) সরকারী বেসকারী বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থান সাথে জেলেদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তারা উন্নয়নে বিভিন্ন ধারণা/ কর্মসূচী/উদ্যেগের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। ইতিমধ্যে USAID এর সহায়তাপুষ্ট The World Fish Center এর উদ্যোগে Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh (ECOFISH-BD) Project জেলেদেরকে সংগঠিত করে ইলিশ সম্পদ রক্ষা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও বিকল্প কর্মসংস্থানের কার্যক্রম শুরু করেছে। এ কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলছে। যাহোক, সামগ্রিকভাবে জেলেদের সাথে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থার যোগাযোগ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এ ধরণের কার্যক্রম পুরুষের চেয়ে মহিলাদেরকে লক্ষ্য করেই পরিচালিত হচ্ছে। ফলে পারিবারিক উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অদূরভবিষ্যতে পরিবারের সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

Enhanced Coastal Fisheries in Bangladesh (ECOFISH-BD) Project

ইউএসএইডের অর্থায়নে ইকোফিশ প্রকল্পটি ওয়ার্ল্ডফিশ এবং বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) কর্তৃক দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জেলে সম্প্রদায়ের জীবন জীবিকা উন্নয়ন ও গবেষণা মাধ্যমে মৎস্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য যৌথ প্রয়াস। প্রকল্পটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ করে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় পরিবেশ থেকে টেকসই প্রয়োগবিদ্যা ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবকে প্রশমিত করার জন্য উপকূলীয় পরিবেশের সর্বাধিক সুবিধা উপভোগ করতে চায়। ECOFISH-BD প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনায় নারীদের ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরে এবং লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক নিয়ম এবং প্রথাগুলিকে হ্রাস করে যা সম্প্রদায়গুলিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ১০০০ জেলে পরিবারের সদস্য প্রায় ৫০% নারী যারা প্রকল্প থেকে সরাসরি উপকৃত হবে। এই প্রকল্পটি আগামী তিন বছরে নারীর অংশ গ্রহণে ৫০০টি ইলিশ সংরক্ষণ দল গঠণের লক্ষ্যে কাজ করছে। নারী সুবিধাভোগীদের জন্য জীবনধারণের সমর্থনও প্রদান করা হয়েছে এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সঞ্চয়ী গ্রুপ ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। পরিবেশের অবনতির কারণে এবং ওভারফিশিংয়ের শিকারে ইলিশের আবাসস্থল সমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাপ্ত হয়েছে। ইকোফিশ প্রকল্পটি পাঁচ বছরের মেঘনা নদী অববাহিকায় ইকোসিস্টেমিতে ইলিশ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান করে উপকূলীয় / অববাহিকায় IUU মোতাবেক মাছ ধরার কৌশলে সহায়তা করবে; সরকার এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষমতা জোরদার; প্রয়োগকরণ ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; বেসরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা ও অংশীদারিত্বের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্মাণ; মৎস্য সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সমুদ্রসীমা সুরক্ষিত এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG Goals) সাথে সম্পর্কিত ও ইলিশের উপর নির্ভরশীল এমন সম্প্রদায়ের জেলেদের জীবিকার জন্য স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

৭.৩.৮ জাটকা সংরক্ষণে সহায়ক সংস্থার (প্রশাসন, পুলিশ, নৌ-পুলিশ, কোষ্টগার্ড, র‍্যাব) প্রতিনিধিদের মতামত (KII)

জাটকার বিচরণ ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। জাটকা আহরণের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। জাটকা সংরক্ষণের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল ও জলযানের ঘাটতি রয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রয়োগের ম্যাজিট্রেসী ক্ষমতা মৎস্য অধিদপ্তরের হাতে নেই। এমতাবস্থায় সহায়ক সংস্থা – প্রশাসন, পুলিশ, নৌ-পুলিশ, র‍্যাব, কোষ্টগার্ড, ও নেভীর সহায়তায় যৌথভাবে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে সকলেই অভিমত ব্যক্ত করেন। জাতীয় মাছ ইলিশ। এ মাছের উপর বহু লোকের জীবিকা নির্ভরশীল। তাছাড়া এ মাছ আমাদের জন্য দেশ- বিদেশে গৌরব বয়ে নিয়ে আসে। ইতোমধ্যে এ মাছ ভৌগলিক নিদর্শক (Geographical Index) পন্য হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ মাছের গুরুত্ব রয়েছে। প্রকল্প শুরুর পর হতে জাটকা সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন বলে জানান। তবে চাহিদার তুলনায় মাঠ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল ঘাটতি রয়েছে বলে তারা জানান। এ জন্য আংশিকভাবে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের অংশগ্রহনে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা প্রশংসার দাবী রাখে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন বিশেষভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদান করে কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছেন। একই ভাবে পুলিশ ফোর্স সহযোগিতা করেছে। নৌ-পুলিশ, কোষ্টগার্ড, র‍্যাব, নেভী স্বস্ব অবস্থানে থেকে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করেছেন। জাটকা সংরক্ষণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কেবল তা নিশ্চিত করা যেতে পারে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ হলেও ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা প্রয়োজন। নির্বিচারে ইলিশ পোনা ও জাটকা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণে জেলেদের মধ্যে স্ব-উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে। ফলে ইলিশের প্রতি কেজি মূল্য কমে বর্তমানে সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এসেছে। ইলিশ প্রজননের সময় ইলিশ ধরা, পরিবহন, বিপনন ও খাওয়া একই সঙ্গে বন্ধ করা উচিত। জাটকা-ইলিশ প্রাকৃতিক সম্পদ হলেও এর সুফলভোগী জেলেরাই। বিধায় এ সম্পদ রক্ষার্থে তাদেরকে সংগঠিত করে দায়িত্ব প্রদান করা উচিত বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই অভিমত ব্যক্ত করেন। যাহোক, তারা ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিম্ন বর্ণিত সুপারিশ প্রদান করেছেনঃ

১) জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত প্রচার প্রচারনা অব্যাহত রাখা উচিত;

২) জাটকা সংরক্ষণে অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখা দরকার;

৩) পরিচয় পত্রধারী সকল জেলেকে ভিজিএফ এর আওতায় আনা উচিত। ফলে জেলেদের মধ্যে সামাজিক অস্থিরতা কমে আসবে;

৪) বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জেলেদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা দরকার;

৫) জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমে জেলেদের মতামতের প্রতিফলন থাকা বাঞ্চনীয়;

৬) মৎস্য ভবনে ইলিশ উন্নয়ন বিষয়ক পৃথক শাখা সহ মাঠ পর্যায়ে জনবল, যানবাহন ও অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো দরকার;

৭) আড়তদার/মহাজন কর্তৃক জাটকা জেলেদেরকে অবৈধ জাটকা আহরণে প্ররোচিত করা হতে বিরত রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৮) জাটকা সংরক্ষণে জনপ্রতিনিধিদেরকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে;

৯) মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ সম্পর্কিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত;

১০) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য সূচিতে ইলিশ মাছ সম্পর্কিত অধ্যায় সংযোজন করা দরকার যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা কিশোর বয়সেই ইলিশের জীবনচক্র সমন্ধে জানতে পারে; এবং

১১) সরকারী-বেসরকারী সেবা সংস্থার মাধ্যমে জেলেদেরকে সংগঠিত ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় কর্মসূচী চালু করা দরকার।

৭.৩.৯ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি সম্পর্কে মুল্যায়ণ

নদী মোহনা বিস্তৃত জলাশয়ে জাটকা ইলিশ সংরক্ষণ একটি চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব। মৎস্য অধিদপ্তরের দ্রুতগতি সম্পন্ন ১০টি এফ আর পি বোট ও কয়েকটি স্পীড বোট ছাড়া কোন জলযান নেই। মৎস্য অধিদপ্তরের উপকূলীয় জেলা সমূহে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বিশেষ ভাবে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন ও ইলিশ প্রজননকালীন মাছ ধরা বন্ধ নিশ্চতকরণের জন্য অন্যান্য জেলা হতে ডেপুটেশনে কর্মকতাদের কাজের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। উপরক্ত নৌকা/ ট্রলার ভাড়া ও জ্বালানী বাবদ অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের দরুণ দায়িত্ব পালন করা সহজসাধ্য হয় না।

১) মৎস্য ও প্রানীসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন টাস্ক ফোর্স জাটকা সংরক্ষণ সহ ইলিশ উৎপাদনে দিক নির্দেশনা প্রদানের ফলে সার্বিক ভাবে জাটকা রক্ষণাবেক্ষণে কাজের অভিজ্ঞতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য জেলা টাস্ক ফোর্স এ জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা টাস্ক ফোর্স এ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংকটপূর্ণ মূহুর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন। পুলিশ, নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড এর সহযোগিতা কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

২) অবৈধ জাটকা আহরণ, পরিবহন ও বিপণন, রোধে বিভাগীয় কমকর্তাগণ তাৎক্ষনিক ভাবে তা আইনের আওতায় এনে মালামাল জব্দ, অপরাধীকে আটক ও মামলা দায়ের করতে তৎপর হয়েছেন। এ ব্যাপারে মৎস্য বিভাগীয় উপরিচালক সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩) ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ ও জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, পথ ও নৌ র‍্যালী, বিভিন্ন প্রকার বুকলেট, লিফলেট ,পোস্টার, হ্যান্ডবিল প্রকাশ এবং ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যাপক, প্রচার প্রচারণা ও বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন, প্রজননকালীন ২২ দিন ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণ, মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন ইত্যাদি জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ফলশ্রুতিতে ইলিশ মাছের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশ মাছের গড় আকার ও ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪) জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ইলিশ সম্পদের আরো উন্নয়ন করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। এ জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ইলিশ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা দরকার।

৫) বিগত জুন ২০১৫ মাসে প্রকল্প সমাপ্তির পরেও রাজস্ব বাজেটের আওতায় জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসন, র‍্যাব, পুলিশ, কোস্টগার্ড, নৌ, পুলিশ ও নেভীর সহযোগিতায় কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় চলমান রয়েছে।

৭.৩.১০ জাতীয় কর্মশালা

বিগত ৩১ মে ২০১৮ ইং তারিখে আইএমইডি এর সম্মেলন কক্ষে, আইএমইডি,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ কতৃক আয়োজিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত ' জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের উপর একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম,সচিব, আইএমইডি, বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব অরুন কুমার মালাকার, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় , সভাপতি হিসেবে জনাব নাসিমা মহসিন , মহাপরিচালক, আইএমইডি, সেক্টর পরিচালকগণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার মুখ্য আলোচক ও র‍্যাপোটিয়ার মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পর্কে সংক্ষেপে মতামত উপস্থাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ উৎপাদন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান, ইলিশ জাটকা আহরণ, জাল ও নৌকার ব্যবহার, ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, ইলিশ পরিবহন,বিপনন ও ইলিশ সম্পর্কিত গবেষণা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনায় নিম্ন বর্নিত বিষয়সমূহ সুপারিশ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেঃ

চিত্র ৭.১৯: আইএমইডি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম,সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রাণলয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

<u>সুপারিশ</u>

১) প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত গবেষণা ফলাফল ভবিষ্যতে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে;

২) নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় Feasibility Study, Baseline এবং Exit Plan বিবেচনায় রেখে ডিপিপি প্রনয়ণ করা আবশ্যক;

৩) পরিবেশ দূষণ ও নাব্যতা সংকট সমাধানে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প প্রস্তুত ওবাস্তবায়ন করা আবশ্যক;

৪) ইলিশ মাছের বিচরণ রয়েছে এমন নদী ও সমুদ্র এলাকাকে উন্নয়ন প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করা সমীচিন হবে;

৫) সঠিক জেলে নির্বাচনের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান, খাদ্য সহায়তা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে;

৬) প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ও জেলেদের জীবনমান উন্নতকরণের বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রকল্প প্রণয়ন করা আবশ্যক;

৭) অভয়াশ্রমের সীমানা দৃশ্যমান বস্তু যথা নদী এলাকায় বয়া এবং স্থলভাগে সাইনবোর্ড স্থাপন করে নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন; এবং

৮) গবেষণা ফলাফলের উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন (Research Report)বিএফআরআই কর্তৃক প্রকাশ করতে হবে।

নদী দূষণ ও প্রভাব

ভয়াবহ বিপর্যয়ের কবলে দেশের প্রধান ২৩০টি নদ-নদী। দূষণ, দখল ও নাব্যহীনতার কবলে নদীগুলোর অস্তিত্ব বিলীনের পথে। যেটুকু অবশিষ্ট তাও এখন বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। মরে সাফ হয়ে যাচ্ছে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল। একসময়ে নদীর সুপেয় পানি এখন কালো আলকাতরা। শিল্পকারখানার বর্জ্য, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক, কীটনাশক, নৌযানের ব্যবহৃত তেল, ট্যানারি ও মনুষ্যবর্জ্য নদী ধ্বংসের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

ঢাকার জনসংখ্যা ও শিল্প দু'টিই সমান তালে বাড়ছে। ফলে এত বিপুল জনগোষ্ঠীর শহরের বর্জ্য নির্গমনের কারণে খুব সহজেই দূষিত হচ্ছে এসব নদ-নদী, জলাশয়, খাল, বিল ও জলাধার। ঢাকার সাত হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৯টি প্রধান শিল্প এলাকা (হটস্পট) থেকে প্রতিদিন ৯০ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য এবং ১৩ লাখ ঘনমিটার পয়ঃবর্জ্য এবং চার হাজার টন কঠিন বর্জ্য ঢাকার আশপাশের নদীতে পড়ছে। ফলে পানিবাহিত রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মকভাবে। পানি অক্সিজেনশূন্য হওয়ায় প্রাণ ধারণে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

দেশজুড়ে শিল্পকারখানা থেকে বিষাক্ত কেমিক্যাল, এসিড, এলকালি, হেভি মেটাল, নানা রকম রঞ্জক পদার্থ শুধু উপরিভাগের জলরাশি নয় ভূগর্ভস্থ পানিকেও দূষিত করে তুলছে। ক্রোমিয়াম মিশ্রিত তরল বর্জ্য মাছের প্রজননক্ষমতা হ্রাস করে। ডায়িং কারখানা থেকে বিষাক্ত রঞ্জক পদার্থ প্রাণিকুলের নানা রকম রোগ বৃদ্ধিসহ খাদ্য চক্রের বিষক্রিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি করছে।

নদীর পানিতে যেসব ভারী ধাতু মেশে, তা সাধারণত তলদেশে জমা হয়। যেসব মাছ কাদামাটি খায়, সেসব মাছ খেলে বেশি মাত্রায় ভারী ধাতু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। মাছ ছাড়াও নদীর তলদেশে শামুক-ঝিনুক এসব ধাতু মিশ্রিত কাদামাটি খায়। আর হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয় শামুক ও ঝিনুক। ফলে শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীরেই প্রবেশ করে এসব ভারী ধাতু। এভাবে খাদ্যচক্রের প্রতিটি ধাপেই এসব ভারী ধাতুর প্রভাব রয়েছে।

এসব পানি ব্যবহারে মানুষের স্বাস্থের যেমন ক্ষতি করছে তেমনি জলজ বাস্তু সংস্থানেরও ক্ষতি করছে। প্রতিদিনই হাজার হাজার লিটার অপরিশোধিত শিল্পবর্জ্য গিয়ে মিশছে দেশের প্রধান নদ-নদীগুলোর পানিতে। নির্ধারিত মানমাত্রার বহুগুণ ভারী ধাতবও যাচ্ছে এর সঙ্গে। ক্রোমিয়াম আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম ও সিসার মতো ভারী ধাতু জমা হচ্ছে নদীর তলদেশে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দূষণ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়েছে ঢাকার বাইরের নদীগুলোও। নদীর পানি ও তলদেশে জমে থাকা মাত্রাতিরিক্ত ভারী ধাতু খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফুসফুস, কিডনি, লিভার ও হার্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সূত্র দৈনিক প্রথম আলো (২৭/০৫/২০১৭ ইং), দৈনিক সংগ্রাম (১৮/১১/২০১৬ ইং)

নদীর নাব্যতা সংকট

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্ম নদীর পানিতে বয়ে আনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিকণা দিয়ে। লাখো বছরের প্রক্রিয়ায় পলি সঞ্চয় করে নদীই গড়ে তুলেছে 'ব' আকৃতির পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের প্রধান নদীগুলো তার যৌবন হারাচ্ছে, শাখা নদী, উপনদীগুলো মরে বিলীন হয়েছে। সরকারি তথ্যেই নদ-নদীর সংখ্যা ৭০০ থেকে ৪০৫-এ নেমেছে। বেসরকারি তথ্যে এ সংখ্যা আরো কম—২৩০। নদীর উজানে অন্য দেশের বাঁধ নির্মাণ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আর দখল রাজত্ব নদীকে অঙ্গহানি করে তিলে তিলে মারছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিল্পবর্জ্যের দূষণ, অবৈধ দখল ও অতিরিক্ত পলি জমে ভরাট হয়ে আজ দেশের অধিকাংশ নদ-নদী হুমকির মুখে পড়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদ-নদীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর শঙ্কা। উজানে সীমান্তের ওপারে বাঁধ তৈরি করে একতরফা পানি সরিয়ে নেওয়ার ফলে নদীগুলোতে দেখা দিয়েছে নাব্য সঙ্কট। প্রতি বছর নদীগুলো বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ১.২ বিলিয়ন টন পলি বহন করে নিয়ে যায়। এই অতিরিক্ত পলি জমে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ঢাকার চার নদীসহ শহরের বুক দিয়ে বয়ে চলা অধিকাংশ নদ-নদীর শিল্পবর্জ্যর দূষণে প্রাণবৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। নদীর বুকে চলছে অবৈধ দখল।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নদ-নদীর এই অপমৃত্যুর কারণে বাড়ছে নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, কমছে আবাদি জমি, বাড়ছে জলাবদ্ধতা। নদীভিত্তিক অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এতে করে বাংলাদেশ বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ছে। বাড়ছে পরিবেশ বিপর্যয়। বাস্তুহারা ও অভিবাসী হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। সম্প্রতি জাতিসংঘের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে উপকূলীয় ১২টি জেলার প্রায় দুই কোটি মানুষ অভিবাসী হয়ে যেতে পারে।

স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা ছিল সাত শরও বেশি, এখন তা ৪০৫টিতে নেমেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর তথ্যে নদীর সংখ্যা আরো কমে ২৩০টিতে নেমেছে। মুক্ত পানির সঙ্গে সখ্য থাকা মাছও হারিয়ে যাচ্ছে নদীর সঙ্গে। একসময় দেশের মাছের চাহিদার প্রায় পুরোটাই জোগান দিত দেশের নদ-নদী, হাওর, বাঁওড় ও বিলগুলো। প্রতিবছর যেমন নদী কমছে, কমছে মিঠা পানির মাছের পরিমাণও। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশের নদীগুলোতে একসময় ২৯০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। এখন এ সংখ্যা ১০০-র নিচে।

নদ-নদীর মাছ কমে যাওয়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ কালের কণ্ঠকে বলেন, জলাশয় সংকুচিত হচ্ছে। নদ-নদীতে মাছের প্রজননক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে, বিচারণক্ষেত্র কমে যাচ্ছে। এ কারণে মাছের উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। তবে এ সরকার নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য এরই মধ্যে নদী খননের বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।

সূত্র দৈনিক কালেরকণ্ঠ (২৭/০১/২০১৮ ইং), দৈনিক প্রথম আলো (০৮/০৬/২০১৭)

অষ্টম অধ্যায়

সমীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ

৮.১ পর্যবেক্ষণ , সমস্যা, ফলাফল ও সুপারিশ (কম্পোনেন্ট - এ)

৮.১.১ পর্যবেক্ষণ

i. প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি দক্ষতার সাথে প্রস্তুত করা হয়নি। ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় প্রকল্পটি পর পর ২(দুই) বার সংশোধন করতে হয়েছে। ফলে প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের গতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে;

ii. ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা আবশ্যক থাকলেও তা করা হয়নি;

iii. প্রকল্পের আওতায় জাটকা জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে সর্বনিম্ন ২,০০০ ও সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা ধার্য ছিল। ১ম সংশোধিত আরডিপিপিতে সর্বনিম্ন ৬,০০০ ও সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ২য় সংশোধিত আরডিপিপিতে প্রত্যেক ট্রেডের জন্য ১০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে প্রথম দিকে যারা উপকরণ গ্রহণ করেছে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে;

iv. জাটকা ইলিশ সমৃদ্ধ জেলা সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রণীত না হওয়ায় উক্ত এলাকাসমূহে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি;

v. অবৈধ জাটকা আহরণে ব্যবহৃত অযান্ত্রিক/যান্ত্রিক নৌকা সনাক্তের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না;

vi. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জাটকা জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সম্প্রসারণমূলক সেবাদান এবং অবৈধ জাটকা জেলেদের বিরুদ্ধে মৎস্য আইন প্রয়োগের মত দ্বৈত কাজ সম্পাদনে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে;

vii. ইলিশ অভয়াশ্রম সমূহের সীমানা চিহ্নিত করা হয়নি। সীমানা চিহ্নিত না হওয়ার দরুণ ফলে জনসাধারণ অভয়াশ্রমে মৎস্য আহরণ বন্ধের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন না;

viii. ইলিশ অভয়াশ্রম সমূহে জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ মাছের নিরাপদ আবাস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। অভয়াশ্রমসমূহ ২০-১০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পৃথক পৃথক অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটির আবশ্যকতা থাকলেও তা করা হয়নি;

ix. জেলেরা মূলত মুনাফার লোভে কাঙ্খিত পর্যায়ে জাটকা সংরক্ষণে সহযোগিতা করছে না;

x. সমুদ্র ও সমুদ্র উপকুল ইলিশের আবাসস্থল হলেও এ প্রকল্পে সমুদ্রভিত্তিক কোন কার্যক্রম রাখা হয়নি;

xi. জাটকা ইলিশ সমৃদ্ধ নদী তীরবর্তী শহরে বর্জ্য আবর্জনা এবং কলকারখানার বর্জ্য পরিশোধন ছাড়াই নদীতে প্রতিনিয়ত মিশ্রিত হয়ে পানিকে দূষিত করছে যা ইলিশ মাছসহ সকল মাছের বংশবৃদ্ধি, খাদ্য গ্রহণ ও বিচরণ ক্ষেত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ;

xii. মনুষ্য- সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক উভয়বিধ কারণে নদীতে পলি জমে ভরাট হওয়ায় মাছের বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং

xiii. ইলিশ প্রজননকালে নদীতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে বালু উত্তোলনের ফলে ইলিশের ডিম ও রেণুপোনার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

৮.১.২ প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত সমস্যা

i. **ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা**

অবৈধ জাটকা আহরণকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় একই সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতি প্রয়োজন মাফিক নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে উঠে না;

ii. **ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার অর্থ বরাদ্দের পরিমান কম**

প্রকল্প ভুক্ত ১০২ টি উপজেলায় প্রতি বছর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য ১৪,৩৭১ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা চাহিদা মোতাবেক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠে না;

iii. **জাটকা আহরণ**

নদ-নদীতে সন্ধ্যা এবং সকালে জাটকা আহরণ করা হয়। নিরাপত্তার কারণে এ সময়ে অভিযান/ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে;

iv. **মৎস্য অধিদপ্তরের যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক নৌযানের অভাব**

মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব নৌযান (প্রকল্প হতে শেষ পর্যায়ে ১০টি FRP Boat ব্যতীত) নেই। যান্ত্রিক/ অযান্ত্রিক ভাড়া করা নৌকায় অভিযান/ মোবাইল কোর্ট শুরুর আগেই অবৈধ আহরণকারীরা অভিযানের সংবাদ পেয়ে পূর্বেই সচেতন হয়ে পড়ে;

v. **মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের অভাব**

জাটকা/ইলিশ সমৃদ্ধ অনেক উপজেলায় জনবলের ঘাটতির জন্য জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে;

vi. **কারেন্ট জাল তৈরী ও বিপণন অব্যাহত থাকা**

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কারেন্ট জাল তৈরী ও বিপণন অব্যাহত থাকায় জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

৮.১.৩ প্রভাব মুল্যায়নে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল (Findings)

i. দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় মূল প্রকল্পের ব্যয় হতে ৯৭.৭৪% বৃদ্ধি পেয়েছে;

ii. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২ বৎসর বর্ধিত (৪০%) করা হয়েছে;

iii. প্রকল্পের মৎস্য অধিদপ্তর অংশের ব্যয় ৪০৯৫.৮০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ;

iv. প্রকল্প মেয়াদান্তে ইলিশের উৎপাদন ৯৬,০০০ মে.টন বেড়েছে, বৃদ্ধির হার ৩২.২১% ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি এখনও অব্যাহত আছে;

v. গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মোট ৬টি (১টি বরিশালের হিজলা মুলাদী এলাকায় প্রক্রিয়াধীন) ইলিশ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপিত হয়েছে;

vi. ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় ২৭,৬৩৫ জনকে বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় আনয়ন, জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের নিবিড় পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির ফলে জাটকা আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে;

vii. প্রকল্পের অধীনে ৩২,৫০৯ জন জেলেকে ২দিন ব্যাপী বিকল্প কর্মসংস্থানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

viii. প্রকল্প এলাকার ৭০-৮০% আপামর জনসাধারণ জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন;

ix. সুফলভোগী জেলেদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির ফলে পারিবারিক মাসিক আয় ও সঞ্চয় যথাক্রমে ৪৩% ও ৭১২% বৃদ্ধি পেয়েছে;

x. সুফলভোগী জেলে পরিবারসমূহের স্বাস্থ্য সম্পন্ন পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জল সরবরাহ প্রায় শতভাগ উন্নীত হয়েছে;

xi. জেলেদের মাছ আহরণের পরিমাণ ৫ হালি হতে ১০ হালি/ট্রিপ এ উন্নীত হয়েছে;

xii. জেলেদের বসতবাড়ী বর্তমানে ৯৯% টিনের ঘরে উন্নীত হয়েছে;

xiii. সুফলভোগী জেলে পরিবারের মধ্যে ৯০% ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, ৮২% ঘরবাড়ী, ৬৫% খাদ্য নিরাপত্তা, ২১% পারিবারিক স্বচ্ছলতা ও ৮% মোবাইল সেলফোন ক্রয় করেছেন;

xiv. জেলেদের মধ্যে ৯৮%ইলিশের বংশবৃদ্ধি, ৮৫% উৎপাদন বৃদ্ধি, ৩০% ইলিশ সংরক্ষণ ও ৭% ইলিশ আহরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেছেন;

xv. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়নের সাথে প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, কোষ্টগার্ড ও নেভী জড়িত হওয়ায় সাধারণ জেলেরা জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

৮.১.৪ সুপারিশ

স্বল্প মেয়াদী

১ .জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ ধরা বন্ধকালীন জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ বাবদ অর্থের পরিমাণ যৌক্তিক ভাবে বৃদ্ধি করা সমীচিন হবে; (অনুচ্ছেদ ৮.১.১, iii)

২ .ভবিষ্যতে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত উন্নয়ন প্রকল্পে জাটকা ও ইলিশ সমৃদ্ধ সকল উপজেলা ও জেলা অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক; (অনুচ্ছেদ ৮.১.১,iv)

৩ .মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রমের সীমানা চিহ্নিত ও সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, সুফলভোগী জেলে প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সমাজকর্মী, শিক্ষক ইত্যাদি সমন্বয়ে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে; (অনুচ্ছেদ ৮.১.১,vii ও viii)

৪ .জাটকা সংরক্ষণের নিমিত্ত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য যৌক্তিকভাবে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন; (অনুচ্ছেদ ৮.১.২ ,ii)

৫. ইলিশের ডিম ও রেণু পোনা ধ্বংস থেকে রক্ষার নিমিত্তে প্রজননকালীন সময়ে নদীতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে বালু তোলা বন্ধ করা দরকার; (অনুচ্ছেদ ৮.১.১ xiii)

৬. শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে আইনের মাধ্যমে ফাঁস জাল উৎপাদন বন্ধের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া কারেন্ট জাল চোরাচালান বন্ধেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক; (অনুচ্ছেদ ৮.১.২, vi)

৭. নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। (অনুচ্ছেদ ৪.১.৪)

মধ্য মেয়াদী

১. অভ্যন্তরীণ নদ-নদী হতে অবৈধ জাটকা-ইলিশ আহরণে ব্যবহৃত নৌকা সনাক্তের জন্য যান্ত্রিক/ অযান্ত্রিক নৌকার লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৮.১.১,v)

দীর্ঘ মেয়াদী

১. ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখাসহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জেলেদের খাদ্য সহযোগীতা, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন;

২. ইলিশ মৎস্য সম্পদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নদী, মোহনা ও সাগরকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচিন হবে; (অনুচ্ছেদ ৮.১.১,i)

৩. ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। ইলিশ জেলেদের জীবিকা এবং তারা এ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য "জাটকা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা যেতে পারে;

৪. উন্মুক্ত জলাশয়ভিত্তিক নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সাথে সমন্বয় করে জলাশয়ে পানি দুষণের মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার কৌশল রাখা যেতে পারে। Ecological ভারসাম্য রক্ষায় নদী তীরবর্তী শহর ও শিল্প কারখানায় ETP স্থাপন বাধ্যতামুলক করা যেতে পারে; (অনুচ্ছেদ ৮.১.১ xi)

৫. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় জরুরী ভিত্তিতে নদী ড্রেজিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; (অনুচ্ছেদ ৮.১.১ xii) এবং

৬. জাটকা ও ইলিশ মাছ ধরা বন্ধকালীন সময়ে জেলেদেরকে ভিজিএফ এর মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রাখা দরকার।

৮.২ পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ (কম্পোনেন্ট - বি)

৮.২.১ পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পটি দীর্ঘ ৭ বৎসর মেয়াদে (জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫) বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পে পর্যাপ্ত পরিমান অর্থের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের অধীনে ইলিশ গবেষণার জন্য ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কয়েকটি জরুরী বিষয় যেমন ইলিশের প্রজনন মৌসুম ও স্থান, জাটকা ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা হলেও কতিপয় জরুরী বিষয় যেমন পপুলেশন ডিনামিকস , জলবায়ুগত পরিবর্তনের প্রভাব, ইলিশ মাছের দ্বিতীয় প্রধান প্রজননের স্থান ও সময় ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত তিনটি প্রজাতির ইলিশের মধ্যে চন্দনা ইলিশ প্রায় বিলুপ্ত পর্যায় হতে এর উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশে চন্দনা ইলিশের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই ইলিশ মাছের এ প্রজাতির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এদের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র জরুরী ভাবে সনাক্ত করতঃ প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি, প্রধান প্রধান আহরণ এলাকা, ট্রান্সবাউন্ডারি মাইগ্রেশন ইত্যাদিও নির্ণয় করা প্রয়োজন।

পূর্বে ঘোষিত ৪টি সহ বর্তমানে বাংলাদেশ ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ৫টি অভয়াশ্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আরও একটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করার অপেক্ষায় আছে। ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা (HFMAP) প্রণয়নের সময় জাটকা সংরক্ষণ সহ আরও কয়েকটি প্রজাতির মাছ যথা পাঙ্গাস আইড়, টেংরা, তপসে ইত্যাদি মাছের প্রজনন নিরাপদ করা অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ধারণা করা হয়েছিল অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হলে এ সকল মাছের প্রজনন নির্বিঘ্ন হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও নদ-নদীতে মৎস্য প্রজাতি বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন গবেষণা করা হয়নি।

প্রকল্পটির অধীনে নদ নদীর পানি দূষণ, পরিবেশ দূষণ, ইলিশ মাছের আবাসস্থল হ্রাস এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা হয়নি। ইলিশ মাছের রোগ বালাই ও ইলিশ মাছের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য শিল্প কারখানায় ETP স্থাপনের প্রভাব এবং ভারসাম্য রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা ও সংশ্লিষ্টতা জরুরী ভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। বর্তমানে বাজারে বিশেষভাবে ভাদ্র আশ্বিন মাসে অধিকাংশ ডিমওয়ালা বা স্ত্রী মাছ পাওয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাত কেন ভিন্ন হয়, তাদের বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রকল্পের অধীনে করা হয়নি। এসকল বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ সমুহ উপস্থাপন করা হলোঃ

৮.২.২ সুপারিশ

স্বল্প মেয়াদী

১. ইলিশ মাছের জীবন চক্রে জলজ পরিবেশ দূষণ বিশেষ ভাবে ধলেশ্বরী ,বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং উর্দ্ধ মেঘনা নদীর পানি দূষণের প্রভাব নির্ণয়;(অনুচ্ছেদ ৫.৬.২, ১২)

২. ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান, খাদ্য সহায়তা প্রদানের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের এবং ইলিশ আহরণের লাভ ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়; (অনুচ্ছেদ ৫.৬.২, ১৩)

৩. আর্থ-সামাজিক গবেষণার জন্য অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী বিএফআরআই এ গবেষক নিয়োগ করা প্রয়োজন;(অনুচ্ছেদ ৫.৬.২, ১৩)

৪. ভবিষ্যতে গবেষণা খাতে থোক বরাদ্দের পরিবর্তে কর্মসূচী ভিত্তিক / ষ্টাডি ভিত্তিক বরাদ্দ রাখা যেতে পারে;(*******)

৫. প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত গবেষণা কাজের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;(অনুচ্ছেদ ৭.৩.১০)

৬. ডিপিপিতে গবেষণা দল (Study Team) গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে; (*******)

৭. নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; (অনুচ্ছেদ ৪.২.৪)

৮. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের পাশাপাশি একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক বা গবেষক দলের নেতা (Team Leader) নিয়োগের ব্যবস্থা ডিপিপিতে রাখা যেতে পারে।

মধ্য মেয়াদী

১. অভয়াশ্রম বাস্তবায়নের ফলে নদ-নদীর জীববৈচিত্র্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা প্রয়োজন; (অনুচ্ছেদ ৫.৬.২, ৬)

২. পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ইলিশ মাছের আবাসনের ক্ষতির মাত্রা এবং জীবনচক্রে প্রভাব নির্ণয়। (অনুচ্ছেদ ৫.৬.২, ৮)

দীর্ঘ মেয়াদী

১. ইলিশ পপুলেশন এর গতিবিদ্যা (Population Dynamics of hilsa) এবং সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নিরুপণ (Maximum sustainable yield) বিষয়ে গবেষণা শুরু করা; (অনুচ্ছেদ ৫.৬.২, ৭)

২. ইলিশ মাছের বঙ্গোপসাগর এলাকায় বিস্তার, আহরণ এলাকা এবং ট্রান্সবাউন্ডারি মাইগ্রেশন বিষয়ে গবেষণা করা; (অনুচ্ছেদ ৮.২)

৩. ইলিশ মাছের দ্বিতীয় প্রধান প্রজননের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন; (অনুচ্ছেদ ৫.৬.২, ৩)

৪. বিভিন্ন মৌসুমে পুরুষ- স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাত বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার এবং পুরুষ মাছের লিঙ্গ পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা ; (অনুচ্ছেদ ৫.৬.২, ৩)

৫. চন্দনা ইলিশ প্রজাতির বাংলাদেশে বিস্তার, জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করা; (অনুচ্ছেদ ৮.২.১)

৬. জলবায়ু পরিবর্তন, পানি দূষণ এবং নদ-নদী ভরাট ইত্যাদি গবেষণায় পরিবেশ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতি সংস্থা সংযুক্ত করা আবশ্যক। (অনুচ্ছেদ ৭.৩.১০)

৮.৩ উপসংহার

প্রকল্পটি মূল্যায়ন করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে তথা ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অভিপ্রয়াণশীল ইলিশ মাছের বিচরণ, প্রজনন ও খাদ্য গ্রহণকে নিরাপদ ও উন্নয়ন করা একান্ত দরকার। ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ, প্রজনন, পানি দূষণ, পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরির্বতন ইত্যাদি বিষয়ে কাঙ্খিতমাত্রায় গবেষণা হয়নি। ভবিষ্যতে ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য এসকল বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। ইলিশের বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা ফিরিয়ে আনা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াবে। ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নে দীর্ঘ মেয়াদী অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। ইলিশ জেলেরাই ইলিশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এভাবে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে তারাও অংশীদার হতে পারে। ইলিশের অনেক অজানা তথ্য জানার জন্য একটি শক্তিশালী ‘ইলিশ গবেষণা কর্মসুচী’ চালু রাখা প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট-০১

প্রশ্নমালা কোড নং	
জেলা কোড	
উপজেলা কোড	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

জাটকা-ইলিশ জেলেদের জন্য প্রশ্নমালা

জাটকা-ইলিশ জেলেদের জন্য প্রশ্নমালা

আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম.....। আমি পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ কর্তৃক মনোনীত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেড এর পক্ষে তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। আপনারা জানেন যে মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয় *কর্তৃক* বাস্তবায়িত "জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) একটি উন্নয়ন প্রকল্প। ইলিশ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি আলোচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো, আর্থ-সামাজিকভাবে জাটকা জেলেগন উপকৃত হয়েছেন কিনা, ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এবং প্রকল্পের ত্রুটিবিচ্যুতি নিরূপণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নীতি *নির্ধারনের* সাহায্য করা । আপনার/ আপনাদের মতামত/সুপারিশ এই কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসু করতে সরকারের নীতি নির্ধারনে সহায়ক হবে। এই জরিপের কাজ সম্পন্ন করতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগতে পারে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আপনার প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং প্রদত্ত তথ্যের কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এ জরিপ কাজ সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানার জন্য আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। আপনার সদয় সম্মতি নিয়ে আমি আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করতে চাই ।

জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও
গবেষণা (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রশ্নমালা
(প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য)
সুফলভোগীর ধরণঃ জাটকা-ইলিশ জেলে

A	**উত্তর দাতার ব্যক্তিগত তথ্য**			
A1	উত্তর দাতার নামঃ		মোবাইল নম্বরঃ	কোড
A2	বয়সঃ.....বৎসর	জেলে আইডি নম্বর :		
A3	ঠিকানাঃ	গ্রামঃ ইউপিঃ উপজেলাঃ জেলাঃ		
A4	শিক্ষাগত যোগ্যতা	১.নিরক্ষর ২.স্বাক্ষর দিতে পারে ৩.পড়তে ও লিখতে পারে ৪.প্রাইমারী পর্যায় ৫.এসএসসি ৬.এইচএসসি ও উপরে		
B	**সামাজিক ও আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নমালা**			
B1	মূখ্য পেশা	১.মাছ ধরা ২.জাল তৈরী ও মেরামত ৩.ইঞ্জিন বোট/ নৌকার চালক/ মাঝি ৪.ইঞ্জিন বোট/ নৌকার শ্রমিক ৫.দিনমজুর/ ঘাট শ্রমিক ৬.মাছ ব্যবসা ৭.জাল ও মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবসা		
B2	গৌণ পেশা (একাধিক উত্তর হতে পারে)	১.কৃষিকাজ ২.সাধারণ শ্রমিক ৩.রিক্সা-ভ্যান চালক ৪.হস্তশিল্প ৫.মাছের শুটকি ৬.ক্ষুদ্র ব্যবসা ৭. মাছ চাষ ৮.অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
B3	কত বৎসর যাবৎ এ পেশায় নিয়োজিত	.....বৎসর		
B4	কখন ইলিশ ধরেন	১. সারা বছর ২. ৮-৯ মাস ৩. ৬-৭ মাস ৪. ৩-৪ মাস ৫. মৌসুম ৬. হঠাৎ হঠাৎ ৭. পরিবারিক প্রয়োজনে ৮।অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
B5	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	মোট ..... জন; পুরুষ..... জন; মহিলা ..... জন; শিশু (১৮ বছরের নীচে)..... উপার্জনশীল..... জন, অধ্যয়নরত.....জন; বৃদ্ধ (৬০ বছরের বেশী) ..... জন		
B6	ভিটে মাটির মালিকানা	১.নিজ জমি ২. লীজ/সরকার থেকে প্রাপ্ত ৩. অন্যের জমি ৪. খাস জমি ৫. সরকারি বাঁধ/বনভূমি/চর ৬. প্রতিষ্ঠান চত্বর ৭. অন্য.....		
B7	জমির পরিমাণ	১.বসতবাড়ি ..... শতাংশ ২.কৃষি জমি ..... শতাংশ ৩.অকৃষি/ পতিত জমি ..... শতাংশ		
B8	প্রকল্পপূর্ব অবস্থা ঘর কেমন ছিল (২০০৮ এর পূর্বে)?	১.মাটির ঘর ২.কাঁচা/টিনের ঘর ৩.আধা-পাকা ৪.পাকা। সংখ্যা..... টি		
B9	বর্তমানে	১.মাটির ঘর ২.কাঁচা/টিনের ঘর ৩.আধা-পাকা ৪.পাকা।		
B10	প্রকল্পপূর্ব অবস্থায় আপনার পানি পানের উৎস	১। নদী/খাল ২। টিউবওয়েল ৩। সাপ্লাই		
B11	বর্তমানে আপনার খাবার পানির উৎস	১। নদী/খাল ২। টিউবওয়েল ৩। সাপ্লাই		
B12	প্রকল্পপূর্ব অবস্থায় আপনার পায়খানার ধরন	১। খোলা /উন্মুক্ত ২। কাঁচা পায়খানা ৩। স্লাব পায়খানা ৪। পাকা পায়খানা		
	বর্তমানে আপনার	১। খোলা /উন্মুক্ত ২। কাঁচা পায়খানা ৩। স্লাব পায়খানা ৪। পাকা পায়খানা		

	পায়খানার ধরন			
C	প্রশিক্ষণ			
C1	প্রশিক্ষণ	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? ১.হ্যাঁ ২.না (হ্যাঁ হলে)		
C2	কি কি বিষয়ে (IGA)প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?	১। গরু পাল্ ২। ছাগল পালন, ৩। হাস পালন, ৪।মুরগি পালন , ৩।রিকশা-ভ্যান, ৫। জাল তৈরি, ৬। সেলাই মেশিন, ৭। ক্ষুদ্র ব্যবসায় , ৮। গাছের চারা উৎপাদন, ৯। খাঁচায় মাছ চাষ, ১০। জাল তৈরী, ১১।সবজি বাগান, ১২। অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
C3	প্রশিক্ষণ থেকে কি কি বিষয়ে জানতে পেরেছেন?	১. জাটকা/ ইলিশ সর্ম্পকিত; ২. মা ইলিশ সংরক্ষণ সর্ম্পকিত; ৩. মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংক্রান্ত; ৪. অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক; ৫. সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরী ও পরিচালনা; ৬. বিকল্প কর্মকসংস্থান বিষয়ক; ৭. বিকল্প আয়-বর্ধক কার্যক্রম ৮. জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ; ৯.অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....		
C4	কোথায় প্রশিক্ষণ হয়েছে?	১. জেলে পাড়ায় ২. আড়ৎ/ বাজার ৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪. উপজেলা অফিস ৫. জেলা অফিস ৬. অন্য কোথাও		
C5	কারা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন?	১. এসইউএফও ২. ইউএফও ৩. এএফও ৪. ক্ষেত্রসহকারী ৫. ডিএফও ৬. ডিডি ৭. প্রশাসনের কেউ ৮. র‍্যাব/পুলিশ/ কোস্টগার্ড ৯. অন্য দপ্তরের কেউ		
C6	প্রশিক্ষণ ভাতা ও উপকরণ পেয়েছেন কি?	১.হ্যাঁ ২.না		
D	**আয়ের –বায়ের পরিমাণ ও উৎস্যসমূহ (মাসিক)**			
D1	পরিবারের মাসিক গড় আয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D2	মাছ ধরা থেকে আয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D3	জাটকা/ ইলিশ ধরা আয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D4	অন্যান্য উৎস্য হতে আয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D5	সঞ্চয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D6	পরিবারের মাসিক গড় ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D7	খাদ্য বাবদ ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D8	শিক্ষা বাবদ ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D9	চিকিৎসা বাবদ ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D10	দাদন/ দায় পরিশোধ			

	বাবদ	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D11	অন্যান্য বাবদ ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
D12	প্রকল্প শুরুর পর আপনার ব্যক্তিগত কি কি লাভ বা পরিবর্তন হয়েছে?	১. মোবাইল ক্রয় ২. সন্তানের পড়াশোনার সুযোগ ৩. সঞ্চয় বৃদ্ধি ৪. ঘর বাড়ির পরিবর্তন ৫. সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন ৬. খাদ্য নিরাপত্তা(প্রতি বেলা ঠিকমত খাওয়া) ৭. সার্বিক আর্থিক অবস্থার উন্নতি ৮. উল্লেখিত সকল		
E	**জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণ**			
E1	ইলিশ/জাটকা ধরেন কেন?	১. পরিবারের খাওয়া ২. খাওয়া ও বিক্রয় ৩. আয় উপার্জন ৪. বাড়তি আয়		
E2	মাছ ধরার জাল আছে?	১.হ্যাঁ ২.না		
E3	উত্তর হ্যাঁ হলে এটা কার?	১. নিজের ২. মহাজনের ৩. দাদনের ৪. অন্যের ভাড়ায় ব্যবহার ৫. সমিতি/ দলের ৬. বোট মালিকের		
E4	মাছ ধরার জন্য কি জাল ব্যবহার করেন?	১. চান্দিজাল ২.গুলটি জাল ৩. কারেন্ট জাল ৪. বেহুন্দি জাল ৫. চাপড়ি জাল ৬. পোয়া জাল ৭. চেউয়া জাল ৮. মশারি জাল ৯.খুটাজাল ১০.চরঘেরা জাল ১১. ঝাঁকিজাল ১২. মইজাল ১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....		
E5	বছরের কোন কোন মাসে ইলিশ/ জাটকা ধরেন?	১. জানুয়ারী ২. ফেব্রুয়ারী ৩. মার্চ ৪. এপ্রিল ৫. মে ৬. জুন ৭. জুলাই ৮. আগষ্ট ৯. সেপ্টেম্বর ১০. অক্টোবর ১১. নভেম্বর ১২. ডিসেম্বর		
E6	কোন কোন স্থান/ নদীতে মাছ ধরেন?	১. লোয়ার মেঘনা ২. তেঁতুলিয়া ৩. আন্ধার মানিক ৪. আগুনমুখা ৫. পদ্মা নদী ৬. যমুনা ৭. বিশখালী ৮. পায়রা ৯. ইলিশা ১০. শাহবাজপুর চ্যানেল ১১. অন্য এলাকা		
E7	মাছ ধরার বোট/ট্রলার আছে?	১.হ্যাঁ ২.না		
E8	উত্তর হ্যাঁ হলে এটা কার?	১. নিজের ২. মহাজনের ৩. দাদনের ৪. অন্যের ভাড়ায় ব্যবহার ৫. সমিতি/ দলের ৬. বোট মালিকের		
E9	ধৃত মাছ কোথায় বিক্রয় করেন?	১. পছন্দমত আড়তে ২. দাদনদারের আড়তে ৩. মহাজনের নিকট ৪. সমিতির নিকট ৫. স্থানীয় বাজারে ৬. ঢাকা/চট্টগ্রামের আড়তে প্রেরণ ৭. ফড়িয়া		
E10	মাছের মূল্য কেমন পান?	১। খুব ভাল ২। ভাল। ৩। মোটামুটি ৪। ভাল না		
E11	জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণে একটি প্রকল্প হয়েছে তা কি জানেন?	১.হ্যাঁ ২.না (যদি হ্যাঁ হয় তবে নাম.....		
E12	জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প থেকে কোন সহযোগিতা পেয়ে থাকলে কি কি?	১. প্রশিক্ষণ ২. পরামর্শ ৩. আইনগত সহায়তা ৪. আর্থিক অনুদান ৫. ঋণ ৬. মাছ ধরার সামগ্রী ৭. কর্মসংস্থান ৮.অন্য.....		
E13	আপনার এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম আছে?	১.হ্যাঁ ২.না		
E14	আপনার এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রমের সীমানা উল্লেখ করুন			
E15	ইলিশ – জাটকা অভয়াশ্রম কেন প্রয়োজন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	১. ইলিশ/ জাটকা ধরা ২. জাটকা/ইলিশকে একত্রে রাখা ৩. অন্যেরা যাতে এদের ধরে নিয়ে যেতে না পাড়ে ৪. এদের সংরক্ষণের জন্য ৫. এলাকা দখলে রাখা ৬. এদের বংশ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া		

		৭. উৎপাদন বৃদ্ধি করা	
F	আইন বাস্তবায়ন মৎস্য সংরক্ষণ আইন		
F1	কোন সময়ে জাটকা ধরা নিষেধ	১. নভেম্বর-জুন ২. জানুয়ারী-জুন ৩. ফেব্রুয়ারী-নভেম্বর ৪. সারা বছর	
F2	জাটকা ধরার বন্ধের সময় কি বাড়ানো বা কমানো প্রয়োজন?	১.বাড়ানো প্রয়োজন ২. কমানো প্রয়োজন	
F3	ইলিশের প্রজনন মৌসুম কখন?	১. সারা বছর ২. আশ্বিন-কার্তিক মাস ৩. ফাল্গুণ চৈত্র মাস ৪. শ্রাবন-ভাদ্র মাস	
F4	প্রধান প্রজনন মৌসুমে কতদিন ইলিশসহ সকল মাছ ধরা বন্ধ?	১. ০৭ দিন ২. ১০ দিন ৩. ২২ দিন ৪. ৩০ দিন ৫. ৪৫ দিন	
F5	এ সময় বাড়ানো প্রয়োজন কি?	১.হ্যাঁ ২.না	
F6	তা কতদিন হলে ভালো হয়	.....।	
F7	জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করেন?	১.করি, ২.করিনা	
F8	যদি করেন তবে, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহে কি কি বিষয়ে অংশ গ্রহন করেন?	১. নৌ-র‍্যালী ২. সভা ৩. সমাবেশ ৪. মতবিনিময় সভা ৫. অন্যান্য	
F9	মা ইলিশ – জাটকা ধরার প্রবনতা	১ .কমেছে, ২ . বেড়েছে ৩ . জানিনা	
F10	মাছ ধরা বন্ধকালীন সময়ে জীবিকা কিভাবে নির্বাহ করেন?	১. ব্যাংক ঋণ ২. দাদন/সুদে কর্জ ৩. ধার-কর্জ ৪. জমানো অর্থ ব্যয় ৫. গরু ছাগল হাঁস মুরগী বিক্রয় ৬. শাক সব্জি বিক্রয় ৭.জাল মেরামত ৮।বোট/ নৌকা মেরামত ৯। চাষাবাদ ১০ অন্যকোন কাজ	
F11	ভিজিএফ এর চাউল/ টাকা পান কিনা?	১.হ্যাঁ ২.না	
F12	হ্যাঁ হলে কত মাস চাউল পান	১. ৩ মাস ২. ৪ মাস ৩. ৬ মাস ৪. ৮ মাস	
F13	ভিজিএফ ছাড়া আর কোন সহায়তা পান কি না? (প্রকল্পের বাইরে)	১.হ্যাঁ ২.না	
F14	হ্যাঁ হলে কি?	১. ঋণ ২. নগদ অনুদান ৩. হাঁস-মুরগী ৪. মাছের পোনা ৫. গরু ছাগল বা ভেড়া ৬. সেলাই মেশিন ৭. জাল ৮. অন্যান্য(যদি থাকে)	
G	**ইলিশের উৎপাদন**		
G1	বর্তমানে ইলিশের প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে কি না ?	১.হ্যাঁ ২.না	
G2	হ্যাঁ হলে এখন প্রতিবার কি পরিমান ইলিশ পান?	.....হালি / প্রতিট্রিপ	
G3	প্রকল্পের পূর্বে প্রতিবার কি পরিমাণ পাওয়া যেত?	.....হালি / প্রতিট্রিপ	
G4	কোন মাসে সবচেয়ে বেশি ইলিশ পান?	মাস উল্লেখ করুন.....	
G5	আপনার নিজের পরিবারের জন্য প্রতি সপ্তাহে কতটি ইলিশ খান?	.....টি	
G6	ইলিশের এ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার অবদান সবচেয়ে বেশী	১. জেলেদের ২. বোট মালিক ৩. দাদন/মহাজন ৪. প্রশাসনের ৫. পুলিশের ৬. সরকারের ৭.মৎস্য বিভাগের ৮.যৌথভাবে সকলের	
G7	প্রকল্পটি থাকলে কি কি লাভ হয়	১. নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য সাহায্য ২. আর্থিক অনুদান ৩. প্রশিক্ষণ ৪. জাল ৫. বোট ও জাল ৬. আইনি সহায়তা ৭. মাছের	

		উৎপাদন বাড়ে	
G8	স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর ও কোস্টগার্ড, নৌপুলিশ, নৌবাহিনী, পুলিশ র‍্যাব, জাটকা / ইলিশ সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকা দরকার?	১.হ্যাঁ ২.না ৩। জানিনা, হ্যাঁ হলে কেন- ১। ২। ৩।	
G9	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের নিকট থেকে কি কি সহায়তা পাওয়া যায়?	১. জাটকা ইলিশ সর্ম্পকে তথ্য ২. মৎস্য আহরণ বন্ধ ৩. সমাবেশ/ র‍্যালীর মাধ্যমে সচেতনতা সৃস্টি ৪. আইনগত সহায়তা ৫. সাময়িক খাদ্য সহায়তা ৬. সচেতন করা	
H		সুপারিশসমূহ	
H1	এ ধরনের প্রকল্পের প্রয়োজন আছে কি না?	১.হ্যাঁ ২.না উত্তর হ্যাঁ হলে- কারণ কি কি ১…… ২…… ৩……	
H2	প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ও সুপারিশ – (যদি থাকে)	১…… ২…… ৩……	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ মোবাইল নম্বরঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ও সময়ঃ
সুপারভাইজারের নামঃ মোবাইল নম্বরঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০২

প্রশ্নমালা কোড নং	
জেলা কোড	
উপজেলা কোড	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএম ইডি)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

" জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি)শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

জাটকা জেলেদের জন্য প্রশ্নমালা
(Control Group)

জাটকা মৎস্যজীবিদেরজন্য প্রশ্নমালা

আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম.....। আমি পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের আইএমইডি এর শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর কর্তৃক মনোনীত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেড এর পক্ষে তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। আপনারা জানেন যে মৎস্য ও প্রা নিসম্পদ মন্ত্রণালয় কৃতক বাস্তবায়িত "জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) একটি প্রকল্প। ইলিশ মাছ বৃদ্ধি আলোচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো, আর্থ-সামাজিকভাবে জাটকা জেলেগন উপকৃত হয়েছে কিনা, ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এবং প্রকল্পের একটি ত্রুটিবিচ্যুতি নিরূপণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নীতি নিধার নে সাহায্য করা। আপনার/ আপনাদের মতামত/সুপারিশ এই কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসু করতে সরকারের নীতি নির্ধারনে সহায়ক হবে। এই জরিপের কাজ সম্পন্ন করতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগতে পারে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আপনার প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং প্রদত্ত তথ্যের কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এ জরিপ কাজ সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানার জন্য আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। আপনার সদয় সম্মতি নিয়ে, আমি কি আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করতে চাই ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
সেক্টর-৬
জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রশ্নমালা
কন্ট্রোল গ্রুপ/পরোক্ষ সুফলভোগী ইলিশ জেলে

A	**উত্তর দাতার ব্যক্তিগত তথ্য**			
A1	উত্তর দাতার নামঃ		মোবাইল নম্বরঃ	কোড
A2	বয়সঃ…...বৎসর	জেলে আইডি নম্বর ঃ		
A3	শিক্ষাগত যোগ্যতা	১. নিরক্ষর ২. স্বাক্ষর দিতে পারে ৩. পড়তে ও লিখতে পারে ৪. প্রাইমারী পর্যায় ৫. এসএসসি ৬. এইচএসসি ও উপরে		
A4	ঠিকানাঃ	গ্রামঃ ইউপিঃ উপজেলাঃ জেলাঃ		
B	**সামাজিক ও আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নমালা**			
B1	মূখ্য পেশা	১. মাছ ধরা ২. জাল তৈরী ও মেরামত ৩. ইঞ্জিন বোট/ নৌকার চালক/ মাঝি ৪. ইঞ্জিন বোট/ নৌকার শ্রমিক ৫. দিনমজুর/ ঘাট শ্রমিক ৬. মাছ ব্যবসা ৭.জাল ও মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবসা		
B2	গৌণ পেশা	১. কৃষিকাজ ২. সাধারণ শ্রমিক ৩. রিক্সা-ভ্যান চালক ৪. হস্তশিল্প ৫. মাছের শুটকি ৬. ক্ষুদ্র ব্যবসা ৭. অন্য কোন কাজ (উল্লেখ করুন).....		
B3	কত বৎসর যাবৎ এ মূখ্য পেশায় নিয়োজিত	….....বৎসর		
B4	কখন ইলিশ ধরেন	১. সারা বছর ২. ৮-৯ মাস ৩. ৬-৭ মাস ৪. ৩-৪ মাস ৫. মৌসুম ৬. হঠাৎ হঠাৎ ৭. পরিবারিক প্রয়োজনে ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ……..		
B5	জাটকা ইলিশ ধরার প্রবনতা বর্তমানে কমেছে কি?	১.হ্যাঁ ২.না		
B6	পরিবারের সদস্যঃ	মোট …….. জন; পুরুষ…… জন; মহিলা …… জন; শিশু (১৮ বছরের নীচে)….. উপার্জনশীল..... জন, অধ্যয়নরত……জন; বৃদ্ধ (৬০ বছরের বেশী) ….. জন		
B7	ভিটে মাটির মালিকানা	১. নিজ জমি ২. লীজ/সরকার থেকে প্রাপ্ত ৩. অন্যের জমি ৪. খাস জমি ৫. সরকারি বাঁধ/বনভূমি/চর ৬. প্রতিষ্ঠান চত্বর ৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন) …….. ……		
B8	জমির পরিমাণ	১. বসতবাটি …….. শতাংশ ২. কৃষি জমি ……. শতাংশ ৩. অকৃষি/ পতিত জমি …….. শতাংশ		
B9	আপনার বসতবাড়ীর অবস্থা / ধরন কেমন	১. মাটির ঘর ২. কাঁচা/টিনের ঘর ৩. আধা-পাক ৪. পাকা। সংখ্যা…… টি		
B10	বর্তমানে আপনার খাবার পানির উৎস	১। নদী /খাল ২। টিউবওয়েল ৩। সাপ্লাই		
B11	বর্তমানে আপনার পায়খানার ধরন	১। খোলা /উন্মুক্ত ২। কাচা পায়খানা ৩। স্লাব পায়খানা ৪। পাকা পায়খানা		

C	**আয়ের –বায়ের পরিমাণ ও উৎস্যসমূহ**			
C1	পরিবারের মাসিক গড় আয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C2	মাছ ধরা থেকে আয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C3	জাটকা/ ইলিশ ধরা	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C4	অন্যান্য উৎস্য হতে	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C5	সঞ্চয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C6	পরিবারের মাসিক গড় ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C7	খাদ্য বাবদ ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C8	শিক্ষা বাবদ ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C9	চিকিৎসা বাবদ ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C10	দাদন/ দায় পরিশোধ বাবদ	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C11	অন্যান্য বাবদ ব্যয়	বর্তমানে ..... টাকা	প্রকল্পের পূর্বে ছিল ..... টাকা	
C12	প্রকল্প শুরুর পর আপনার ব্যক্তিগত কি কি লাভ বা পরিবর্তন হয়েছে?	১. মোবাইল ক্রয় ২. সন্তানের পড়াশোনার সুযোগ ৩. সঞ্চয় বৃদ্ধি ৪. ঘর বাড়ির পরিবর্তন ৫. সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন ৬. পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা(প্রতি বেলা ঠিকমত খাওয়া) ৭. সার্বিক আর্থিক অবস্থার উন্নতি ৮. উল্লেখিত সকল		
D	**জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণ**			
D1	ইলিশ/জাটকা ধরেন কেন?	১. পরিবারের খাওয়া ২. খাওয়া ও বিক্রয় ৩. আয় উপার্জন ৪. বাড়তি আয়		
D2	মাছ ধরার জাল আছে?	হ্যাঁ .....১, না.....২		
D3	উত্তর হ্যাঁ হলে এটা কার	১. নিজের ২. মহাজনের ৩. দাদনের ৪. অন্যের ভাড়ায় ব্যবহার ৫. সমিতি/ দলের ৬. বোট মালিকের		
D4	কি জাল ব্যবহার করেন?	১. চান্দিজাল ২.গুলটি জাল ৩. কারেন্ট জাল ৪. বেহুন্দি জাল ৫. চাপড়ি জাল ৬. পোয়া জাল ৭. চেউয়া জাল ৮. মশারি জাল ৯.খুটাজাল ১০.চরঘেরা জাল ১১. ঝাঁকিজাল ১২. মইজাল ১৩. অন্য জাল		
D5	বছরের কোন কোন মাসে ইলিশ/ জাটকা ধরেন?	১. জানুয়ারী ২. ফেব্রুয়ারী ৩. মার্চ ৪. এপ্রিল ৫. মে ৬. জুন ৭. জুলাই ৮. আগষ্ট ৯. সেপ্টেম্বর ১০. অক্টোবর ১১. নভেম্বর ১২. ডিসেম্বর		
D6	কোন কোন স্থান/ নদীতে মাছ ধরেন?	১. লোয়ার মেঘনা ২. তেঁতুলিয়া ৩. আন্ধার মানিক ৪. আগুনমুখা ৫. পদ্মা নদী ৬. যমুনা ৭. বিশখালী ৮. পায়রা ৯. ইলিশা ১০. শাহবাজপুর চ্যানেল ১১. অন্য এলাকা		

D7	মাছ ধরার বোট/ট্রলার আছে?	১.হ্যাঁ ২.না	
D8	উত্তর হ্যাঁ হলে এটা কার	১. নিজের ২. মহাজনের ৩. দাদনের ৪. অন্যের ভাড়ায় ব্যবহার ৫. সমিতি/ দলের ৬. বোট মালিকের	
D9	ধৃত মাছ কোথায় বিক্রয় করেন?	১. পছন্দমত আড়তে ২. দাদনদারের আড়তে ৩. মহাজনের নিকট ৪. সমিতির নিকট ৫. স্থানীয় বাজারে ৬. ঢাকা/চট্টগ্রামের আড়তে প্রেরণ ৭. ফড়িয়া	
D10	মাছের মূল্য কেমন পান?	১। খুব ভাল ২। ভাল। ৩। মোটামুটি ৪। ভাল না	
D11	জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণে একটি প্রকল্প হয়েছে তা কি জানেন?	১.হ্যাঁ ২.না যদি হ্যাঁ হয় তবে নাম.....	
D12	আপনার এলাকায় ইলিশ অভয়াশ্রম আছে?	১.হ্যাঁ ২.না	
D13	অভয়াশ্রম কেন প্রয়োজন?	১. ইলিশ/ জাটকা ধরা ২. জাটকা/ইলিশকে একত্রে রাখা ৩. অন্যেরা যাতে এদের ধরে নিয়ে যেতে না পাড়ে ৪. এদের সংরক্ষণের জন্য ৫. এলাকা দখলে রাখা ৬. এদের বংশ বৃদ্বির সুযোগ দেয়া ৭. উৎপাদন বৃদ্ধি করা ৯। অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
E	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন		
E1	কোন সময়ে জাটকা ধরা নিষেধ	১. নভেম্বর-জুন ২. জানুয়ারী-জুন ৩. ফেব্রুয়ারী-নভেম্বর ৪. সারা বছর	
E2	জাটকা ধরার বন্ধের সময় বাড়ানো বা কমানো?	১. হ্যাঁ, ২. না, উত্তর হ্যাঁ /না হলে কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত.....	
E3	ইলিশের প্রজনন মৌসুম কখন?	১. সারা বছর ২. আশ্বিন-কার্তিক মাস ৩. ফাল্গুণ চৈত্র মাস ৪. শ্রাবন-ভাদ্র মাস	
E4	প্রধান প্রজনন মৌসুমে কতদিন ইলিশসহ সকল মাছ ধরা বন্ধ?	১. ০৭ দিন ২. ১০দিন ৩. ২২দিন ৪. ৩০ দিন ৫. ৪৫ দিন	
E5	এ সময় বাড়োনো প্রয়োজন কি?	১. হ্যাঁ ২. না	
E6	তা কতদিন হলে ভালো হয়	.....দিন	
E7	জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করেন?	করি / করিনা	
F8	যদি করেন তবে, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহে কি কি বিষয়ে অংশ গ্রহন করেন?	১. নৌ-র‍্যালী ২. সভা ৩. সমাবেশ ৪. মতবিনিময় সভা ৫. অন্যান্য	
E9	মাছ ধরা বন্ধকালীন সময়ে জীবিকা কিভাবে নির্বাহ করেন?	১. ব্যাংক ঋণ ২. দাদন/সুদে কর্জ ৩. ধার-কর্জ ৪. জমানো অর্থ ব্যয় ৫. গরু ছাগল হাঁস মুরগী বিক্রয় ৬. শাক সব্জি বিক্রয় ৭.জাল মেরামত ৮।বোট/ নৌকা মেরামত ৯। চাষাবাদ ১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
E10	হ্যাঁ হলে কত মাস চাউল পান	১. ৩ মাস ২. ৪ মাস ৩. ৬ মাস ৪. ৮ মাস	
E11	ভিজিএফ ছাড়া আর কোন সহায়তা পান কি না?	১. হ্যাঁ ২. না	
E12	হ্যাঁ হলে কি?	১. ঋণ ২. নগদ অনুদান ৩. হাঁস-মুরগী ৪. মাছের পোনা ৫. গরু ছাগল বা ভেড়া ৬. সেলাই মেশিন ৭. জাল ৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

F	ইলিশের উৎপাদন		
F1	বর্তমানে ইলিশের প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে কি না ?	১. হ্যাঁ ২. না	
F2	হ্যাঁ হলে এখন প্রতিবার কি পরিমান ইলিশ পান?	.....হালি প্রতি /ট্রিপ	
F3	প্রকল্পের পূর্বে প্রতিবার কি পরিমাণ পাওয়া যেত?	.....হালি প্রতি /ট্রিপ	
F4	কোন মাসে সবচেয়ে বেশি ইলিশ পান?	মাস উল্লেখ করুন.....	
F5	আপনার নিজের পরিবারের জন্য প্রতি সপ্তাহে কতটি ইলিশ খান?	টি.....	
F6	ইলিশের এ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার অবদান সবচেয়ে বেশী	১. জেলেদের ২. বোট মালিক ৩. দাদন/মহাজন ৪. প্রশাসনের ৫. পুলিশের ৬. সরকারের ৭. মৎস্য. বিভাগের ৮.যৌথভাবে সকলের	
F7	প্রকল্পটি থাকলে কি কি লাভ হয়	১. নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য সাহায্য ২. আর্থিক অনুদান ৩. প্রশিক্ষণ ৪. জাল ৫. বোট ও জাল ৬. আইনি সহায়তা ৭. মাছের উৎপাদন বাড়ে	
F8	স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর ও কোস্টগার্ড, নৌপুলিশ, নৌবাহিনী, পুলিশ র‍্যাব , জাটকা / ইলিশ সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকা দরকার?	১.হ্যাঁ ২.না ৩। জানিনা, হ্যাঁ হলে কেন- ১।..... ২।..... ৩।.....	
F9	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের নিকট থেকে কি কি সহায়তা পাওয়া যায়?	১. জাটকা ইলিশ সর্ম্পকে তথ্য ২. মৎস্য আহরণ বন্ধ ৩. সমাবেশ/ র‍্যালীর মাধ্যমে সচেতনতা সৃস্টি ৪. আইনগত সহায়তা ৫. সাময়িক খাদ্য সহায়তা ৬. সচেতন করা	
G	সুপারিশসমূহ		
G1	এ ধরনের প্রকল্পের প্রয়োজন আছে কি না?	১.হ্যাঁ ২.না উত্তর হ্যাঁ হলে- কারণ কি কি? ১..... ২..... ৩.....	
G2	প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ও সুপারিশ – (যদি থাকে)	১..... ২..... ৩.....	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ মোবাইল নম্বরঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ
সুপারভাইজারের নামঃ মোবাইল নম্বরঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৩

" জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ক) প্রকল্প পরিচালকের (DoF)জন্য প্রশ্নমালা (KII)

কর্মকর্তার নামঃ ..... পদবীঃ.....

প্রকল্পে কাজের মেয়াদ:.....
মোবাইল নম্বরঃ

১)ক) প্রকল্পভুক্ত এলাকায় জাটকা ও ইলিশ সংরক্ষনে মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বর্ননা করুন ?

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)					আটককৃত জাটকা (মে). টন)	আটককৃত জাল (লক্ষ মি.ম)	মামলার সংখ্যা	জেল (জন)	জরিমানারপরিমান (লক্ষ টাকা)
		মৎস্য সংরক্ষন আইন	নৌকা ভাড়া	সর্বমোট	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত					
১	২০০৮-০৯										
২	২০০৯-১০ এভাবে ২০১৫ পযন্ত										

খ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় লক্ষমাত্রা অর্জিত না হলে তার কারণ উল্লেখ করুন।

১)

২) নির্বিঘ্ন ইলিশ প্রজননে বৎসর ভিত্তিক মৎস্য আহরন বন্ধ (Fishing Ban) পিরিয়ড উল্লেখ করুন

বৎসর	মৎস আহরন বন্ধ পিরিয়ড (তারিখ)	দিন	মন্তব্য (যদি থাকে)
২০০৮			

২০০৯			
২০১০ এভাবে ২০১৫ পযন্ত			

৩) ক) প্রকল্পের সহায়তায় স্থাপিত ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমের নদীর নাম সীমানা , জেলা , উপজেলার নাম, মৎস্য আহরণের নিষিদ্ধ সময় ইত্যাদি বর্ণনা করুন ?

(গেজেটের কপি সরবরাহ করুন)

খ) মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বর্ণনা করুন ?

গ) মৎস্য অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে কি ?

কিভাবে করা হয়েছে?

১.....।।

করা না হলে কারন কি?

১.....।।

ঘ) মৎস্য অভয়াশ্রমের ফলে অর্জিত সুফল সমুহ বর্ণনা করুন ?

৪) ক) প্রকল্পের শুরু হতে শের্ষ পর্যন্ত জাটকা সংক্ষরণ সপ্তাহ উদযাপনের বরাদ্দ সহ দিন / তারিখ উল্লেখ করুন ?

খ) জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের সুফল সমুহ উল্লেখ করুন ?

৫) ক) ২০০৮ - ০৯ হতে ২০১৪ - ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প হতে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরন বিতরনে ট্রেড সহ জেলা ও উপজেলা ওয়ারী সুফলভোগীর সংখ্যা উল্লেখ করুন ?

খ) সুফলভোগীগনের মধ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের সফলতা / বিফলতা সর্ম্পকে আপনার মতামত বর্ণনা করুন ?

সফলতা -১।

বিফলতা -১।

গ) জেলেরা বিকল্প কর্মসংস্থানের ফলে উপকৃত হয়েছেন কিনা ? ১...হা.....। ২ .....না ।

না হলে , কারন সুমহঃ

১.....

৬) প্রকল্প হতে - বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণ প্রদান করুন ?

(বৎসর ভিত্তিক বরাদ্দ ও সুফলভোগীর সংখ্যা উল্লেখ করুন)

৭) প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সদর দপ্তর , উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত – কর্মশালা / মনিটরিং সভা / পর্যালোচনা সভার বরাদ্দ সহ বিবরন প্রদান করুন ?

৮) প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত টিভি ফিলার , বিজ্ঞাপন, এবং প্রকাশনার সংখ্যা সহ ব্যয় উল্লেখ করুন এবং প্রকাশিত পোস্টার , লিফলেট , বুকলেট ইত্যাদির নুমনা সরবরাহ করুন ।

৯) প্রকল্পের DPP/RDPP মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল ও দূর্বলদিক কি কি?

১০) এডিপি/ আরডিপিপির সংস্থান মোতাবেক অর্থ চাহিদা ও বরাদ্দে কোন ঘাটতি থাকলে বর্ণনা করুন।

ক----------

১১) মৎস্য সংরক্ষন আইন প্রয়োগে সহায়তাকারী সংস্থার (প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব , কোষ্টগার্ড, নৌবাহিনী, নৌপুলিশ) অনুকূলে প্রকল্প হতে অর্থ বরাদ্দ ও মোবাইল কোর্টের বিবরণ দিন।

ক----------

১২) প্রকল্প আরম্ভের পর বছর ভিত্তিক জাতীয় ইলিশ উৎপাদনের সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করুন।

ক----------

১৩) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ ও কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা থাকলে দয়া করে বলুন (যদি থাকে)

ক----------

১৪) প্রকল্প এলাকার কত % লোক জাটকা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে জনসচেতন

প্রকল্পের পূর্বে

ক----------

প্রকল্পের পরে

ক----------১০-১৫%

চ) জানা নেই।

১৫) প্রকল্প বাস্তবায়নের পর জাটকা- ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসই / চালু থাকা সম্পর্কে আপনার মতামত বর্ণনা করুন?

ক। চালু থাকবে

খ। চালু থাকলেও দীর্ঘ মেয়াদী হবে না।

গ। চালু থাকবে না

১৬) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প সদর দপ্তরে জনবলের ঘাটতি থাকলে বর্ণনা করুন।

ক----------

১৭) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্পের সম্পদ ও মালামালের বিবরন /তালিকা প্রদান করুন।

১৮) প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অন্য যেকোন তথ্য (যদি থাকে)

ক----------

খ) প্রকল্প পরিচালকের জন্য প্রশ্নমালা (KII) -বিএফআরআই

কর্মকর্তার নামঃ ..... পদবীঃ.....

প্রকল্পে কাজের মেয়াদ:.....
মোবাইল নম্বরঃ

A. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিউট কর্তক জাটকা সংরক্ষণ জাটকা জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণার বিবরণ (গবেষণার চুপণ , প্রতিবেদনের কপি, সংযোজন করুন)
A.1 জাটকা –ইলিশ বিচরণ ক্ষেত্রে জাটকা ইলিশের চালাচল / অভিপ্রয়াণ
A.1.2গবেষণা অর্জন বর্ণনা করুন ?
A.2 পানি প্রবাহ ও বস্তুগত কারণে ইলিশের ক্রমাগত প্রজনন ও নাসিংক্ষেত্র পরিতত্র্যনের উপর গবেষণা
A.3 মাছের আকার ও বয়সের সাথে ইলিশ মাছের পরিপক্কতা ও সাম্প্রতিক প্রজনন অবস্থা এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের উপর অনুসন্ধান
A.4 পদ্মা নদীতে সুারশ্বর –মাওনা এলাকায় মুল নার্সারী ক্ষেত্রসমুহ জাটকার প্রাচুন্যতা এবং বিবরণ নির্নয় করা
A.5 জাটকা ইলিশ প্রাচয্যতার উপর জাটকা ধরা বন্ধ রাখার প্রভাব অনসন্ধান
A.6. ইলিশের প্রজনন সফলতা উপর মাছ ধরা বন্ধ রাখার প্রভাব নিরুপণ
A.7. সবোর্চ্চ সহনশীল আহরণ (MSY) এবং জৈববস্তু (Biomass) সহ ইলিশ জনতার গতিবিদ্যা স্টাডি
A.8. ইলিশের জীববিদ্যা এবং উৎপাদনের উপর পরিক্ষণ ও জলাবায়ূর প্রভাব স্টাডি
A.9 . ইলিশের উৎপাদনের প্রজনন , সফললতা, রেণূ উৎপাদন এবং জাটকার প্রায্যর্তার উপর বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নজনিত প্রভাব নিরূপণ
A.10. বিভিন্ন এলাকায় প্রাক্সিমেন্ট কমপোইশন গবেষণা
A.11. চাঁদপুর হতে মেঘনা নদীর নিম্ন অবচাহিকায় পানি ,মাটি এবং ইলিশের মাংসে ভারী ধাতুর , সীমা, পারদ এবং থাই মাত্রা নির্ধারণ
A.12.1 জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর জাটকা সংক্ষণ ও বিকল্প কমসংস্থানের প্রভাব
A.13 পুকুরে ইলিশ চাষ
B. গবেষনা প্রকাশনা
B.1. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত গবেষনা প্রবন্ধের সংখ্যা ও বিবরন দিন
C. **সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ**
C.1. প্রকল্পের অধীনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে অনুষ্ঠিত অংশগ্রহনকারী সংখ্যা সহ সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপের বিবরন দিন
D. **গবেষনা জাহাজ**
D.1. গবেষনা জাহাজ স্পেসিফিকেশ্ন মোতাবেক সরবরাহ করা হয়েছে কি না
D.2. জাহাজ চালু অবস্থায় আছে কিনা
D.3. সর্বশেষ কত তারিখে গবেষনা কাজে জাহাজ ব্যবহৃত হয়েছে ?
D.4. জাহাজের কর্মচারী কতজন ?
D.5. বর্তমানে জাহাজ কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে? কর্মচারীরা চাকুরী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে কি না ?
D.6. জাহাজের জ্বালানী রাজস্ব বাজেট হতে মিটানো হচ্ছে কি না ?
D.7. জাহাজের খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ আছে কি ?
D.8. অন্যান্য তথ্য যদি থাকে
E. **মালামাল সংগ্রহ**
E.1.প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত মালামালের একটি তালিকা প্রদান করুন
F. **পুর্তকাজ**
F.1. নদী গবেষনা কেন্দ্র, চাঁদপুর এ পুর্তকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হয়েছে কি না ?
G. **পিপিআর ২০০৮ অনুসরনে পণ্য ও কার্য সম্পাদন**

G.1. পিপিআর ২০০৮ অনুসরনে পন্য সংগ্রহ ও পুর্তকাজ সম্পাদনে কোন অসুবিধা থাকলে উল্লেখ্য করুন

G.2. ঠিকাদার মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে কারণসমূহ উল্লেখ্য করুন

H. প্রকল্পের বাজেট

H.1. গবেষনা কাজে যৌক্তিক বাজেট বরাদ্দ ছিল কি না

H.2. উত্তর না হলে গবেষনা বিঘ্নিত হয়েছে কি না

H.3. বাজেট বরাদ্দের শতভাগ খরচ হয়েছে কিনা

H.4. উত্তর না হলে , কারণসমূহ

I.1.দক্ষ জনবল তৈরীর বিবরণ দিন

I.2. প্রকল্পের অধীনে কতজন কর্মকতা ও কর্মচারী কত বছর গবেষণা কাজে জড়িত ছিলেন

J. ইলিশ জেলেদের আয় বিষয়ক বিবরণ প্রদান করুন

K. জনসচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রমের বিবরণ প্রদান করুন

L. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অন্য যেকোন তথ্য (যদি থাকে)

পরিশিষ্ট-০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

প্রধান তথ্যদাতার (KII) প্রশ্নমালা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা

	কর্মকর্তার নামঃ	পদবীঃ	
	বর্তমান কর্মস্থলে চাকুরীর মেয়াদ ঃ	মোবাইল নম্বর-	
			কোড
১.০	আপনার জেলায় জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের (২০০৮-২০১৫) কি কি কাযর্ক্রম ছিল?	ক. জাটকা/ ইলিশ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি খ. জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণ গ. ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ঘ. জাটকা আহরণ বন্ধকরণে আইন প্রয়োগ ঙ. জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান চ. মাছধরা বন্ধকালীন জেলেদের ভিজিএফ বিতরণ ছ.জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ও প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন। জ.অন্যান্য(যদি থাকে)	
২.০	জাটকা/ ইলিশ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আপনার জেলায় ২০০৮-১৫ বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি	ক. আয়োজিত সচেতনতা মূলক সভার সংখ্যা খ. ইলেক্ট্রনিক/ প্রিন্টমিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন গ. বিলবোর্ড, ব্যানার, প্যানাফ্লেম টানানোর সংখ্যা ঘ. পোস্টার বিতরণ সংখ্যা ঙ. লিফলেট ও ফোল্ডার বিতরণ চ. পরিচালিত নৌ-র‍্যালি, পথর‍্যালির সংখ্যা	
৩.১	জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণে অভয়াশ্রম স্থাপন	ক. অভয়াশ্রমের সংখ্যা খ. অভয়াশ্রম স্থাপনের সময় ও এলাকা/ নদীর নাম গ. ব্যয়িত অর্থ ঘ. ব্যবস্থাপনা কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা ঙ. প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত/ ব্যয়িত অনুদানের পরিমাণ	
৩.২	জাটকা / ইলিশ সংরক্ষণে অভয়াশ্রমের বর্তমান অবস্থা	ক. ডিমার্কেশন লাইন ও ফ্ল্যাগ লাগানো আছে কি / না খ. অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে কি / না গ. কমিটির সভা নিয়মিত হয় কি/ না, হলে এ পর্যন্ত কতটি সভা হয়েছে? ঘ. কতটি সভায় আপনি বা আপনার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন?	

		ঙ. আপনি / আপনার প্রতিনিধির বার্ষিক পরিদর্শন সংখ্যা	
৩.০	জাটকা / ইলিশ সংরক্ষণে বাস্তবায়িত কার্যক্রম	ক. পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা খ. পরিদর্শিত বাজার / আড়ৎ এর সংখ্যা গ. পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ঘ. প্রদত্ত মামলার সংখ্যা ঙ. জেল প্রদানের সংখ্যা চ. জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছ. জব্দকৃত ইলিশ/ জাটকার পরিমাণ জ. জব্দকৃত নৌযান/ ইঞ্জিনবোট/ দেশীয় নৌকার সংখ্যা	
৪.০	জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যক্রম	ক. কত টাকা বরাদ্দ ছিল খ. কতজন জেলেকে এআইজিএ মাধ্যেমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে গ. এআইজিএ এর অধীনে প্রদত্ত সামগ্রী/ প্রাণির পরিমাণ কত ঘ. বর্তমানে কি অবস্থায় কতগুলো আছে ঙ. এ আই জি এ প্রাপ্ত জেলেদের কোন সংগঠন/ দল আছে কিনা? থাকলে সদস্য সংখ্যা চ. কার্যক্রম সফলতা (%) বা ফলাফল বলুন	
৫.১	জেলেদের ভিজিএফ কার্যক্রম	ক. ভিজিএফ প্রাপ্ত জেলের মোট সংখ্যা খ. ভিজিএফ বঞ্চিত জেলের সংখ্যা গ. জেলেদের তালিকা অনুমোদনের প্রক্রিয়া ও অনুমোদনের তারিখ ঘ. বিতরণকৃত ভিজিএফ এর চালের পরিমাণ মে. টন (প্রকল্প মেয়াদে) ঙ. জন প্রতি গড়ে কত কেজি হারে চাউল প্রদান করা হয়েছে	
৫.২	ভিজিএফ বিতরণের বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ণ	ক. কত পরিমাণ চাউল / টাকা আপনার জেলার বরাদ্দ ছিল? খ. জেলেদের কোন অভিযোগ ছিল কিনা? থাকলে তা কিভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে গ. ভিজিএফ বিতরণ কালে কতদিন আপনি/ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ঘ. ভিজিএফ পায়নি এমন জেলেদের সাথে ভিজিএফ প্রাপ্ত জেলেদের আচার আচরণের কোন পার্থক্য লক্ষণীয় হলে উল্লেখ করুন	
৬.১	প্রকল্প বাস্তবায়নে লজিস্টিক সাপোর্ট	ক. প্রাপ্ত মোটরসাইকেলের সংখ্যা? খ. প্রাপ্ত বাইসাইকেলের সংখ্যা গ. স্পীডবোট এর সংখ্যা ঘ. হাইস্পীড এফআরপি বোটের সংখ্যা ঙ. প্রাপ্ত জ্বালানীর পরিমাণ/ বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ চ. ভ্রমণভাতার পরিমাণ? যথেস্ট বা অপ্রতুল ছিল কি না?	
৭.১	প্রকল্পের জৈবিক প্রভাব	ক. অত্র জেলায় ইলিশের উৎপাদন প্রকল্পের পূর্বে কত ছিল? খ. বর্তমানে ইলিশের উৎপাদন কত? গ. হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়েছে? প্রবৃদ্ধির হার (%) ঘ. জেলেদের জীবনমান ও জীবিকার কি কি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়? ঙ. আপনার মতে শতকরা কত ভাগ (%) জেলে মৎস্য আইন মানছেন?	

		চ. জাটকা সংরক্ষণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে (%)	
৭.২	প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব	ক. প্রকল্পের কার্যক্রমের সাফল্যগুলো কি কি? খ. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কি? গ. আইন প্রয়োগে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির হার কেমন? ঘ. প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততার ট্রেন্ড কিরুপ? ঙ. প্রকল্প বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বা জনপ্রতিনিধিদের ভুমিকা সর্ম্পকে বলুন। চ. জেলেদের আচার আচরণের কোন পার্থক্য লক্ষণীয় হলে উল্লেখ করুন ছ. জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে (%) জ.জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে জেলের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে (%) ঝ.ইলিশ আহরণে নতুন জেলে অন্তর্ভুক্তি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ?	
৭.৩	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ঝুকিগুলো কিকি?	১.....	
৭.৪	প্রকল্পে্র সবল দিকগুলো বলুন	১.....	
৮.০	এ ধরনের প্রকল্প ভবিষ্যতে চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? কেন ব্যাখা করুন।	১.....	
৯.০	প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) ও সুপারিশ	১.....	

পরিশিষ্ট-০৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ ,জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি)শীর্ষক প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন

প্রধান তথ্য দাতার (KII) প্রশ্নমালা

সিনিয়র / উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

	কর্মকর্তার নামঃ	পদবীঃ	
	বর্তমান কর্মস্থল ও চাকুরীর মেয়াদ :	মোবাইল নম্বর-	
			কোড
১.০	আপনার উপজেলায় জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা (২য়সংশোধিত) প্রকল্পের (২০০৮-২০১৫) কিকি কার্যক্রম ছিল?	ক.জাটকা/ ইলিশ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি খ.জাটকা/ ইলিশসংরক্ষণ গ.ইলিশ অভয়াশ্রমস্থাপন এবং রক্ষণা বেক্ষণ ঘ. জাটকা আহরণ বন্ধ করণে আইন প্রয়োগ ঙ. জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান চ. মাছ ধরা বন্ধকালীন জেলেদের ভিজিএফ বিতরণ ছ.জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ও প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	
২.০	জাটকা/ ইলিশ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আপনার উপজেলায় ২০০৮-১৫ বাস্তবায়িত কার্যক্রম	ক. আয়োজিত সচেতনতা মূলক সভার সংখ্যা খ. ইলেক্ট্রনিক/প্রিন্টমিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন গ. বিলবোর্ড, ব্যানার, প্যানা ফ্রেমটানানোর সংখ্যা ঘ. পোস্টারলাগোনোর সংখ্যা ঙ. লিফলেট ও ফোল্ডার বিতরণ চ. মাইকে প্রচারণায় দিনের সংখ্যা ছ. পরিচালিত নৌ-র‍্যালী পথর‍্যালী সংখ্যা	.. . . টি
৩.১	জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণে অভয়াশ্রম স্থাপন	ক. অভয়াশ্রমের সংখ্যা খ. স্থাপনের সময় ও এলাকা/ নদীর নাম গ. ব্যয়িত অর্থ ঘ. ব্যবস্থাপনা কমিটির সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা ঙ. প্রকল্প থেকে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ	
৩.২	জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণে অভয়াশ্রমের বর্তমান অবস্থা	ক. ডিমার্কেশনলাইন ও ফ্ল্যাগলাগানো আছে কি / না খ. অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে কি / না গ.কমিটির সভা নিয়মিত হয় কি/ নাহলে এ পর্যাপ্তকতটি সভা	

		হয়েছে? ঘ. কতটি সভায় আপনি বা আপনার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন? ঙ. কত টি সভায় ইউ এনও/প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন চ. কতটি সভায় কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ছ. সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার (%) বলুন	
৪.০	জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণে বাস্তবায়িত কার্যক্রম	ক. পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা খ. পরিদর্শিত বাজার / আড়ৎ এর সংখ্যা গ. পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ঘ. প্রদত্ত মামলার সংখ্যা ঙ. জেল প্রদানের সংখ্যা চ. জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছ. জব্দকৃত ইলিশ/ জাটকার পরিমাণ জ. জব্দকৃত নৌযান/ ইঞ্জিনবোট/ দেশীয় নৌকার সংখ্যা	
৫.০	জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যক্রমের অগ্রগতি	ক. কত টাকা বরাদ্দ ছিল? খ. কত জন জেলেকে এআইজি এ মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে? গ. এ আইজি এ এর অধীনে প্রদত্ত সামগ্রী/ প্রাণির পরিমাণ কত? ঘ. বর্তমানে কি অবস্থায় কত গুলো আছে? ঙ. এ আইজি এ প্রাপ্ত জেলেদের কোন সংগঠন/ দল আছে কিনা? থাকলে সদস্য সংখ্যা চ. কার্যক্রম সফলতা (%) ছ. ফলাফল বলুন	
৬.১	জেলেদের ভিজি এফ কার্যক্রমের অগ্রগতি বলুন	ক. ভিজি এফ প্রাপ্ত জেলের মোট সংখ্যা খ. জেলেদের তালিকা অনুমোদনের প্রক্রিয়া ও অনুমোদনের তারিখ গ. বিতরণকৃত ভিজিএফ এর চালের পরিমাণমে. টন ঘ. জন প্রতি গড়ে কত কেজি করে মোট মাথা পিছু চাউল প্রদান করা হলো	
৬.২	ভিজিএফ বিতরণের বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ণ	ক. কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত ভিজি এফ দেয়া হয় খ. বরাদ্দ ডি ও প্রাপ্তির সর্বনিম্ন কতদিনের মধ্যে বিতরণ শেষ হয়েছে গ. বরাদ্দ ডি ও প্রাপ্তির পর সবচেয়ে বেশী কতদিনের মধ্যে ভিজিএফ বিতরণ হয়েছে ঘ. প্রদত্ত চালের পরিমাণ কেমন ছিল ঙ. জেলেদের কোন অভিযোগ ছিল কিনা? থাকলে তা কিভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে চ. ভিজিএফ বিতরণকালে কত দিন আপনি/ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ছ. ভি্জিএফ বিতরণকালে কতদিন স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি/ পুলিশ প্রতিনিধি ছিলেন	
৭.১	প্রকল্প বাস্তবায়নে লজিস্টিক সাপোর্ট	ক. প্রাপ্ত মোটরসাইকেলের সংখ্যা? খ. প্রাপ্ত বাইসাইকেলের সংখ্যা গ. স্পীড বোট এর সংখ্যা ঘ. হাইস্পীড এফ এর পিবোটের সংখ্যা ঙ. প্রাপ্ত জ্বালানীর পরিমাণ/ বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	

		চ. ভ্রমণভাতার পরিমাণ? যথেস্ট বা অপ্রতুল বলুন?	
৮.১	প্রকল্পের জৈবিক প্রভাব	ক. ইলিশের উৎপাদন প্রকল্পের পূর্বে কত ছিল? খ. বর্তমানে ইলিশের উৎপাদন কত? গ. হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়েছে? প্রবৃদ্ধিরহার (%) ঘ. জেলেদের জীবনমান ও জীবিকার কি কি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়? ঙ. আপনার মতে শতকরা কতভাগ (%) জেলে মৎস্য আইন মানছেন? চ. জাটকা সংরক্ষণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে (%)	
৮.২	প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব	ক. প্রকল্পের কার্যক্রমের সাফল্য গুলো কিকি? খ. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কি? গ. আইন প্রয়োগে জনসম্পৃক্ত তা বৃদ্ধির হার কেমন? ঘ. প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততার ট্রেন্ড কিরুপ? ঙ.প্রকল্প বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বা জনপ্রতিনিধিদের ভুমিকা সর্ম্পকে বলুন। চ.জেলেদের আচার আচরণের কোন পার্থক্য লক্ষণীয় হলে উল্লেখ করুন ছ. জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে (%) ঝ.ইলিশ আহরণে নতুন জেলে অন্তর্ভুক্তি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ?	
৯.০	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ঝুকি গুলো কিকি?	১.ক. প্রকল্পের কার্যক্রমের সাফল্য গুলো কিকি? খ. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কি? গ. আইন প্রয়োগে জনসম্পৃক্তা বৃদ্ধির হার কেমন? ঘ. প্রশাসন ও আইন প্রয়োগ কারী সংস্থার সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততার ট্রেন্ড কি রুপ? ঙ. প্রকল্প বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বা জনপ্রতিনিধিদের ভুমিকা সর্ম্পকে বলুন।	
১০	জাটকা ইলিশ সংরক্ষণ টেকসই করনে আপনার মতামত		
১১	সুপারিশ (যদিথাকে)	১. ২. ৩.	

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম ও সাক্ষরঃ মোবাইল নম্বরঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ মোবাইল নম্বরঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
সেক্টর-৬
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ ,জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি)শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

প্রধান তথ্য দাতার সাথে (KII)প্রশ্নমালা
মৎস্য উপ-পরিচালক

	কর্মকর্তার নামঃ	পদবীঃ	
	বর্তমান প্রকল্পের আওতায় চাকুরীর মেয়াদ ঃঃ	মোবাইল নম্বর-	
			কোড
১.০	আপনা বিভাগে জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা (২য়সংশোধিত) প্রকল্পের কোন কোন জেলা ও উপজেলায় কাযর্ক্রম ছিল?		
১.১	প্রধান প্রধান কার্যক্রম গুলো কি কি	ক. জাটকা/ ইলিশ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি খ. জাটকা/ ইলিশসংরক্ষণ গ. ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন এবং রক্ষণা বেক্ষণ ঘ. জাটকা আহরণ বন্ধ করণে আইন প্রয়োগ ঙ. জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান চ. মাছ ধরা বন্ধকালীন জেলেদের ভিজিএফ বিতরণ ছ. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ও প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	
২.০	জাটকা/ ইলিশ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে২০০৮-১৫ বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অগ্রগতি বলুন	ক. ইলেক্ট্রনিক/প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন খ. বিলবোর্ড, ব্যানার, প্যানা ফ্রেমটানানোর সংখ্যা গ. পরিচলিত নৌ-র‍্যালী পথর‍্যালী সংখ্যা	..... টি
৩.০	জাটকা/ ইলিশসংরক্ষণেঅভয়াশ্রমস্থাপন	ক. অভয়াশ্রমের সংখ্যা খ. কোন উপজেলায় এবং নদী/ জলাশয়ের নাম খ. স্থাপনের সময় ও ব্যয়িত অর্থ এর পরিমাণ ঘ. অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও কমিটির বর্তমান অবস্থা বলুন	

		ঙ. ডিমার্কেশনলাইন ও ফ্ল্যাগলাগানো আছেকি? চ. আপনি/ আপনার প্রতিনিধির পরিদর্শন সংখ্যা ছ. সার্বিক বিবেচনায় অভয়াশ্রমের প্রভাব বলুন	
৪.০	জাটকা/ ইলিশ সংরক্ষণে বাস্তবায়িত কার্যক্রম	ক. পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা খ. পরিদর্শিতবাজার/ আড়ৎ এর সংখ্যা গ. পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ঘ. প্রদত্ত মামলার সংখ্যা ঙ. জেল প্রদানের সংখ্যা চ. জরিমানা আদায়ের পরিমাণ ছ. জব্দকৃত ইলিশ/ জাটকার পরিমাণ জ. জব্দকৃতনৌযান/ ইঞ্জিনবোট/ দেশীয়নৌকার সংখ্যা	
৫.০	জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যক্রম	ক. কত টাকা বরাদ্দ ছিল খ. কতজন জেলেকে এআইজি এ মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে গ. এআইজিএ এর অধীনে প্রদত্ত সামগ্রী/ প্রাণির পরিমাণ কত ঘ. বর্তমানে কি অবস্থায় কত গুলো আছে ঙ. এআইজি এ প্রাপ্ত জেলেদের কোন সংগঠন/ দল আছে কিনা? থাকলে সদস্য সংখ্যা চ. কার্যক্রম সফলতা (%) বাফলাফলবলুন	
৬.০	জেলেদেরভিজিএফ কার্যক্রম	ক. ভিজি এফ প্রাপ্ত জেলের মোট সংখ্যা খ. বিতরণকৃত ভিজিএফ এর চালের পরিমাণ মে. টন গ. আপনি/ আপনার প্রতিনিধিকত দিন উপস্থিত ছিলেন ঘ. ভিজিএফ এর প্রভাব ওসফলতা (%) বলুন ঙ. জেলেদের কোন অভিযো ছিল কিনা? থাকলেতা কিভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে চ. আপনার সার্বিক মতামত বলুন	

৭.০	জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর চিত্র	ক. জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে অন্যান্য সংস্থার সমন্বয় অটুট আছে / নাই খ. জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে অন্যান্য সংস্থার সমন্বয় পুনর্বহাল প্রয়োজন/ প্রয়োজন নাই গ. জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে সরকারী –বেসরকারী উদ্যোগ প্রয়োজন/ প্রয়োজন নাই	
৮.০	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত লজিস্টিকসাপোর্ট	ক. যানবাহনে রধরণ অনুযায়ী সংখ্যা ও তাদের বর্তমান অবস্থা বলুন খ. বিতরণকৃত/ প্রাপ্ত হাইস্পীড এফ এর পিবোটের সংখ্যা গ. প্রাপ্ত জ্বালানীর পরিমাণ/ বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ঘ. ভ্রমণভাতার পরিমাণ? যথেস্ট বা অপ্রতুল বলুন	
৯.১	প্রকল্পের জৈবিক প্রভাব	ক. ইলিশের উৎপাদন প্রকল্পের পূর্বে কত ছিল? খ. বর্তমানে ইলিশের উৎপাদনকত? গ. হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়েছে? প্রবৃদ্ধির হার (%) ঘ. জেলেদের জীবনমান ও জীবিকার কি কি পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়? ঙ. আপনার মতে শতকরা কতভাগ (%) জেলে মৎস্য আইন মানছেন? চ. জাটকা সংরক্ষণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে (%)	
৯.২	প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব	ক. প্রকল্পের কার্যক্রমের সাফল্য গুলো কিকি? খ. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কি? গ. আইন প্রয়োগে জনসম্পৃক্ত তা বৃদ্ধির হার কেমন? ঘ. প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততার ট্রেন্ড কিরুপ? ঙ প্রকল্প বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বা জনপ্রতিনিধিদের ভুমিকা সর্ম্পকে বলুন। চ.জেলেদের আচার আচরণের কোন পার্থক্য লক্ষণীয় হলে উল্লেখ করুন ছ. জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে জনসচেতনতাপূর্বের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে (%) জ.জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে জেলের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে (%) ঝ.ইলিশ আহরণে নতুন জেলে অন্তর্ভুক্তি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ?	
১০	প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য সর্ম্পকে অভিমত দিন?	১.....	
১১	প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা, সাস্টেইনে বিলিটি ও ভবিষ্যতে প্রকল্পটি চালু রাখা সম্পর্কে আপনার অভিমত বলুন	১.....	

পরিশিষ্ট-০৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

প্রধান তথ্যদাতার জন্য (KII) প্রশ্নমালা

প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব , কোষ্টগার্ড, নৌবাহিনী, নৌপুলিশের জন্য প্রশ্নমালা

কর্মকর্তার নামঃ	পদবীঃ
প্রকল্পের আওতায় সেবা(Service) প্রদানের মেয়াদ ঃ	মোবাইল নম্বর-

১। জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল কি ? (১) হ্যাঁ (২) না
উত্তর না হলে, কারন সমূহ ঃ

১----------

২----------

৩----------

২।জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তার বিবরণ

১----------

২----------

৩----------

৩।জাটকা ইলিশ সংরক্ষণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ । প্রকল্প পরবর্তীতে জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

১----------

২----------

৩----------

৪। মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়নে প্রকল্প হতে লজিস্টিক সাপোর্ট কি প্রয়োজন অনুযায়ী ছিল ? উত্তর না হলে কি কি ঘাটতি ছিল?

১----------

২----------

৩----------

৫। বিগত ২০০৮-২০১৫ সনে মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ প্রয়োগের অগ্রগতি

বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১। অভিযানের সংখ্যা		

২। আটককৃত জাটকা (কেজি)		
৩। আটককৃত ইলিশ মাছ (কেজি)		
৪। মামলার সংখ্যা		
৫। জেলের সংখ্যা		
৬। জরিমানার সংখ্যা ও পরিমান		
৭। জব্দ জালের পরিমান (লক্ষ মিঃ)		
৮। বোট / নৌকা / ট্রলার আটকের সংখ্যা		

৬। অত্র এলাকায় স্থাপিত ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যাবস্থপনা সম্পর্কে আপনার মতামত

১----------
২----------
৩----------

৭। জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণে জেলেদেরকে আরও কিভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে?

১----------
২----------
৩----------

৮। ইলিশের উৎপাদনে বর্তমান ধারা / টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

১----------
২----------
৩----------

৯। প্রকল্প পরবর্তীতে জাটকা ও মা ইলিশ মাছ ধরা বন্ধে জেলেদের আচার আচরণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলে তার বিবরণ দিন?

১----------
২----------
৩----------

১০। জাটকা সংরক্ষণ , ইলিশ উৎপাদন এবং জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কে আপনার অভিমত

<u>জাটকা সংরক্ষণ</u>

১----------
২----------
৩----------

ইলিশ উৎপাদন

১----------
২----------
৩----------

জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান

১----------
২----------
৩----------

১১।প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) ও সুপারিশ

১----------
২----------
৩----------

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম ও সাক্ষরঃ মোবাইল নম্বরঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ মোবাইল নম্বরঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যের জন্য প্রশ্নমালা (KII)

নামঃ..... পদবীঃ.....

ঠিকানাঃ গ্রাম.....ইউনিয়ন ..... উপজেলা ..... জেলা.....

১। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জানেন কি না ? উত্তর হ্যাঁ হলে প্রকল্পের অধিনে কি কি কাজ সম্পাদিত হয়েছিল?

১.....

২.....

৩.....

২।প্রকল্প পরবর্তিতে জাটকা সংরক্ষন ও ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

১.....

২.....

৩.....

৩।প্রকল্পের পরে জেলেদের ইলিশ মাছ ধরা বেড়েছে না কমেছে? উওর হ্যাঁ হলে শতকরা হারে কত বেড়েছে?

৪। আপনার এলাকায় স্থাপিত ইলিশ অভায়শ্রমের ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব সম্পর্কে জানেন কি? জানা থাকলে বর্ণনা করুন?

১.....

২.....

৩.....

৫। জেলেদের ঋণ মুক্ত হতে পেরেছে কি? এ বিষয়ে আপনার অভিমত

৬। প্রকল্পের বিকল্প কর্মস্থানের উপকরণ বিতরণ (যেমন গরু,ছাগল,হাঁস,ভ্যান গাড়ী ইত্যাদি) সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি? জেলেরা এতে লাভবান হয়ে থাকলে তার বিবরণ দিন

৭।জেলেদের সাংবাতসরিক খ্যাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে কি?

১। হ্যা ২। না

৮। জেলেদের পানীয়জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি?

১। হ্যা ২। না

৯। জেলেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি না ?

১। হ্যা ২। না

১০। জেলেদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহন করার ক্ষমতা বেড়েছে কিনা ?

১। হ্যা ২। না

১১। জেলেদের বাড়ি ঘরের পরিবর্তন হয়েছে কি? হয়ে থাকলে বিবরণ দিন

১২। জেলেদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে কি?

১। হ্যা ২। না

১৩। জাটকা ও মা ইলিশ মাছ সংরক্ষণে জেলেদের আচার আচরনে কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? হয়ে থাকলে তার বিবরণ দিন

১.....

২.....

৩.....

১৪। জেলেদেরকে ভিজিএফ এর চাল প্রদানের ফলে খ্যাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে কি?

১। হ্যা ২। না

১৫। প্রকল্প সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) ও সুপারিশ

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম ও সাক্ষরঃ মোবাইল নম্বরঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ মোবাইল নম্বরঃ	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ

পরিশিষ্ট-০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন
দলীয় আলোচনা(FGD) (জেলেদের জন্য)

আলোচনার চেকলিস্ট

স্থান .....গ্রাম..... .....ইউনিয়ন ..... উপজেলা ..... জেলা .....

তারিখ ও সময়.....

ক্র।নং	নামঃ	পদবী ও পেশা	মোবাইল	স্বাক্ষর
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				
৭।				
৮।				
৯।				
১০।				
১১।				
১২।				
১৩।				
১৪।				
১৫।				

১।জাটকা সংরক্ষণ , বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প পরিচিতি

২। প্রকল্পের কি কি কার্যক্রম ছিল?

৩। প্রকল্পের ফলে জাটকা ধরা হ্রাস/বৃদ্ধি

৪। জাটকা আহরণ বন্ধ করা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের ফলে উৎপাদন বেড়েছে বা কমেছে

৫। ইলিশ জাটকা অভয়াশ্রমের ফলে কি কি লাভ হয়েছে?

৬। মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন

৭। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কে আলোচনা

৮। ইলিশ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কি ?

৯। প্রকল্পে শেষে জাটকা ও ডিমওয়ালা মাছ বৃদ্ধি

১০। জেলেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি?

১১। জেলেদের দাদন/ঋণ ও দায় দেনা হ্রাস/বৃদ্ধি সম্পর্কিত

১২। প্রকল্প থেকে আপনারা কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন?

১৩। জাটকা সংরক্ষণে জেলেদের আচার আচরণের পরিবর্তন হয়েছে কি?

১৪। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আর কি কি পদক্ষেপে নেয়া যেতে পারে?

১৫। এ ধরনের প্রকল্প আবার ও চালু করা দরকার কিনা

১৬। প্রকল্প সম্প্রর্কিত আপনাদের সুপারিশ

সমন্বয়কারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষরঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন

দলীয় আলোচনা(FGD) (ইলিশ আড়তদার / মহাজনদের জন্য)

আলোচনার চেকলিস্ট

স্থান .....গ্রাম..... .....ইউনিয়ন ..... উপজেলা ..... জেলা .....

তারিখ ও সময়.....

	নামঃ	পদবী ও পেশা	মোবাইল	স্বাক্ষর
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				
৭।				
৮।				
৯।				
১০।				
১১।				
১২।				
১৩।				
১৪।				
১৫।				

১।জাটকা সংরক্ষণ , বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প পরিচিতি

২। প্রকল্পের কি কি কার্যক্রম ছিল?

৩। প্রকল্পের ফলে জাটকা ধরা হ্রাস/বৃদ্ধি

৪। জাটকা আহরণ বন্ধ করা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের ফলে উৎপাদন বেড়েছে বা কমেছে

৫। ইলিশ জাটকা অভয়াশ্রমের ফলে কি কি লাভ হয়েছে?

৬। মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন

৭। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কে আলোচনা

৮। ইলিশ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কি ?

৯। প্রকল্পে শেষে জাটকা ও ডিমওয়ালা মাছ বৃদ্ধি

১০। জেলেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি?

১১। জেলেদের দাদন/ঋণ ও দায় দেনা হ্রাস/বৃদ্ধি সম্পর্কিত

১২। প্রকল্প থেকে আপনারা কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন?

১৩। জাটকা সংরক্ষণে জেলেদের আচার আচরণের পরিবর্তন হয়েছে কি?

১৪। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আর কি কি পদক্ষেপে নেয়া যেতে পারে?

১৫। এ ধরনের প্রকল্প আবার ও চালু করা দরকার কিনা

১৬। প্রকল্পের শুরুর পুর্বে ও পরে জাটকা ও ইলিশ ক্রয় বিক্রয় সর্ম্পকে আলোচনা ।

১৭। প্রকল্পের শুরুর পুর্বে ও পরে আপনার আয় ব্যয় সম্পকে বলুন ?

১৮। প্রকল্পের পরে জেলেদের মাছ ধরার পরিমাণ বেড়েছে নাকি কমেছে ?

১৯। ঋণ গ্রহন কারী জেলের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে নাকি কমেছে?

২০। জেলেদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ?

২১। ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এধরনে প্রকল্পের প্রয়োজন আছে কি না ?

২২। এধরনে প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব , কোষ্টগার্ড, নৌবাহিনী, নৌপুলিশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলুন ?

২৩। প্রকল্প সম্প্রর্কিত আপনাদের সুপারিশ

সমন্বয়কারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষরঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আইএমইডি
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

জাটকা সংরক্ষণ , জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষনা (কমপোনেন্ট এ ও বি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার

চেকলিস্ট

স্থান ..... তারিখ ও সময়.....

১।জাটকা সংরক্ষণ , বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প পরিচিতি

২। জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি

৩। প্রকল্প পরবর্তীতে জাটকা ধরা হ্রাস/বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা

৪। জাটকা আহরণ বন্ধ করা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের ফলে উৎপাদন বেড়েছে বা কমেছে

৫। ইলিশ জাটকা অভয়াশ্রমের ফলে কি কি লাভ হয়েছে?

৬। মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন

৭। জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কে আলোচনা

৮। জাটকা ইলিশ সংরক্ষণে নদীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

৯। প্রকল্প শেষে জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ বৃদ্ধি

১০। জেলেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি

১১। জেলেদের দাদন/ঋণ ও দায় দেনা হ্রাস/বৃদ্ধি সম্পর্কিত

১২। প্রকল্প থেকে আপনারা কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন?

১৩। জাটকা সংরক্ষণে জেলেদের আচার আচরণের পরিবর্তন হয়েছে কি?

১৪। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আর কি কি পদক্ষেপে নেয়া যেতে পারে?

১৫। এ ধরনের প্রকল্প আবার ও চালু করা দরকার কিনা

১৬। প্রকল্প সম্পর্কিত সুপারিশ

সমন্বয়কারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষরঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট-১২

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল ও কার্যক্রয়ের চেকলিস্ট

প্রকল্পের নাম: .....

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা :

৩। দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম :

৪। দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের নাম ও তারিখ :

৫। দরপত্র সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে কি-না :

৬। সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ :

৭। দরপত্র সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশিত না হয়ে থাকলে তার কারণ :

৮। দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ :

৯। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময় :

১০। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় :

১১। প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা ও নাম :

১২। দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় :

১৩। রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ও নাম :

১৪। নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা :

১৫। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা (দরপত্র মূলায়ন কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন সংযুক্ত করুন)

১৬। দরপত্র কমিটিতে বর্হিসদস্য কতজন আছেন :

১৭। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ :

১৮। কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ :

(কার্যবিবরণীর কপি সংযুক্ত করুন)

১৯। সিএস প্রস্তুতকরণের তারিখ :

২০। সিএস অনুমোদনকারীর নাম, পদবী ও

অনুমোদনের তারিখ :

(অনুমোদিত সিএস-এর কপি সংযুক্ত করুন)

২১। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত দরদাতার নাম :

২২। Notification of Award প্রদানের তারিখ :

২৩। কন্ট্রাক্ট অনুমোদনের তারিখ :

২৪। কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষরের তারিখ :

২৫। মোট চুক্তিমূল্য :

২৬। দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য :

২৭। অকৃতকার্য দরপত্র দাতাদের চিঠি প্রদানের তারিখ :

২৮। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ :

২৯। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ :

৩০। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার তারিখ :

৩১। সময় বৃদ্ধি হয়ে থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি করা হয়েছে :

(কত দিন এবং কোন তারিখ পর্যন্ত)

৩২। সময় বৃদ্ধির কারণ :

৩৩। বর্ধিত সময় অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ :

৩৪। সর্বশেষ চলতি বিল জমাদানের তারিখ

ও বিলের পরিমাণ :

৩৫। সর্বশেষ চলতি বিল পরিশোধের

তারিখ ও পরিমাণ :

৩৬। সর্বমোট বিল পরিশোধ :

৩৭। সর্বশেষ বাস্তব অগ্রগতি : .....%

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: .....
মোবাইল: .....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: .....
মোবাইল: .....

পরিশিষ্ট-১৩

বিষয়ঃ **০৭/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা ,জাটকা সংরক্ষণ" (২য় সংশোধিত) কম্পোনেন্টঃ)এ ও বি"(শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী**

চেকলিস্ট

১. **সিদ্ধান্তসমূহ এবং গৃহীত ব্যবস্থাবলী নিম্নরূপঃ**

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	গৃহীত ব্যবস্থাবলী
১.১	প্রকল্পের লগফ্রেম-এ বর্ণিত লক্ষ্য (Goal) এবং উদ্দেশ্য (Purpose), আউটপুট বিষয়গুলো অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জনের বিষয়গুলো যথাযথ ও বিস্তারিতভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	প্রকল্পের লগফ্রেম-এ বর্ণিত লক্ষ্য (Goal))-পৃষ্ঠা নং ৪০ এবং উদ্দেশ্য (Purpose)-পৃষ্ঠা নং-৩৩-৩৬,৩৯,৪২ আউটপুট -পৃষ্ঠা নং ৪১,৪৩ বিষয়গুলো অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জনের বিষয়গুলো যথাযথ ও বিস্তারিতভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
১.২	আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী খসড়া প্রতিবেদনের প্রথম দিকে নির্বাহী সার-সংক্ষেপ সংযুক্ত করতে হবে।	আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী খসড়া প্রতিবেদনের প্রথম দিকে নির্বাহী সার-সংক্ষেপ সংযুক্ত করা হয়েছে।
১.৩	প্রভাব মূল্যায়নের মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ, টেবিল/সারণী ও লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	প্রভাব মূল্যায়নের মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ, টেবিল/সারণী ও লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
১.৪	প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ, সমস্যা, Findings ও সুপারিশ আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।	প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ, সমস্যা, Findings ও সুপারিশ আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।)- পৃষ্ঠা নং ৯০
১.৫	প্রতিবেদনে উল্লিখিত ডাটা/তথ্যের উৎসের রেফারেন্স সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নম্বর বাংলায় এবং প্রয়োজনীয় মার্জিন ব্যবহারসহ Alignment সঠিকভাবে রাখতে হবে।	প্রতিবেদনে উল্লিখিত ডাটা/তথ্যের উৎসের রেফারেন্স উল্লেখ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হয়েছে।
১.৬	মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনের সমস্যা ও সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে।	মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনের সমস্যা ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। পৃষ্ঠা নং ৯০,৯২ এবং ৯৩
১.৭	প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যবহৃত লক্ষ টাকা, সংখ্যা, মেঃটন, মিটার, ফুট ইত্যাদি তথ্যগুলো সংশোধন করতে হবে।	প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যবহৃত লক্ষ টাকা, সংখ্যা, মেঃটন, মিটার, ফুট ইত্যাদি তথ্যগুলো সংশোধন করা হয়েছে।
১.৮	বিএফআরআই অংশের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়ের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণপূর্বক সমস্যা ও সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে।	বিএফআরআই অংশের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়ের সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণপূর্বক সমস্যা ও সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
১.৯	প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ ও প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত উল্লেখ রাখতে হবে।	প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ ও প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত উল্লেখ রাখা হয়েছে। পৃষ্ঠা নং ৬২ এবং ৭৯
১.১০	প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় বানান, তথ্যগত ও ভাষাগত অসামঞ্জস্যগুলো সংশোধন করতে হবে।	প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় বানান, তথ্যগত ও ভাষাগত অসামঞ্জস্যগুলো সংশোধন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১৪

বিষয়ঃ **১৬/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা ,জাটকা সংরক্ষণ" (য় সংশোধিত২) কম্পোনেন্টঃ)এ ও বি"(শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী**

চেকলিস্ট

১. **সিদ্ধান্তসমূহ এবং গৃহীত ব্যবস্থাবলী নিম্নরূপঃ**

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	গৃহীত ব্যবস্থাবলী
১.১	নির্বাহী সার-সংক্ষেপে ভাষার পরিমার্জন ও পরিশোধনপূর্বক প্রভাব মূল্যায়নে সমগ্র প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত-সার উল্লেখ করতে হবে।	২য় খসড়া প্রতিবেদনে মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত বিষয়গুলো নির্বাহী সার-সংক্ষেপে সংযুক্ত করা হয়েছে।
১.২	প্রভাব মূল্যায়নের মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ, টেবিল/সারণী ও লেখচিত্রের নীচে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।	প্রভাব মূল্যায়নের মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ, টেবিল/সারণী ও লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। (৭ম অধ্যায় পৃষ্ঠা নং ৬৩)
১.৩	নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প প্রণয়ন করার সুপারিশ প্রতিবেদনে রাখতে হবে।	প্রতিবেদনে উল্লেখ পূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়েছে। (৮ম অধ্যায় সুপারিশ অংশ পৃষ্ঠা নং ৯৫)
১.৪	পুরুষ ও স্ত্রী ইলিশের অনুপাত ভিন্ন কেন তার যথাযথ ব্যাখা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় ব্যখ্যা প্রদান করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৯৬)
১.৫	স্থানীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ খসড়া প্রতিবেদনের সুপারিশে উল্লেখ করা প্রয়োজন।	প্রতিবেদনে উল্লেখ পূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৭৯)
১.৬	জাটকা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব ও এর পাশাপাশি নদীর নাব্যতা দূরীকরণ ও নদী ড্রেজিং-এর ব্যবস্থার বিষয়ে খসড়া প্রতিবেদনে বিশদ আলোচনা ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে।	প্রতিবেদনে উল্লেখ পূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং ৯১,৯২), ৮ম অধ্যায় সুপারিশ অংশ (পৃষ্ঠা নং ৯৫)

পরিশিষ্ট-১৫

বিষয়ঃ **৩১ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা ,জাটকা সংরক্ষণ" (য় সংশোধিত২) কম্পোনেন্টঃ)এ ও বি শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত জাতীয় কর্মশালার র০্যাপোর্টিয়ারের** নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের

চেকলিস্ট

১. সিদ্ধান্তসমূহ এবং গৃহীত ব্যবস্থাবলী নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	গৃহীত ব্যবস্থাবলী
১.১	(১) নির্বাহী সার-সংক্ষেপে উদ্দেশ্যে, ফলাফল, সুপারিশ ইত্যাদি শিরোনামগুলি পরিহার করে শিরোনামহীনভাবে শুধু অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে হবে (২) Logframe এর Indicator সমূহের কি পরিবর্তন/ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তা Indicator wise বর্ণনা করতে হবে।	নির্বাহী সার-সংক্ষেপে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং Log Frame এর Indicator এর উপর বর্ণনা করা হয়েছে। পৃষ্টা- ৪০
১.২	(১) প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবি সমূহের নীচে বর্ণনা প্রদান করতে হবে। (২) প্রকল্পের গবেষণা অঙ্গের আওতায় কী কী গবেষণা করা হয়েছে তার তালিকা এবং গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল কি কাজে লাগছে তার বর্ণনা থাকতে হবে।	যথাযথভাবে বিশ্লেষণ, টেবিল/সারণী ও লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং গবেষণা ফলাফল বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
১.৩	প্রতিবেদনের ২২ পৃষ্ঠায় অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (কম্পোনেন্ট-এ) এর ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি উল্লেখ করতে হবে।	প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় ব্যখ্যা ও সংশোধন করা হয়েছে। পৃষ্ঠা- (২১-২২)
১.৪	Procurement Part-এ ভালো করে Analysis করে রিপোর্টে আনতে হবে।	প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় ব্যখ্যা ও সংশোধন করা হয়েছে।
১.৫	(১) প্রকল্পাধীন ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনাতে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়ার বিষয়ে আরো বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি প্রতিবেদনে আনতে হবে। (২) এ ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ-এর মতামত গ্রহণ করা যায়। (৩) ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত Technical Terms এর বাংলায় অনুবাদের কোন প্রয়োজন নেই।	প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় ব্যখ্যা ও সংশোধন করা হয়েছে। পৃষ্ঠা- (২৫-২৬)
১.৬	ডিপিপি বহির্ভুত কোন বিষয়ে প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা বা সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।	প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় ব্যখ্যা ও সংশোধন করা হয়েছে।
	(১) প্রকল্পের অধীন গবেষণার বিষয়বস্তু কি কি ছিল তা উল্লেখ করতে হবে। (২) বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়ে অধিক তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় ব্যখ্যা ও সংশোধন করা হয়েছে। পৃষ্ঠা- ৪৪
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন National Document হিসেবে গণ্য হবে বিধায় অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে Study Report প্রণয়ন করতে হবে।	

পরিশিষ্ট-১৬

বিষয়ঃ **০৩/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা ,জাটকা সংরক্ষণ" (য় সংশোধিত২) কম্পোনেন্টঃ)এ ও বি"(শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী** বাস্তবায়নের

চেকলিস্ট

১. **সিদ্ধান্তসমূহ এবং গৃহীত ব্যবস্থাবলী নিম্নরূপঃ**

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	গৃহীত ব্যবস্থাবলী
১.১	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ২য় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় আমন্ত্রিত অতিথিদের উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে এবং র‍্যাপোটিয়ার্স রিপোর্টের আলোকে যথাযথ পরীক্ষাপূর্বক খসড়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিথিদের উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে এবং র‍্যাপোটিয়ার্স রিপোর্টের আলোকে যথাযথ পরীক্ষাপূর্বক খসড়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
১.২	প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় বানান ও ভাষাগত অসামঞ্জস্যগুলো সংশোধন করতে হবে।	প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় বানান ও ভাষাগত অসামঞ্জস্যগুলো সংশোধন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১৭

বিষয়ঃ **০৪/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা ,জাটকা সংরক্ষণ" (য় সংশোধিত২) কম্পোনেন্টঃ)এ ও বি"(শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়নের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী** বাস্তবায়নের

চেকলিস্ট

১. **সিদ্ধান্তসমূহ এবং গৃহীত ব্যবস্থাবলী নিম্নরূপঃ**

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	গৃহীত ব্যবস্থাবলী
১.১	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ২য় খসড়া প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালায় আমন্ত্রিত অতিথিদের উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে এবং র‍্যাপোটিয়ার্স রিপোর্টের আলোকে যথাযথ পরীক্ষাপূর্বক খসড়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করতে হবে।	জাতীয় কর্মশালায় আমন্ত্রিত অতিথিদের উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে এবং র‍্যাপোটিয়ার্স রিপোর্টের আলোকে যথাযথ পরীক্ষাপূর্বক খসড়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।
১.২	চূড়ান্ত প্রতিবেদন National Document হিসেবে গণ্য হবে বিধায় অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রণয়ন করতে হবে।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন National Document হিসেবে গণ্য হবে বিধায় পরামর্শকগণ অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করেছেন।

পরিশিষ্ট-১৮

IMED কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণ

উদ্দেশ্য	অর্জন
গ) নির্ধারিত সময়ে ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় জাটকা আহরণ কমিয়ে আনা;	প্রকল্প মেয়াদে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ মৌসুমে ৩,৬১৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও ২২ জেলার ১০২টি উপজেলার মাছ বাজার, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে। এর ফলে জাটকা আহরণ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।
ঘ) জাটকা/ইলিশ আহরণকারী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;	জাটকা/ইলিশ আহরণকারী জেলেদের জাটকা আহরণ হতে বিরত রাখার জন্য ৩২,৫০৯ জন জেলেকে প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে, যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।
ঙ) জাটকা এবং ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণে অধিক মাত্রায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।	জাটকা এবং ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দুইটি টিভি স্পট/ফিলার, দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

১২.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারনঃ** উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩.০ **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১। জেলেদের অবলম্বন হলো জাল ও নৌকা। নিজস্ব নৌকা ও জাল না থাকায় মহাজনের নিকট চড়া সুদে ঋন করে তাদের নদী-সাগরে মাছ ধরতে যেতে হয়। তাই জেলেদের পুনর্বাসন/ভাগ্যন্নয়নের জন্য অন্যান্য উপকরণ বিতরণের পরিবর্তে জাল ও নৌকা কেনার জন্য অর্থ প্রদান করা হলে তা অধিক কার্যকর হবে;

১৩.২। চাঁদপুরে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বোটটি চালানোর জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন লোকবল না থাকায় এটি ব্যবহার হচ্ছে না এবং এর ইঞ্জিন ও ব্যাটারীসহ মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে;

১৩.৩। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বোট চালানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ঘাট/জেটি এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দ সহ নিজস্ব লোকবল না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না;

১৩.৪। মূল প্রকল্পটি পাঁচ বছরের জন্য গ্রহণ করা হলেও দুইবার সংশোধন ও এক বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ৪০% সময় ও ১১৮% ব্যয় বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয়;

১৩.৫। প্রকল্পের শুরু হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি হয়েছে তবে ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পিসিআর হতে পাওয়া যায়নি; এবং

১৩.৬। প্রকল্পটি জুন,২০১৫ তে সমাপ্ত হয়। নিয়মানুযায়ী সেপ্টেম্বর,২০১৫ এর মধ্যে পিসিআর আইএমইডি-তে পাঠানোর কথা থাকলেও পিসিআর পাঠানো হয়েছে ফেব্রুয়ারী,২০১৬ তে। বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণে প্রকল্পটি মূল্যায়নে বিলম্ব ঘটেছে।

১৪.০ **সুপারিশঃ**

১৪.১। ভবিষ্যতে জেলেদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত জাল ও নৌকা কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় জেলেদের সমিতি গঠণ করে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এ সহায়তা দেয়া যেতে পারে;

১৪.২ অবিলম্বে চাঁদপুরসহ অন্যান্য জেলার জন্য ক্রয়কৃত বোটগুলো ব্যবহারের উদ্দ্যোগ নেয়া সমীচীন হবে;

১৪.৩। ভবিষ্যতে মৎস্য অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতার কারণে বোট ক্রয় না করে চালকসহ বোট ভাড়া নেয়ার মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৪.৪। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন কালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিৎ হবে যেন, মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হয়;

১৪.৫। ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করে (আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তিপূর্বক) এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; এবং

১৪.৬। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করতে পারে।

১৫.০। প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৩ ও ১৪ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও গৃহীত ব্যবস্থাবলী আইএমইডিকে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

২৩/০৩/২০১৬

(দেবোত্তম সান্যাল)
সহকারী পরিচালক

উদ্দেশ্য	অর্জন
ঙ) জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর জাটকা সংরক্ষণ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রভাব নিরূপণ করা।	জাটকা এবং প্রজননক্ষম ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় পাওয়া যায়, বিকল্প কর্মসংস্থান সহায়তা প্রদান এবং জাটকা নিধন নিষিদ্ধ মৌসুমে পরিবার প্রতি ৪০ কেজি চাল সহায়তা প্রদানের ফলে জাটকা নিধনের হার হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭-০৮ সালের তুলনায় ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে প্রজনন সফলতা যথাক্রমে ৮৬%, ৬৮%, ৮৪%, ৭১.৫৮% ৮২.০৪%, ৭৭.৫৮% ও ৭৩.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে (সূত্রঃ মৎস্য অধিদপ্তর)।

১২.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারনঃ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩.০ পর্যবেক্ষণঃ

১৩.১। পিসিআরটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বিবিধ খাতে অনুমোদিত ব্যয় ৪.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও প্রকৃত ব্যয় ৪.১৮ লক্ষ টাকা এবং বোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে নির্ধারিত ৬.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ব্যয়িত হয়েছে ৯.৭৩ লক্ষ টাকা;

১৩.২। মূল প্রকল্পটি পাঁচ বছরের জন্য গ্রহণ করা হলেও সংশোধন ও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে বাস্তবায়নকাল ৪০% এবং ব্যয় ১৮% বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয়;

১৩.৩। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত এক্সাটানাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে তবে অডিট আপত্তি সমূহ নিস্পত্তি হয়নি। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়নি;

১৩.৪। প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ক্রয়কৃত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের কোন ইনভেনটরিং মার্কিং নেই। ফলে এগুলো কোন প্রকল্প হতে কেনা তা বুঝা যায় না; এবং

১৩.৫। প্রকল্পটি জুন,২০১৫ তে সমাপ্ত হয়। নিয়মানুযায়ী সেপ্টেম্বর,২০১৫ এর মধ্যে পিসিআর আইএমইডি-তে পাঠানোর কথা থাকলেও পিসিআর পাঠানো হয়েছে ফেব্রুয়ারী,২০১৬ তে। বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণে প্রকল্পটি মূল্যায়নে বিলম্ব ঘটেছে।

১৪.০ সুপারিশঃ

১৪.১। বিবিধ খাতে এবং বোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখে তা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১৪.২। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা হবে যেন বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয়;

১৪.৩। এক্সাটার্নাল অডিট নিষ্পত্তি করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

১৪.৪। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রে ইনভেনটরিং মাকিং এর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন; এবং

১৪.৫। প্রকল্প সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করতে পারে।

১৫.০। প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৩ ও ১৪ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও গৃহীত ব্যবস্থাবলী আইএমইডিকে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

(দেবোত্তম সান্যাল)
সহকারী পরিচালক

পরিশিষ্ট-১৯

ওয়ার্কশপ ও এফজিডি সমূহে উপস্থিতির তালিকা

আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা (২য় সংশোধিত) (কম্পোনেন্টঃ এ ও বি)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা

স্থানঃ নদী কেন্দ্র, বিএফআরআই, চাঁদপুর, তারিখঃ ১১ এপ্রিল ২০১৮।

নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	জনাব মোঃ মুজিব-উল-ফেরদৌস, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	✓
২	লে: এনামুল উল্লাহ্ বিন	কোস্ট গার্ড স্টেশন, চাঁদপুর	[illegible] ১১/৪/১৮
৩	উম্মে হাবীবা মীরা সহ: কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	[illegible] ১১/৪/১৮
৪	ড. মো: আনিসুর রহমান Former 3 [illegible]	বিএফআরআই, চাঁদপুর	[illegible] ১১/৪/১৮
৫	মোহা: বজলুর রশীদ উপপরিচালক,	মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ কুমিল্লা	[illegible] ১১/৪/১৮
৬	মাসুদ আরা মমি সহকারী পরিচালক	মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা ঢাকা	[illegible] ১১/৪/১৮
৭	ড. গোবিন্দ চন্দ্র হালদার টিমলিডার	বুয়েট- ইন্টিগ্রেটেড [illegible]	[illegible] ১১/৪/১৮
৮	কানিজ ফাতেমা UNO, চাঁদপুর সদর	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	[illegible] ১১/৪/১৮
৯	মোসা: ফারহানা আক্তার রুমা, SUFO	[illegible] দক্ষিণ, চাঁদপুর	[illegible] ১১/৪/১৮
১০	মাহবুবুর রহমান উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	নদী কেন্দ্র, বিএফআরআই, চাঁদপুর	[illegible]
১১	আফরোজা আকতার চৌধুরী-উপ-পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
১২			
১৩			
১৪			
১৫			
১৬			
১৭			
১৮			

নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১৯	নুরাজ্জামান	নরসিংদী	নুরা জমান
২০	কাশেম চৌধুরী	"	[illegible]
২১	আল আবসার	নরসিংদী	আল আবসার
২২	কাদির	"	কাদির
২৩	[illegible]	সভাপতি, চাঁদপুর [illegible] [illegible] মালিক সমিতি	[illegible]
২৪	[illegible]	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চাঁদপুর জেলা [illegible] সমিতি	[illegible]
২৫	মালেক দেওয়ান	সভাপতি, [illegible] সমিতি, চাঁদপুর জেলা	[illegible]
২৬	মোজাম্মেল উদ্দিন	[illegible], চাঁদপুর-৩৬০০	[illegible]
২৭	আব্দুল বারী [illegible]	সহ-সভাপতি, [illegible] মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি লি:	[illegible]
২৮	মো: মালেক মাল	[illegible] চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি	মো: মালেক
২৯	মো: আলী আকবর	[illegible]	[illegible]
৩০	মো: [illegible]	সম্পাদক, মৎস্য বণিক সমিতি লি:	[illegible]
৩১	[illegible]	চাঁদপুর জেলা [illegible] সমবায় সমিতি লি:	[illegible]
৩২	[illegible]	চাঁদপুর জেলা [illegible]	[illegible]
৩৩	মো: [illegible]	সাধারণ সম্পাদক, [illegible] সমিতি, চাঁদপুর জেলা [illegible]	মো: [illegible]
৩৪	মো: [illegible]	[illegible]	[illegible]
৩৫	মো: [illegible]	[illegible] মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি লি:	[illegible]
৩৬	মো: [illegible]	[illegible] মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি	মো: [illegible]
৩৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩৮	মো: [illegible]	[illegible]	[illegible]
৩৯	[illegible]	" [illegible]	[illegible]

নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	স্বাক্ষর
৪০	মো: আসাদুল বাকী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় চাঁদপুর	[illegible]
৪১	ফিরোজ আহমেদ মৃধা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর	[illegible]
৪২	মহাদেব		মহাদেব
৪৩	মেতলাব		মেতলাব
৪৪	মোতকা		মোতকা
৪৫	আ: খালেক দেওয়ান	চাঁদপুর সদর	খালেক
৪৬	মো: মজিবুর রহমান	জামতলা	মজি
৪৭	[illegible]		[illegible]
৪৮	আবুল কাশেম [illegible]		কাশেম
৪৯	সুরা রাজ সরকার	বামতাই	[illegible]
৫০	মো: আমিরুল মজুমদার		আমির
৫১	আমির		আমির
৫২	[illegible]		[illegible]
৫৩	রিয়াদ হোসেন	চাঁদপুর	রিয়াদ
৫৪	আবুল কালাম	জামতলা, চাঁদপুর	কালাম
৫৫	মো: আ: কাদের	বামতাই, নদীকেন্দ্র, চাঁদপুর	কাদের
৫৬	মো: নুরুজ্জামান	বামতাই নদী চাঁদপুর	[illegible]
৫৭	মো: শহীদুল ইসলাম	[illegible] বামতাই	[illegible]
৫৮	মো: মোস্তফা	[illegible]	[illegible]
৫৯			
৬০			

Dobey
International

দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেড
ফ্লাট নং # এফ-৫, বাড়ী নং # ২৫/১
শাহ-আলীবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ইমেইলঃ admin@dobeyinternational.com
ওয়েবঃ www.dobeyinternational.com